ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৯ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 24 Augest, 2023 ■ আগরতলা ২৪ আগষ্ট ২০২৩ ইং ■ ৬ ভাদ্র, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

ইতিহাসের সাক্ষী হলেন দেশবাসী

চাঁদের বুকে নামল ল্যান্ডার বিক্রম

নয়াদিল্লি, ২৩ আগস্ট (হি.স.) : চাঁদের মাটিতে ল্যাণ্ডার বিক্রমের সফল অবতরণ হল। নির্দিষ্ট সময়েই চাঁদের বুকে নামে ল্যাণ্ডার বিক্রম। বুধবার সন্ধ্যে ৬টা ৪ মিনিটে অবতরণ হয় বিক্রমের। মহাকাশ বিজ্ঞানে নতুন ইতিহাস রচনা করেছে ভারত।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এপ্রসঙ্গে বক্তৃতা দিতে গিয়ে বলেন, বিশ্বের কোনও দেশ এখনও পর্যন্ত চাঁদে পৌঁছোতে পারেনি। এই কর্মকাণ্ডের জন্য দেশের বৈজ্ঞানিকদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী।

জানা গিয়েছে, এখন চাঁদের মাটিতে শক্তি সঞ্চয় করছে বিক্রম। ঘন্টা দুয়েক পরে সূর্য থেকে শক্তি সঞ্চয় করে ল্যাণ্ডার রোভার থেকে নামবে প্রজ্ঞান।

১৪ জুলাই শ্রীহরিকোটার সতীশ ধাওয়ান স্পেস সেন্টার থেকে ইসরোর চন্দ্রযান-৩ চাঁদের উদ্দেশে পাড়ি দিয়েছিল। ইসরো প্রকাশ করেছে সেসব ছবি। ধীরে ধীরে তা পৃথিবীর কক্ষপথে প্রবেশ করে এবং কক্ষপথ উত্তোলন করা হতে থাকে। গত ৫ আগস্ট তা চাঁদের কক্ষপথে প্রবেশ করেছে। এরপর লাটুর মতো পাক খেতে খেতে তা পৌঁছে গিয়েছে চাঁদের একেবারে ওপরে। কক্ষপথের একের পর এক ছবি ধরা পড়েছে ল্যান্ডারের ক্যামেরায়। ইসরো-র এই মিশনের জন্য খরচ হতে চলেছে ৬১৫ কোটি টাকা। চাঁদে পা রাখার সময় যত এগিয়েছে দেশবাসীর আবেগ এবং উদ্বেগ ততই বেড়েছে। চন্দ্রযান-২-এর ব্যর্থতার পর চন্দ্রযান ৩ যাতে সফল হয় তার জন্য দেশের প্রতিটি মানুষ প্রার্থনায় ব্যস্ত। কোথাও চলছে হোমযজ্ঞ, কোথাও নমাজপাঠ আবার কোথাও দরগায় চাদর চড়ানো হচ্ছে। প্রতিটা মুহূর্তে স্নায়ুর লড়াই ছিল ইসরোর বিজ্ঞানীদের। অবশেষে চাঁদের মাটিতে পা রাখল চন্দ্রযান-৩।

এদিকে, চাঁদের মাটিতে সফল অবতরণ করল চন্দ্রযান-৩। ইতিহাস সৃষ্টি করল ভারত। বুধবার নির্ধারিত সময়েই চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে পা রাখল চন্দ্রযান-৩।

১৪ জুলাই শ্রীহরিকোটার সতীশ ধাওয়ান স্পেস সেন্টার থেকে ইসরোর চন্দ্রযান-৩ চাঁদের উদ্দেশে পাড়ি দিয়েছিল। ইসরো প্রকাশ করেছে সেসব ছবি। ধীরে ধীরে তা পৃথিবীর কক্ষপথে প্রবেশ করে এবং কক্ষপথ উত্তোলন করা হতে থাকে। গত ৫ আগস্ট তা চাঁদের কক্ষপথে প্রবেশ করেছে। এরপর লাটুর মতো পাক খেতে খেতে তা পৌঁছে গিয়েছে চাঁদের একেবারে ওপরে। কক্ষপথের একের পর এক ছবি ধরা পড়েছে ল্যান্ডারের ক্যামেরায়। ইসরো-র এই মিশনের জন্য খরচ হতে চলেছে ৬১৫ কোটি টাকা। চাঁদে পা রাখার সময় যত এগিয়েছে দেশবাসীর আবেগ এবং উদ্বেগ ততই বেড়েছে। চন্দ্রযান-২-এর ব্যর্থতার পর চন্দ্রযান ৩ যাতে সফল হয় তার জন্য দেশের প্রতিটি মানুষ প্রার্থনায় ব্যস্ত। কোথাও চলছে হোমযজ্ঞ, কোথাও নমাজপাঠ আবার কোথাও দরগায় চাদর চড়ানো হচ্ছে। প্রতিটা মুহূর্তে স্নায়ুর লড়াই ছিল ইসরোর বিজ্ঞানীদের। অবশেষে চাঁদের মাটিতে পা রাখল চন্দ্রযান-৩।

মানবজাতির সাফল্য ঃ প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৩ আগস্ট (হি. স.) : চাঁদে সফল অবতরণ চন্দ্রযান ৩-এর। সারা দেশের যাবতীয় প্রার্থনা সার্থক হল। ইতিহাস গড়ল ভারত। অভিনন্দন জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি বললেন, মিশনের সাফল্যই সমগ্র মানবজাতির সাফল্য।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী চন্দ্রযান-৩-এর অবতরণ দেখার জন্য দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে লাইভ স্ট্রিমে ইসরোর সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। বর্তমানে ব্রাজিল, রাশিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা ও চিনের নেতাদের সঙ্গে ব্রিকস রাজনৈতিক সম্মেলনে যোগ দিতে জোহানেসবার্গে রয়েছেন মোদী। চন্দ্রযান-৩-এর সফল অভিযানের জন্য প্রধানমন্ত্রী ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ইসরো এবং দেশের বিজ্ঞানীদের অভিনন্দন জানিয়েছেন।

এদিন প্রধানমন্ত্রী বলেন, "আমার প্রিয় পরিবার, যখন আমাদের চোখের সামনে এইরকম ইতিহাস গড়তে দেখলাম, তখন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মিজোরামে সেতু ভেঙ্গে মৃত্যু ১৮
মুমুর্ষ অবস্থায় উদ্ধার আরও ৩

আইজল, ২৩ আগস্ট (হি.স.) : বুধবার সকাল প্রায় ১১টা নাগাদ মিজোরামের রাজধানী আইজল থেকে প্রায় ২১ কিলোমিটার দূরে ভৈরবী (দক্ষিণ অসমের হাইলাকান্দি জেলা সীমান্ত) থেকে মিজোরামের সাইরাং (আইজল থেকে প্রায় ২১ কিলোমিটার দূরে) সংযোগকারী কুরুং নদীর ওপর নির্মীয়মাণ রেলওয়ে সেতু ভেঙে ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারিয়েছেন ১৭ জন রেল কর্মী ও শ্রমিক। এই সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১৮। এ পর্যন্ত মুমূর্ষু অবস্থায় তিন আহত শ্রমিককে উদ্ধার করা হলেও এখনও বেশ কয়েকজন ধ্বংসাবশেষে আবদ্ধ বলে ধারণা করছেন জেলা প্রশাসন ও এনএফ রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ।

এই খবর লেখা পর্যন্ত দুর্ঘটনার শিকার শ্রমিকদের উদ্ধার করতে অভিযান চলছে। জেলার সাধারণ ও পুলিশ প্রশাসনের তত্ত্বাবধানে উদ্ধার অভিযান চালিয়েছেন কুইক রেসপন্স টিম, এনডিআরএফ, এসডিআরএফ, বিএসএফ এবং ইয়ং মিজো অ্যাসোসিয়েশনের সাইরাং শাখার কর্মকর্তারা।

সরকারিভাবে নিহত বা আহতদের পরিচয় জানানো হয়নি। তবে বিশেষ এক সূত্রের খবর, সেতুটি যখন ভেঙে পড়ছিল, তখন সেখানে কর্মরত ছিলেন অন্তত ৩০ থেকে ৪০ জন শ্রমিক। এঁদের মধ্যে ১৮ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং তিনজনকে আশংকাজনক অবস্থায় উদ্ধার করেছে অভিযানকারী দল। আশংকা করা হচ্ছে, হতাহতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে। সূত্র আরও জানিয়েছে, নির্মাণস্থলে ছিলেন রেলওয়ের কয়েকজন ইঞ্জিনিয়ার ও বিভিন্ন পদমর্যাদার আধিকারিক। যতটুকু জানা গেছে, ওই রেল সেতু নির্মাণের কাজে নিয়োজিত ছিলেন অসমের কাছাড়, করিমগঞ্জ এবং পশ্চিমবঙ্গের মালদা জেলার বহু শ্রমিক। নিহতদের অধিকাংশই মালদা জেলার বাসিন্দা, দাবি বেসরকারি সূত্রের।

এদিকে মৃতদেহগুলির ময়না তদন্ত হচ্ছে জোরাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল এবং আইজল সিভিল হাসপাতালে। উদ্ধারকৃত আহতদের ভরতি করা হয়েছে জোরাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় রাজ্যের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও পুনর্বাসন মন্ত্রী পু লালচামলিয়ানা গভীর শোক প্রকাশ করে নিহতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন। এদিন সকালে ঘটনার পর-পরই মিজোরাম, পশ্চিমবঙ্গ এবং অসমের মুখ্যমন্ত্রী যথাক্রমে জোরামথাঙ্গা, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা এক্স (পূর্ববর্তী টুইটার) মাধ্যমে তাঁদের শোক ব্যক্ত করেছেন। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পরিবহন মন্ত্রীর কড়া বার্তা ও হুশিয়ারি

যাত্রীদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করলে পারমিট বাতিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ আগষ্ট।। যাত্রীদের সাথে দুর্ব্যবহার করলে পারমিট বাতিল করে দেওয়ার কড়া হুশিয়ারি দিলেন পরিবহন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। বুধবার আগরতলাস্থিত এম.বি.বি বিমান বন্দরের পুরনো যাত্রী টার্মিনাল ভবনের কনফারেন্স হলে প্রশাসনের উচ্চ পদস্থ আধিকারিকদের উপস্থিতিতে এক উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন পরিবহন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী, ত্রিপুরা সড়ক পরিবহন নিগমের চেয়ারম্যান অভিজিৎ দেব, পরিবহন দপ্তরের সচিব উত্তম কুমার চাকমা, কমিশনার সুব্রত চৌধুরী, এম.বি.বি বিমান বন্দরের অধিকর্তা কৈলাস চন্দ্রমীণা, ত্রিপুরা পুলিশের আইজি মনচাক ইপ্পার, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার অতিরিক্ত জেলা শাসক রাজীব দত্ত, পশ্চিম জেলার পুলিশ সুপার ড়কিরণ কুমার কে, পশ্চিম জেলার ট্রাফিক পুলিশ সুপার মানিক দাস, চিফ মোটর ভেহিকেল ইন্সপেক্টর বিজয় দেববর্মা সহ অন্যান্যরা। এইদিন মূলত বিমান বন্দরে বেহাল অটো পরিষেবা ও অটো চালকদের দাদাগিরি নিয়ে আলোচনা হয়।এমবিবি বিমান বন্দরের অটো চালকদের পক্ষ থেকেও এক প্রতিনিধি দল বৈঠকে উপস্থিত ছিল। এমবিবি বিমান বন্দরে অটো চালকদের দাদাগিরি নিয়ে এইদিন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী তীব্র অসন্তোষ ব্যক্ত করেন। মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী এইদিন অটো চালকদের হুশিয়ারি দিয়ে বলেন অটো চালকদের নিয়ে নিয়মিত বৈঠক করার মতো সময় নেই প্রশাসনিক আধিকারিকদের। যে সকল অটো চালক যাত্রীর সাথে দুর্ব্যবহার করবে তাদের পারমিট বাতিল করে দেওয়া হবে। অটো চালকরা নিজে থেকে সহসাই ঠিক না হলে বেসরকারি এজেন্সির মাধ্যমে অটো, ট্যাক্সি পরিষেবা সহসাই চালু করে দেওয়া হবে বলে হুশিয়ারি দেন তিনি।

কংগ্রেস ছাড়লেন বিল্লাল মিঞা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ আগষ্ট।। প্রদেশ কংগ্রেসের সমস্ত পদ থেকে অব্যাহতি চেয়ে সর্বভারতীয় কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকা অর্জুন খারগেকে কে চিঠি দিলেন রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী তথা কংগ্রেস নেতা বিল্লাল মিয়া। চিঠি উল্লেখ ছিল ৪৪ বছর ধরে তিনি কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এছাড়া ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি ইলেকশন কমিটির সদস্য এবং ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেসের ওয়াকিং কমিটি প্রেসিডেন্ট ছাড়াও এআইসির সদস্য হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন। এই সমস্ত পদ থেকে অব্যাহতি চেয়ে কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সভাপতি কে চিঠি দিলেন তিনি। বলা যেতে পারে কংগ্রেস দল ছাড়লেন তিনি। তার এই সংবাদ ছড়িয়ে পড়তে রাজনৈতিক মহলে চর্চা শুরু হয়। সম্প্রতি তার বাড়িতে গিয়ে সাক্ষাৎ করেছিলেন প্রদেশ বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব। এরপরই রাজনৈতিক মহলে গুঞ্জন শুরু হয়। এই নিয়ে আগেই চর্চা শুরু হয়ে গেছে তিনি বিজেপিতেই যোগ দিচ্ছেন। আজ তার দল ছাড়ার ঘোষণা খবর ছড়িয়ে পড়তেই বিভিন্ন মহলে প্রতিক্রিয়া শুরু হয়। এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা।

রাজ্যে এডিসি দিবস পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ আগষ্ট।। আজ ৩৯ তম এডিসি দিবস। প্রতি বছরের মত এবছরও প্রদেশ কংগ্রেসের উদ্যোগে যথাযোগ্য মর্যাদায় দিনটি পালন করা হয়। রাজধানীর কংগ্রেস ভবনে এ উপলক্ষে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে দেশের প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানান প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সমীর রঞ্জন বর্মন। উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশিস কুমার সাহা, বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন সহ অন্যান্য কংগ্রেস নেতৃত্ব। উল্লেখ্য ১৯৮৪ সালের ২৩শে আগষ্ট তৎকালিন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী দেশের চারটি রাজ্যের জন্য সংবিধান সংশোধন করে ষষ্ঠ তপশীলি আইন গঠন করেছিলেন। অনুষ্ঠানে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি এডিসি দিবসের গুরুত্ব তুলে ধরেন।

ষষ্ঠ তপশিল দিবস উপলক্ষে আজ খুমলুং এর নুউয়াই অডিটোরিয়ামে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জমজমাট ভোট প্রচার

ধনপুরে বাড়ি বাড়ি গেলেন মুখ্যমন্ত্রী বক্সনগর চষে বেড়াচ্ছে বাম প্রার্থী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ আগষ্ট।। উপনির্বাচনে ২০ বক্সনগর এবং ২৩ ধনপুর বিধানসভা কেন্দ্র নিয়ে সিরিয়াস রয়েছে মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার মানিক সাহা। উপ নির্বাচনে দুটি বিধানসভা কেন্দ্রে যাতে পদ্মফুল ফুটে তার জন্য ঝড়ো প্রচার শুরু করেছেন মুখ্যমন্ত্রী খোদ। বুধবার সকাল বেলা ২৩ ধনপুর বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী বিন্দু দেবনাথকে সঙ্গে নিয়ে প্রথমে কাঠালিয়া কালী কৃষ্ণনগরে পদযাত্রা করেন তিনি।পরবর্তী সময় বাড়ি বাড়ি গিয়ে মনোনীত প্রার্থীর হয়ে মানুষের কাছ থেকে জনসমর্থন চান। বর্তমান সরকারের গত সাড়ে পাঁচ বছরে উন্নয়ন সম্পর্কে মানুষকে অবগত করেন মুখ্যমন্ত্রী। এবং কোনভাবেই যাতে দুটি বিধানসভা কেন্দ্র হাতছাড়া না হয় তার জন্য দলের কার্যকর্তা এবং কর্মী সমর্থকদের মানুষের কাছে পৌঁছানোর জন্য আহ্বান জানান মুখ্যমন্ত্রী। কারণ রাজ্যে যে উন্নয়ন ও বিকাশমুখী সরকার চলছে তার গতি বাড়াতে এই দুটি বিধানসভা কেন্দ্র অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে অভিমত ব্যক্ত করে মুখ্যমন্ত্রী।পরবর্তী সময়ে মুখ্যমন্ত্রী সামাজিক মাধ্যমে এসে জানান মানুষের কাছ থেকে স্বতঃস্ফূর্ত সাড়া পেয়েছে এদিন। তিনি আশা ব্যক্ত করেন, এই বিধানসভা কেন্দ্রে বিরোধী দল সিপিআইএমকে বিপুল ভোটে পরাজিত করে জয়যুক্ত হবে বিজেপি। আরো জানা যায় মুখ্যমন্ত্রীকে কাছে পেয়ে আপ্লুত ভোটাররা। যদিও উপ নির্বাচনে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্টাইপেন্ডের দাবিতে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ আগষ্ট।। সঠিক সময়ের মতো জনজাতি ছাত্র-ছাত্রীদের স্টাইপেন্ড প্রদান করা হচ্ছে না। অবশেষে বুধবার বাম ছাত্র সংগঠন টি এস ইউ -র পক্ষ থেকে জনজাতি কল্যাণ দপ্তরে বিক্ষোভের শামিল হয় স্কুল কলেজের পড়ুয়া। উপস্থিত ছিলেন টি এস ইউ -র সাধারণ সম্পাদক সুজিত ত্রিপুরা।তিনি বলেন, এখন পর্যন্ত চার বার ডেপুটেশন প্রদান করা হয়েছে কিন্তু ছাত্র-ছাত্রীদের সঠিক সময়ের মতো স্টাইপেন্ড প্রদান করা হয়নি। সংশ্লিষ্ট দপ্তরের পক্ষ থেকে শুধুমাত্র দিনের পর দিন আশ্বাস দেওয়া হচ্ছে। বিশেষ করে বহু ছাত্র-ছাত্রী রয়েছে যারা স্টাইপেন্ডের উপর নির্ভর করে বিএড এবং নার্সিং -এর মত কোর্স ভর্তি হয়। এতে করে কলেজগুলিতে বিপাকে পড়ছে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৯ ▫ সংখ্যা ৩১১ ▫ ২৪ আগস্ট ২০২৩ ইং▫ ৬ ভাদ্র ▫ বৃহস্পতিবার ▫১৪৩০ বঙ্গাব্দ

মহাকাশে ইতিহাস ভারতের

মহাকাশে ইতিহাস তৈরি করিল ভারত। বুধবার চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে নামিল চন্দ্রযান। অবতরণের শেষ ২০ মিনিট নিয়া ইসরোর আশঙ্কার অন্ত ছিল না। কিন্তু সমস্তটাই পরিকল্পনা মাফিক হওয়ায় চাঁদে সফটল্যান্ডিং করিল ল্যান্ডার বিক্রম।এবার ল্যান্ডারের পেট থেকে আজানা দেশের খবর সংগ্রহে বের হইয়া পড়িবে রোভার প্রজ্ঞান।আপাতত ১৪ দিন চাঁদে কাজ চালাইবে রোভার প্রজ্ঞান। মূলত দিনের বেলাই কাজ করিবে প্রজ্ঞান, কারণ সূর্যের আলো থেকেই বিদ্যুৎ উৎপাদন করিয়া সেই শক্তি ব্যবহার করিয়া কাজ চলিবে। ল্যান্ডার বিক্রমের পেট থেকে বের হইয়া বেশ কিছুটা এলাকা ঘুরিয়া দেখিবে প্রজ্ঞান। প্রতি সেকেন্ডে এক সেন্টিমিটার দূরত্ব অতিক্রম করিবে এই রোভার। সঙ্গে থাকা ক্যামেরা ব্যবহার করিয়া তোলা

হইবে চন্দ্রপৃষ্ঠের ছবি। তাহা ছাড়াও চাঁদের মাটির গঠন, মাটির উপাদানের নমুনা সংগ্রহ করিবে প্রজ্ঞান। চাঁদের তাপমাত্রাও খতিয়ে দেখা হইবে।শুধু তাই নয়, চাঁদের যেটুকু অংশে 'হাঁটিবে' প্রজ্ঞান সেখানে ভারতের জাতীয় প্রতীক ও ইসরোর লোগোর ছাপ রাখিয়া দিবে। তবে কতটা অতিক্রম করিবে প্রজ্ঞান, সেই নিয়া এখনই কিছু বলা যাইতেছে না। কারণ চাঁদের প্রতিকূল পরিস্থিতির মোকাবিলা করিয়া এগোতে হইবে প্রজ্ঞানকে। প্রবল ঠাণ্ডার কারণেও ব্যাহত হইতে পারে প্রজ্ঞানের কাজ।৬ সেপ্টেম্বর ২০১৯। কাদিয়াছিলেন ইসরোর তৎকালীন চেয়ারম্যান কে শিবন। কাদিয়াছিল গোটা ভারত। সেদিন মহাশূন্যের অতলে হারায়ে গিয়েছিল ১৪০ কোটি ভারতবাসীর স্বপ্ন। তার পর পেরিয়েছে চার বছর। চন্দ্রযান ২-র সেই ব্যর্থতার অধ্যায় দ্রুত মুছিয়া ফেলিয়াছে ইসরো। ঘুরে দাঁড়াইয়াছে ভারতের মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্র। যে মুহূর্ত চন্দ্রযান-২ মিশন 'ব্যর্থ' হইল, ঠিক তার পরমুহূর্তেই নতুন উদ্যোমে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন ইসরোর বিজ্ঞানীরা। তারপর গত প্রায় চারবছর চাঁদের মাটি ছোঁয়ার স্বপ্ন, আর অক্লান্ত পরিশ্রম। যাহার ফলাফল, ২৩ আগস্ট -এ দাঁড়ায় ইসরোর বর্তমান চেয়ারম্যান এস সোমনাথের মুখের অমলিন হাসি।প্রায় চার বছরের প্রচেষ্টায় এল কাঙ্ক্ষিত সাফল্য। যদিও এই সাফল্যের প্রতিটা বাঁক ছিল কঠিন পরীক্ষার। প্রতিটি মুহূর্ত ছিল উদ্বেগের, লড়াইয়ের। সেই লড়াইয়ের পথটাও ছিল কঠিন। ২০১৯ সালেই অতীতের ভুল থেকে শিক্ষা নিয়া নতুন করিয়া চাঁদের মাটি ছোঁয়ার প্রস্তুতি নিতে শুরু করে ইসরো। চন্দ্রযান-৩-এর বাজেট ছিল মাত্র ৬১৫ কোটি টাকা। চলতি বছর ১৪ জুলাই সেই লড়াইয়ের মূল পর্ব শুরু হয়। সেদিন ঠিক দুপুর ২টো ৩৫ মিনিট ইতিহাস গড়িবার পথে প্রথম পা বাড়াইয়াছিল চন্দ্রযান-৩। শ্রীহরিকোটার সতীশ ধওয়ান স্পেস সেন্টারের লঞ্চিং প্যাড থেকে চাঁদের উদ্দেশে উড়িয়া গিছিল ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ইসরোর এই মহাকাশযান।'

চাঁদের পাহাড়ে পা দিল ভারত! ইতিহাস সৃষ্টি করিল ইসরো, সম্পূর্ণ হল আর্যভট্টর দেশের চন্দ্রবিজয়'

মহাকাশে ইতিহাস তৈরি করিল ভারত। বুধবার চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে নামিল চন্দ্রযান। অবতরণের শেষ ২০ মিনিট নিয়ে ইসরোর আশঙ্কার অন্ত ছিল না। কিন্তু সমস্তটাই পরিকল্পনা মাফিক হওয়ায় চাঁদে সফটল্যান্ডিং করিল ল্যান্ডার বিক্রম।এবার ল্যান্ডারের পেট থেকে আজানা দেশের খবর সংগ্রহে বেরিয়া পড়িবে রোভার প্রজ্ঞান।'মহাকাশে ইতিহাস তৈরি করিল ভারত। এবার ল্যান্ডারের পেট থেকে আজানা দেশের খবর সংগ্রহে বেরিয়ে পড়বে রোভার প্রজ্ঞান। গত ১৪ জুলাই শ্রীহরিকোটার সতীশ ধাওয়ান স্পেস সেন্টার থেকে রওনা দিয়াছিল তৃতীয় চন্দ্রযান। ইসরোর মহাবলী মার্ক-৩ রকেটে চেপে কক্ষপথে পাড়ি দেয় মহাকাশ যানটি। ৩ লক্ষ ৮৪ হাজার কিলোমিটারের যাত্রাপথে প্রতিটি ধাপ সে সফলভাবে পেরিয়াছে। ৫ আগস্ট চাঁদের কক্ষপথে পৌঁছয় চন্দ্রযান। ১৯ আগস্ট মূল যান থেকে বিচ্ছিন্ন হইয়া চন্দ্রপৃষ্ঠের দিকে রওনা দেয় ল্যান্ডার বিক্রম।

চার বছর আগের ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা নিয়া এবারের চাঁদ-সওয়ারিকে যোগ্য করিয়া তুলিতে ইসরোর বিজ্ঞানীরা যে চেষ্টার কোনও কসুরই রাখেননি, সে বিষয়ে সিলমোহর দিয়াছিলেন বহু বিজ্ঞানী। তবে আগের বার চাঁদের রুক্ষ মাটিতে নাক বরাবর ধাক্কা খেয়ে বিক্রমের পতনের পর যে ব্যক্তির কান্নায় ভেঙে পড়ার দৃশ্য আজও কোনও ভারতীয় ভুলতে পারেননি, তিনি ইসরোর প্রাক্তন প্রধান, কে সিভান। সেই সিভানও এবার ব্যতিক্রমীভাবে আত্মবিশ্বাসী ছিলেন যে দ্বিতীয় চন্দ্রযানের করা 'ভুল' তৃতীয়টি করবে না। মিলে গেল তাঁর সেই ভবিষ্যদ্বাণী।'

বৃষ্টির দেখা নেই তিলোত্তমায়; দক্ষিণে আর্দ্রতার অস্বস্তি, উত্তরবঙ্গে বর্ষণের সতর্কতা

কলকাতা, ২৩ আগস্ট (হি.স.): দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে গত কয়েকদিন ধরেই বৃষ্টি হচ্ছে বিক্ষিপ্তভাবে। ভারী বৃষ্টি হচ্ছে না বললেই চলে। তবে, বৃহস্পতিবার থেকে কিছুটা বৃষ্টি বাড়তে পারে দক্ষিণবঙ্গে। বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবার বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায়। বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, পূর্ব এবং পশ্চিম বর্ধমানে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। দক্ষিণবঙ্গের কয়েকটি জেলায় বৃষ্টি হলেও, তিলোত্তমায় থাকবে আর্দতার অস্বস্তি, অনুভূত হবে ঘর্মাক্ত গরমও। বাতাসে প্রচুর জলীয় বাষ্প থাকায় আর্দতাজনিত অস্বস্তি বাড়বে। বুধবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৮.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে দুই ডিগ্রি বেশি।

আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, বৃহস্পতি ও শুক্রবার বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি হতে পারে দক্ষিণবঙ্গের কিছু জেলায়। ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান জেলায়। উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে আগামী শনিবার পর্যন্ত।

পঞ্জাবের কিছু জেলায় ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস, দুর্যোগ চলবে আগামী ২৬ আগস্ট অবধি

চণ্ডীগড়, ২৩ আগস্ট (হি.স.): কিছু দিন আগের বৃষ্টিতে এমনিতেই বিপর্যস্ত অবস্থা পঞ্জাবের নানা অংশে। গৃহহীন অসংখ্য মানুষ, যুদ্ধকালীন তৎপরতায় চলছে ত্রাণ ও উদ্ধারকাজ। এই পরিস্থিতিতে পঞ্জাবের বিভিন্ন জেলায় ফের ভারী বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস জারি করল আবহাওয়া দফতর। আগামী ২৬ আগস্ট পর্যন্ত পঞ্জাবের নানা অংশে চলবে বৃষ্টির দুর্যোগ। আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, পঞ্জাবের অমৃতসর, গুরুদাসপুর, হোশিয়ারপুর, কাপুরথালা, জলন্ধর, নওয়ানশহর, রূপনগর, পাতিয়ালা, লুধিয়ানা, ফতেহগড় সাহেব, শহীদ ভগত সিং নগর এবং সাহেবজাদা অজিত সিং নগর জেলায় আগামী চার দিন ভারী বৃষ্টিপাত হবে। বর্তমানে এই জেলাগুলির অধিকাংশই বন্যা কবলিত এবং এই নতুন করে বৃষ্টি হলে পরিস্থিতি আরও খারাপ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এদিকে, পার্শবর্তী রাজ্য হিমাচল প্রদেশের অনেক জেলায় বৃষ্টি অব্যাহত থাকায় বিয়াস ও সুতলজ নদীর জলস্তর বৃদ্ধির বিষয়টিও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।

ঋষি অরবিন্দের পণ্ডিচেরী আশ্রমে ছিল বিপ্লবীদের অবাধ বিচরণ

প্রদীপ মারিক

অরবিন্দ ঘোষের বৈপ্লবিক রাজনৈতিক প্রেরণার উৎস ছিল আয়রলান্ড ও রাশিয়ার চলমান বিদ্রোহ, বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' উপন্যাস এবং ভারতীয় আধ্যাত্মিকতা। বরোদা কলেজে অধ্যাপনাকালে তিনিই মহারাষ্ট্রের ঠাকুর সাহেব নামে জনৈক ব্যক্তি পরিচালিত বৈপ্লবিক 'গুপ্ত সমিতি'র সঙ্গে যুক্ত হল এবং বাংলাদেশে গুপ্ত সমিতি গঠনের কাজে মনোনিবেশ করেন। মুম্বাইয়ের 'ইন্দু প্রকাশ' পত্রিকায় 'নিউ লাম্পস ফর দ্যা ওল্ড' শিরোনামে প্রকাশিত প্রবন্ধমালায় নরমপন্থী নেতৃবৃন্দের চরতম দুর্বলতা, অপদার্থতার সমালোচনা করে তিনি জাতিকে রক্ত ও অগ্নিস্নানে পবিত্র হয়ে চরম অত্মদানের মাধ্যমে এক বলিষ্ঠ কর্মপন্থা গ্রহণের আহ্বান জানান। দেশ বলতে অরবিন্দ ঘোষ পাহাড় -পর্বত, নদ-নদী প্রভৃতির নিছক কোনও জড় পদার্থকে বোঝেননি, তার কাছে দেশ ছিল চিন্ময়ী মাতৃস্বরূপা। জাতীয়তাবাদ বলতে তিনি কেবলমাত্র রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তিই চাননি, দেশপ্রেম বা জাতীয়তাবাদ তার কাছে ছিল ধর্মের শামিল। কার কাছে সনাতন হিন্দু ধর্ম ছিল জাতীয়তাবাদের নামন্তর। জাতির জাতীয়তাবাদ বলতে তিনি বুঝতেন জাতীয় জীবনের পরিপূণতা, প্রাচীন ভারতীয় সত্যযুগের পুনরুত্থান, দূর অতীতের মতো বিশ্ব দরবারে ভারতের শ্রেষ্ঠত্বের আসন লাভ এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বৈদান্তিক আদর্শের পরিপূর্ণতা লাভের জন্য জনগণের আত্ম-স্বাধীনতা। 'বন্দে মাতরম' 'কর্মযোগীন' ও 'ধর্ম' পত্রিকায় তার এসব আদশই প্রকাশিত হয়েছে। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন শুরু হলে তিনি বরোদা কলেজের সাড়ে সাতশো টাকা বেতনের উপাধ্যাক্ষের চাকরি ত্যাগ করে বিনা বেতন কলকার 'জাতীয় কলেজে' অধ্যাক্ষের গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করেন। সেই সময় ১৯০৬ সালে ডিসেম্বর মাসে তিনি 'বন্দে মাতরম' পত্রিকা সম্পাদনার দায়িত্ব হরণ করেন, এবং সম্পূর্ণভাবে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে ঝাঁপ দেন। তাঁর পরিচালনায় 'বন্দে মাতরম' পত্রিকা প্রবল জনপ্রিয়তা অর্জন করে এবং জাতীয়তাবাদী দলের মুখপাত্রে পরিণত হয়। এই পত্রিকা মারফত তিনি দেশবাসীকে স্বদেশি ও স্বরাজ -এর আদর্শে উদ্বুদ্ধ করেন, নরমপন্থী রাজনীতির দুর্বলতা সর্বসমক্ষে তুলে ধরেন এবং সরকারি অপশাসনের বিরুদ্ধে তীব্র কষাঘাত আনেন। ভারতবর্ষে তিনিই সর্বপ্রথম জাতিকে ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রমুক্ত পূর্ণ 'স্বরাজ' -এর মন্ত্রে দীক্ষিত করেন এবং স্বরাজ অর্জনের উপায় হিসেবে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ (স্বদেশি ও রয়কট) ও বিপ্লববাদের কথা বলেন। এইদিক থেকে তিনি অহিংস অসযোগের প্রবর্তক গান্ধিজি এবং সশস্ত্র সংগ্রামের প্রতিমূর্তি নেতাজি সুভাষচন্দ্রের অগ্রদূত। কেবলমাত্র প্রকাশ্য গণ আন্দোলন নয় প্রকৃত অর্থেই ঋষি অরবিন্দ ঘোষ ছিলেন বঙ্গীয় বিপ্লববাদের প্রাণপুরুষ ও মন্ত্রগুরু। তাঁর প্রত্যক্ষ উৎসাহ, পরামর্শ ও নেতৃত্বে মানিকতলা বাগানবাড়িতে যুগান্তর দলের প্রধান কর্মকেন্দ্র স্থাপিত হয় এবং বাংলার বুকে বিপ্লববাদী কার্যকলাপ চলতে থাকে। ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আলিপুর বোমা মামলায় তিনি ধৃত হন। এ সময় তাঁর আইনজীবী চিত্তরঞ্জন দাশ তাঁকে স্বদেশপ্রেমের কবি, জাতীয়তাবাদের দার্শনিক ও মানবতার প্রেমিক বলে অভিহিত করেন। পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলার কোন্নগরের অতিহ্যশালী প্রাচীন ঘোষ বংশের সন্তান ছিলেন অরবিন্দ ঘোষ। ১৮৭২ সালের ১৫ আগস্ট এই বীর বিপ্লবী জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন ডা. কৃষ্ণধন ঘোষ। অরবিন্দের মাতা স্বর্ণলতা দেবী ছিলেন ব্রাহ্ম ধর্মের অনুসারী। অরবিন্দ কথাটির আক্ষরিক অর্থ হল 'পদ্ম' অরবিন্দ তাঁর জীবনের প্রথম পাঁচটি বছর রংপুরে অতিবাহিত করেছিলেন। ইংরেজি পদ্ধতিতে সন্তানদের শিক্ষা দেওয়ার অথিপ্রায় নিয়েই অরবিন্দের পিতা ১৮৭৭ সালে, অরবিন্দ ও তাঁর দুই অগ্রজ ভাইকে দার্জিলিং'র লোরেটো কনভেন্ট স্কুলে প্রেরণ করেন।

১৮৮৯ সালে পিতার স্বপ্ন সার্থক করে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা পাশ করেছিলেন। পরতবর্তীকালে তিনি কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ কিংস কলেজে বৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং কিছু মাস বাদে আইপিএস-এর লিখিত পরীক্ষায় পাশ করেন ১১ তম স্থান লাভ করে। ১৮৯২ সালে তিনি কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'ট্রাইপস' লাভ করেন। ভারতীয় সংস্কৃতিকে নিয়ে গভীর অধ্যায়ন করেন অরবিন্দ ঘোষ। নিজ উদ্যোগ নিয়ে সংস্কৃত, হিন্দি এবং বাংলা ভাষার উপর বিশেষ জ্ঞান রপ্ত করেছিলেন। তবে পরবর্তী সময়কালে তাকে বরোদা কলেজে ফরাসি ভাষার শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত করা হয় যেখানে তিনি প্রভূত জনপ্রিয়তা লাভ করেছিলেন। পরবর্তীতে তিনি কলেজের উপাধ্যক্ষের পদেও নিযুক্ত হয়েছিলেন এবং বরোদায় বসবাসকালীন সময়েই তাঁর প্রথম কাব্য সঙ্কলন 'দ্য ঋষি' প্রকাশিত হয়। ঠিক সেই সময়েই অরবিন্দ ঘোষ ব্রিটিশ বিরোধী সক্রিয় রাজনৈতিতে অশংগ্রহণ করেন যেখানে তাঁর সঙ্গে ভগিনী নিবেদিতা এবং লোকমান্য তিলকের সঙ্গে পরিচিতি ঘটে। ১৯০৮ সালে ক্ষুদিরাম বোস এবং প্রফুল্ল চাকি ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডকে হত্যা করার চেষ্টা করেছিলেন, যিনি জাতীয়তাবাদীদের বিরুদ্ধে বিশেষভাবে কঠোর শাস্তি প্রদানের জন্য পরিচিত একজন বিচারক। ইহোক, তার ঘোড়ার গাড়িতে নিক্ষিপ্ত বোমাটি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় এবং পরিবর্তে অন্য একটি গাড়িতে আঘাত করে এবং ব্যারিস্ট্রার প্রিঙ্গল কেনেডির স্ত্রী ও কন্যা দুই ব্রিটিশ মহিলার মৃত্যু হয়। হামলার পরিকল্পনা তা তদারকির অভিযোগে অরবিন্দকেও গ্রেফতার করা হয এবং আলিপুর জেলে নির্জন কারাগারে বন্দি করা হয়। জেল প্রাঙ্গণে প্রধান প্রসিকিউশন সাক্ষী নরেন গোস্বামীকে হত্যার পর পরবর্তী বিচারে তাকে বেকসুর খালাস করে

দেওয়া হয়, যা পরবর্তীকালে তাঁর বিরুদ্ধে মামলাটি ভেঙে পড়ে। অরবিন্দ পরবর্তীকালে এক বছর বিচ্ছিন্ন কারাবাসের পর মুক্তি পান। আলিপুর বোমা মামলার বিচার এক বছর ধরে চলে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ৬ মে ১৯০৯ সালে তাকে খালাস দেওয়া হয়। তাঁর প্রতিরক্ষা আইনজীবী ছিলেন চিত্তরঞ্জন দাশ। শ্রীঅরবিন্দ সুভাষ চন্দ্র বসুকে ভারতীয় জাতীয় আন্দোলেন পূর্ণ সময়ের জন্য উৎসর্গ করার উদ্যোগ নিতে প্রভাবিত করেছিলেন। নেতাজি লিখেছেন, "অরবিন্দ ঘোষের বর্ণাঢ্য দৃষ্টান্ত আমার দৃষ্টিভঙ্গির সামনে বড়। আমি অনুভব করি যে আমি সেই ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত যা সেই উদাহরণটি আমার কাছে দাবি করে।" জেলে যাওয়ার আগে অরবিন্দ কলেজের অধ্যক্ষ পদ ত্যাগ করেন। ২৩ সেপ্টেম্বর বিচারে 'বন্দে মাতরম' পত্রিকাকে রাজদ্রোহের জন্য দোষী করা হয়। বিপিনচন্দ্রের ছয় মাস জেল হয় এবং অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় অরবিন্দ মুক্তি পান। বারীন ঘোষ, উল্লাসকর দত্ত প্রমুখ বিপ্লবীদের দ্বীপান্তর হয়। অরবিন্দ কোর্টে বলেছিলেন, দেশপ্রেম কোনো অপরাধ নহে, দেশের স্বাধীনতা আমাদের ন্যায্য অধিকার, এটা চাওয়া অন্যায় নয়। অরবিন্দ ও বাকি নয় জনের বেকসুর খালাস হয়। বাকিদের বিভিন্ন মেয়াদে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরও কারাবাসের আদেশ দেওয়া হয়। কারাগারে থাকার সময় তাঁর অপরিমেস আধ্যাত্মিক উপলব্ধি ঘটে। আধ্যাত্মিক বিকাশ পূর্ণতার দিকে এগোতে থাকে। তাঁর কথায়, কারাগারের মধ্যে তিনি অন্তরাত্মার ডাক শুনেছিলেন। বন্দিদশায় তিনি অনুভব করেছিলেন, দেশের স্বাধীনতা আন্দোলন তাঁর জন্য নয়। তাঁকে খুঁজতে হবে জীবনের অন্য মার্গ। যখন তিনি কারাগার থেকে বেরোলেন তখন তিনি যেন এক আলাদা ব্যক্তি। তিনি রাজনীতি থেকে দূরে সরে গিয়ে আধ্যাত্মিক সাধনায় নিজেকে নিমগ্ন করেন। বিপ্লবী অরবিন্দ ঋষি অরবিন্দে রূপান্তরিত হন। অরবিন্দ আলিপুর জেল থেকে বের হয়ে উত্তরপাড়ায় সার্বজনীন ভাষণ দেন। উত্তরপাড়া অভিভাষণে তিনি দেশবাসীর উদ্দেশে ঐতিহাসি ভাষণ দেন। যেখানে একজন বিপ্লবী থেকে একজন আধ্যাত্মিক মানুষে রূপান্তির হওয়ার প্রথম বার্তা দেন। ঋষি অরবিন্দ সম্বন্ধে বিস্ময়কর যা তা হল বিপ্লবী থেকে আধ্যাত্মিক সাধকে রূপান্তর প্রসঙ্গটি। জীবন যতই সামনের দিকে এগিয়েছে, ততই তাঁর মনে প্রশ্ন জেগেছে, মানব জীবনের উদ্দেশ্য কী? কী আমাদের প্রকৃত কর্ম? ভারতবর্ষ থেকে ইংরেজ তাড়িয়ে স্বাধীনতা এলে মানবিকতা, প্রগতি এগুলোও আসবে তো? নাকি ব্রিশি রাজাদের হাত থেকে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হবে দেশে রাজাদের হাতে? আর আপামর জনগণের অবস্থা একই থাকবে? এই বোধ ভেতরে যত জেগেছে, ততই অরবিন্দ সক্রিয় রাজনীতি থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছেন। মানবজীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য ও কর্তব্য অন্বেষণে গভীর আধ্যাত্মিক সাধনায় নিমজ্জিত হয়েছেন। সব থেকে বড় কথা, বাংলা ছেনে যাওয়ার পর চার -পাঁচ বছর সাধারণ মানুষ অরবিন্দের কোনও খোঁজই পাননি। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দের ছোটভাই বারীন্দ্র ঘোষের আপ্ত সহায়ক হিসেবে দীর্ঘদিন কাজ করা স্বাধীনতা সংগ্রামী। পূর্ণেন্দুপ্রসাদ ভট্টাচার্য ঋষি অরবিন্দের অন্য দিকটি তুলে ধরেছেন। তাঁর মতে, ব্রিটিশের নাগালের বাইরে যাওয়ার ত্যাগিদ ছিল অরবিন্দের। সেই মতো ফরাসি ঘাঁটি হিসেবে পণ্ডিচেরীকে বেছে নেওয়া হয়েছিল। কারণ পণ্ডিচেরী এমন একটি জায়গা যেখানে বাঙালি বিপ্লবীরা প্রকাশ্যে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করলে স্থানীয় মানুষ তা সহজেই বুঝতে পারবে না। ফরাসি সরকারি সহযোগিতাও পাওয়া যাবে। শুধু তাই নয়, বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ড রীতিমতো চলত পণ্ডিচেরী পূর্ণেন্দু প্রসাদ ভট্টাচার্য বলেন, গোপন ভাষায় চিঠি আদানপ্রদান যে হত পণ্ডিচেরীর আশ্রম থেকে তারও অনেক নিদর্শন ইতিহাস আঠে। ফলে আশ্রমকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক আশ্রয়স্থলও তৈরি হয়েছিল পণ্ডিচেরীতে। পণ্ডিচেরীতে গিয়ে মতিলাল রায়ের মাধ্যমেই তিনি বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনের খুঁটিনাটি খোঁজখবর রাখতেন। ১৯১০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে রাতারাতি কলকাতা থেকে চন্দ্রনগর চলে যান অরবিন্দ ঘোষ। আশ্রয় পান মতিলাল রায়ের বাড়িতে। যদিও মতিলালের সঙ্গে তার তখনও কোনও পরিয়ই ছিল না। চন্দননগরে যাঁর কাছে আশ্রয় নেওয়ার কথা ছিল অরবিন্দর, যে কোনও কারণেই হোক তিনি অরবিন্দকে আশ্রয় দিতে রাজি হলেন না। তখন আশ্রয়হীন অবস্থায় গঙ্গায় নৌকোয় বসে থাকেন অরবিন্দ। ঠিক তখনই এই মতিলাল নিজে থেকে অরবিন্দকে ডেকে নিয়ে যান তাঁর বাড়িতে, আশ্রয় দেন। এক মাসের বেশি সময় তিনি ছিলেন চন্দননগরে। এই সময়েই মতিলালের সঙ্গে অরবিন্দের সম্পর্কে দৃঢ় হয়। পণ্ডিচেরীতে যাওয়ার পর প্রথম কয়েকটা বছর ভীষণই অর্থকষ্টে কাটিয়েছিলেন অরবিন্দ। এমনও চিঠি আছে যেখানে অরবিন্দ লিখছেন, 'আমার তহবিলে মাত্র ৫০ টি পয়সা রয়েছে'। এরকমই একটা সময় মতিলাল চিত্তরঞ্জন দাশের কাছে অরবিন্দ ঘোষের জন্য অর্থসাহায্য চান। তখন দেশবন্ধু বলেন, অরবিন্দ যদি তাঁর 'সাগরসঙ্গীত' কাব্যগ্রন্থটি ইংরেজিতে অনুবাদ করে দেন তবে তিনি তাঁকে ১০০০ টাকা দেবেন। এর পিছনে চিত্তরঞ্জন দাশের একটা সূক্ষ্ম আইনি বুদ্ধি কাজ করেছিল। তিনি ভেবেছিলেন, বই অনুবাদ বাবদ টাকা দিলে কখনই ব্রিটিশ সরকার বিপ্লবীকে সরাসরি সাহায্য করার জন্য তাঁকে অভিযুক্ত করতে পারবে না। এই প্রস্তাবে রাজি হয়ে যান অরবিন্দ। মিত্রাক্ষরে এবং অমিত্রাক্ষরে দু-প্রস্থ অনুবাদও করে দেন। সেই সময় অরবিন্দ ও চিত্তরঞ্জন দাসের মধ্যে সাংকেতিক ভাষায় বই প্রকাশনা ও প্রুফ সংক্রান্ত বিষয়ে চিঠি পড়লে অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই লোকে ভাবছে যে, বই এবং তার প্রুফের কথাই লিখেছেন চিত্তরঞ্জন ও অরবিন্দ। কিন্তু আদৌ তা নয়, বই বা প্রুফ কিছুই ছিল না। পুরো ব্যাপারটাই বিপ্লবী রাজনৈতিক। 'যুগপুরুষ শ্রীঅরবিন্দ' নামে মতিলাল রায়ের লেখা একটি বই আছে। সেখানে মতিলাল রায় লিখেছেন, 'পণ্ডিচেরী ছিল ফ্রি পোর্ট। সেখানে যাঁরা বসবাস করতেন, তাঁরা নির্দ্বিধায় ভিপির (ভ্যালু পেয়েবেল পোস্ট) মাধ্যমে অস্ত্র ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে অস্ত্র কিনতে পারতেন। চন্দননগরের বিপ্লবীরা এই নিষেধহীন ব্যবস্থাটাকে অস্ত্র আমদানির ক্ষেত্র হিসেবে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন। মতিলাল রায় অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে বইতে তার উল্লেখ করেছেন। মতিলাল রায়ের কাছে একবার অস্ত্র আনার দায়িত্ব পড়ে। মতিলাল রায়, ঋষি অরবিন্দের ওপর সেই অস্ত্র আনার কথা বলেন। ঋষি অরবিন্দ মতিলালের সেই দাবি অপূর্ণ রাখেননি। তিনি রিভলবার পেয়ে মাটিতে পুঁজে রাখার ব্যবস্থা করেন এবং এক বছর পর বিপ্লবী সচিন্দ্র সান্যালের হাত দিয়ে মতিলাল রায়ের হাতে যায় অতি সন্তর্পণে এবং সুকৌশলে। ঋষি অরবিন্দের আশ্রমে গিয়ে চিত্তরঞ্জন দাশ বলেন তাঁকে আবার বিপ্লবের কাজে যোগ দেওয়ার জন্য। তিনি তখন বলেন এই কাজ আর তার পক্ষে সম্ভব নয়। ব্যারিস্টার দাশ বলেন, তাহলে আমাকে তোমার সঙ্গে নাও। ঋষি অরবিন্দ ঘোষ হেসে বলেন, আপনি হলেন বিপ্লবীদের আশ্রয়, প্রেরণা। যুবকরা আপনাকেই আদর্শ মনে করে, দেশের জন্য যে আপনাকে দরকার। অরবিন্দ তাঁর ঋষি মানুষের মধ্যেও তাঁর বিপ্লবী সত্তা সবসময় বজায় রেখে দিয়েছিলেন।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

স্মৃতিভ্রম ও বার্ধক্য সঙ্কট

বিশেষ প্রতিবেদন।। মনে পড়ে, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের সত্যি ঘটনার উপর লেখা "সাক্ষী ডুমুর গাছ" গল্প। সাতাশি বছরের বৃদ্ধ ধীরে ধীরে বিস্মরণের জগতে চলে গেলেন। সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃত বাবাকে হাওড়া স্টেশনে ট্রেনে তুলে দিল মেয়ে, মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দিল যে, কোনও এক অজানা স্টেশনে কেউ তাঁকে নামিয়ে নেবে।

ভয়ানক এই গল্প এখন প্রায় পরিচিত বাস্তব হওয়ার জোগাড়। বিস্মরণ রোগ সারা বিশ্বব্যাপী এক বিরাট সমস্যা। যখন শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি ধীরে ধীরে অচল হতে থাকে তখন আমরা অসহায় বোধ করি। কিন্তু যখন মাথাটিও ধীরে ধীরে তার কর্মক্ষমতা হারাতে শুরু করে এবং অবশেষে নিজের মানুষকে চেনার ক্ষমতাও হারিয়ে যায়? সেই পরিস্থিতির মোকাবিলা কী ভাবে করবে পরিবার ও সমাজ? সম্প্রতি জার্নাল অব ইকনমিক লিটারেচার-এর (জুন ২০২৩) একটি পরিসংখ্যান দেখাচ্ছে পঁয়ষট্টি-ঊর্ধ বয়সের ব্যক্তির স্মৃতিহীনতা রোগটি হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। মহিলাদের এই ব্যাধির সম্ভাবনা পুরুষদের থেকে দুই-তৃতীয়াংশ কম। শ্বেতাঙ্গদের তুলনায় কৃষ্ণাঙ্গ এবং মেক্সিকানদের এই ব্যাধির প্রকোপে পড়ার সম্ভাবনা বেশি। পড়াশোনার জগতের লোকেদের রোগটি হওয়ার সম্ভাবনা কম।

বিস্মরণ রোগের (অ্যালঝাইমার'স ডিজিজ) তিনটি স্তর। প্রথম স্তরে কিছু সাম্প্রতিক ঘটনা ভুলে যাওয়া, নাম ভুলে যাওয়া। এই ধরনের বিভ্রম অনেক প্রৌঢ় লোকেরই হয়, যার জন্য ডাক্তারের শরণাপন্ন হতে হয় না। দ্বিতীয় স্তরে এই লক্ষণগুলি বৃদ্ধি পায়। পরীক্ষা করে মস্তিষ্কের ভিতর কিছু কোষে অস্বাভাবিকতা ধরা পড়ে। তার ফলে স্মরণশক্তি, আচরণগত ও সামাজিক দক্ষতা, এ সবই ধীরে ধীরে নষ্ট হতে থাকে; তা সত্ত্বেও, হাঁটাচলা এবং ব্যক্তিগত কাজকর্ম করার ক্ষমতা তখনও পুরোপুরি ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। শেষ স্তরটি ডিমেনশিয়া, যখন মানুষ মস্তিষ্কের কোষ বা নিউরনের ক্রমাগত অবক্ষয়ে বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যায়। রোগীর স্বাভাবিক ও স্বাধীন ভাবে শারীরিক কার্য সম্পাদন করার ক্ষমতা হ্রাস পায়। কিছুই আর তাঁর কাছে পরিচিত ঠেকে না।

ইংল্যান্ডের ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিসের ওয়েবসাইট থেকে জানছি এই ব্যাধিটি শুরু হচ্ছে মস্তিষ্কের কোষে দু'রকম প্রোটিন জমা হয়ে, যার একটি হল বিটা অ্যামাইলয়েড ও অপরটি টাউ প্রোটিন। সহজ কথায় এই প্রোটিনগুলি পুঞ্জীভূত হয়ে স্নায়ুগুলির মধ্যে নিউরোফাইব্রিলারি ট্যাঙ্গেলস বা জট তৈরি করে। আবার যে নিউরোট্রান্সমিটার এক স্নায়ুকোষ থেকে আর এক স্নায়ুকোষে রাসায়নিক সঙ্কেত পাঠায়, সেগুলি যদি যথাযথ কাজ না করে, তা হলেও রোগটি দানা বাঁধতে পারে। এই রোগের চিকিৎসায় আমেরিকায় কয়েকটি ওষুধ বেরিয়েছে যা রোগের প্রকোপ স্তিমিত করতে সক্ষম। নিরাময়ের পথ কিন্তু এখনও অজানা। চিকিৎসাশাস্ত্র বলছে বিস্মরণ রোগের মোকাবিলার প্রথম পদক্ষেপটি ব্যক্তিকেন্দ্রিক। নিজের দেখভাল করা, স্বাস্থ্যকর খাওয়াদাওয়া, মনকে অবসাদমুক্ত রাখা, যোগব্যায়াম বা অন্য কায়িক পরিশ্রম করা, মস্তিষ্কের কোষগুলিকে চালু রাখার চেষ্টা করে যাওয়া। যেমন, ধাঁধা সমাধান, সুদোকু খেলা, শব্দজব্দ, ছবি আঁকা, বই পড়া, নতুন ভাষা শেখার চেষ্টা ইত্যাদি।

দ্বিতীয় পথটি সরকারি হস্তক্ষেপ। অ্যালঝাইমার'স সোসাইটির একটি সমীক্ষা জানাচ্ছে যে, সারা বিশ্বে এই রোগটি নিরাময়ের জন্য যে গবেষণা প্রয়োজন তার জন্য সরকারি অনুদান ক্যানসার বা অন্যান্য ব্যাধির তুলনায় অনেক কম। ভারতের মতো দেশে, যেখানে প্রৌঢ়-যুবার অনুপাত উন্নত দেশগুলির থেকে তুলনামূলক ভাবে অনেক কম, এই রোগটি অবহেলিত।

জীবননির্বাহ ক্রমশ জটিল হয়েছে। সন্তান কাজের জন্য বৃদ্ধ বাবা-মাকে ছেড়ে দূরদূরান্তে পাড়ি দিচ্ছেন। অনেকে বাবা-মায়ের কাছে থেকেও তাঁদের দেখাশোনা করতে আগ্রহী নন। এ ক্ষেত্রে কী করণীয়? বৃদ্ধাশ্রম একটি বিকল্প। ভারতে এখন কিছু ভাল বৃদ্ধাশ্রম তৈরি হয়েছে। তবে সেগুলি সাধারণত আমজনতার সাধ্যের বাইরে। অবশ্য সেখানেও কোনও প্রিয়জনের তত্ত্বাবধানের প্রয়োজন।

যাঁর সে রকম কেউ নেই, তাঁর কী উপায়? অর্থনীতিতে একটি ধারণা আছে, যাকে বলে ঝুঁকি বণ্টন (রিস্ক শেয়ারিং), যা বাজারি বিমার বিকল্প হিসাবে কাজ করতে পারে। ধরুন, আমি আমার সমবয়সি বা সমমনস্ক বন্ধুদের নিয়ে একটি কমিউনিটি বানালাম। তাদের সঙ্গে সুখ-দুঃখের কথা বিনিময় করলাম। এরাই আমার বার্ধক্যের ঝুঁকি খানিকটা বহন করতে পারেন। আবার একই সাহায্য আমি বন্ধুদের জন্য করার চেষ্টা করতে পারি। এই ধরনের কমিউনিটি আমার দাদু তৈরি করেছিলেন অনেক বছর আগে। গোলদিঘিতে প্রতি দিন তিনি তাঁর বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করে আড্ডা দিতেন। এখন আমাদের গোলদিঘিতে যাওয়ার আর দরকার নেই, হোয়াটসঅ্যাপ, মেসেঞ্জার বা জুম "গ্রামে" আমরা এই গোষ্ঠী তৈরি করতে পারি। যে কোনও গোষ্ঠী নয়, তার জন্য সচেতন যৌথ উদ্যোগ রাখতে হবে। অবশ্য এই ধরনের অলিখিত ঝুঁকি বণ্টন বাস্তবে কি কার্যকর হয়? রবার্ট টাউনসেন্ড এবং তাঁর গবেষকদের তাইল্যান্ডের কিছু গ্রাম নিয়ে ২০১৪ সালের সমীক্ষা বলছে যে, একই গ্রামে আত্মীয়বন্ধুদের মধ্যে ঝুঁকি বণ্টন সুষ্ঠু ভাবেই কাজ করেছে।

অর্থাতবাজার বা রাষ্ট্র যখন সমস্যার সমাধান করতে পারে না, বন্ধুবান্ধব ভার্চুয়াল প্রতিবেশীরা ব্যক্তিগত স্তরে এই ঝুঁকি বণ্টনের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান ও মীমাংসা করতে পারেন। শেষের সে দিন হয়তো ভয়ঙ্করই, তবু চেষ্টা, একটু সকলের সঙ্গে জড়িয়ে থাকার।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

৭-১০ সেপ্টেম্বর ভারত সফরে আসছেন বাইডেন, অংশ নেবেন জি-২০ সম্মেলনে

ওয়াশিংটন ও নয়াদিল্লি, ২৩ আগস্ট (হি.স.): ভারতের সভাপতিত্বে জি-২০ সম্মেলনে যোগ দিতে আগামী ৭-১০ সেপ্টেম্বর ভারত সফরে আসছেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডো বাইডেন। জি-২০-র অন্তর্ভুক্ত দেশগুলির সঙ্গে বিশ্বের একাধিক সমস্যা নিয়ে তিনি আলোচনা করবেন। সেই তালিকায় জলবায়ু পরিবর্তনের মোকাবিলা, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের অর্থনৈতিক ও সমাজিক প্রভাব কমানো, দারিদ্রের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে বিশ্ব ব্যাঙ্কের মতো বহুমাত্রিক ব্যাঙ্কের ক্ষমতা বাড়ানো-সহ বিভিন্ন বিষয় রয়েছে।

সফরকালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জি-২০-তে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বের কথাও তুলে ধরতে পারেন।

২০২২-র পয়লা ডিসেম্বর থেকে ২০২৩-এর ৩০ নভেম্বর পর্য্যন্ত এক বছরের জন্য জি-২০-তে সভাপতিত্বের দায়িত্বে রয়েছে ভারত। তারপর থেকে দেশজুড়ে একাধিক বৈঠক হয়েছে। এবছর জুন মাসে মোদীর আমেরিকা সফরের সময়, বাইডেন বলেছিলেন, তিনি সেপ্টেম্বরে নয়াদিল্লিতে জি-২০ সম্মেলনে যোগ দেওয়ার জন্য মুখিয়ে আছেন। ভারত ও আমেরিকার এক যৌথ বিবৃতিতে বাইডেনের তরফে জি-২০-তে নয়াদিল্লির নেতৃত্বের প্রশাংসাও করা হয়। অবশেষে সেপ্টেম্বরে ভারতে আসছেন জো বাইডেন।

প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বে দেশ অনেক কিছু অর্জন করেছে : শিবরাজ চৌহান

ভোপাল, ২৩ আগস্ট (হি.স.): ভারতের স্বপ্নের চন্দ্রযান-৩ মিশনের সাফল্য কামনা করলেন মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান। চন্দ্রযান-৩ মিশনের সঙ্গে যুক্ত সমস্ত বিজ্ঞানীদের অভিনন্দন জানিয়েছেন তিনি। একইসঙ্গে বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বে দেশ অনেক কিছু অর্জন করেছে।

বুধবার সন্ধ্যায় চাঁদের মাটি স্পর্শ করবে চন্দ্রযান-৩ মিশনের ল্যান্ডার বিক্রম। এই মিশনের সাফল্য কামনা করে মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান বুধবার সকালে বলেছেন, 'দেশ গর্বিত। আমি হৃদয় থেকে সমস্ত বিজ্ঞানীদের অভিনন্দন জানাতে চাই। প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বে দেশ অনেক কিছু অর্জন করেছে।'

কোথাও মহাযজ্ঞ, কোথাও আবার নামাজ; চন্দ্রযান-৩ মিশনের সাফল্য কামনা দেশজুড়ে

নয়াদিল্লি, ২৩ আগস্ট (হি.স.): কোথাও বিশেষ মহাযজ্ঞ, কোথাও আবার নামাজ, ভারতের চন্দ্রযান-৩ মিশনের সফল অবতরণে দেশ জুড়ে চলছে প্রার্থনা। বুধবার সন্ধ্যা ৬টা ৪ মিনিটে চাঁদের মাটিতে পা দিতে চলেছে ভারতের চন্দ্রযান-৩ মিশনের ল্যান্ডার বিক্রম। সেই উপলক্ষে উন্মাদনা গোটা দেশজুড়ে। কোথাও আয়োজন হয়েছে মহাযজ্ঞের, আবার কোথাও চলছে নামাজ পাঠ।

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সমাজমাধ্যমের নিজস্ব হ্যান্ডলে সমস্ত বিভেদ ভুলে দেশবাসীকে একসঙ্গে চন্দ্রযানের সাফল্য কামনার আবেদন জানিয়েছেন। ভূয়সী প্রশংসা করেছেন ইসরোর বিজ্ঞানীদের। উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ ঘোষণা করেছেন, রাজ্যের সমস্ত সরকারি স্কুলে চন্দ্রযানের চন্দ্রাবতরণ সরাসরি দেখানো হবে। পড়ুয়ারা যাতে সাক্ষী থাকতে পারে এই অনবদ্য ঘটনার। চন্দ্রযান-৩ মিশনের সাফল্য কামনায় মধ্যপ্রদেশের উজ্জয়িনীতে বিশেষ ভস্ম আরতির আয়োজন করা হয়েছিল। উত্তরাখণ্ডের ঋষিকেশের পরমার্থ নিকেতন ঘাটে জাতীয় পতাকা হাতে গঙ্গা আরতিতে অংশ নেন বহু সাধারণ মানুষ।

চাঁদের মাটি স্পর্শ করার অপেক্ষায় বিক্রম, ভারত তথা বিশ্বজুড়ে চলছে পুজো ও মহাযজ্ঞ

নয়াদিল্লি, ২৩ আগস্ট (হি.স.): আর কয়েক ঘণ্টার অপেক্ষা। চাঁদের মাটি স্পর্শ করতে চলেছে ভারতের চন্দ্রযান-৩। ভারতীয় সময় অনুযায়ী বুধবার (আজ) সন্ধ্যা ৬টা ৪ মিনিটে চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে সফ্‌ট ল্যান্ডিং করবে চন্দ্রযান ৩-র ল্যান্ডার বিক্রম। তার সঙ্গে চাঁদের মাটিতে পৌঁছবে রোভার প্রজ্ঞানও। চাঁদের বুকে অবতরণের সেই দৃশ্য বুধবার বিকেল ৫টা ২০ মিনিট থেকে সরাসরি সম্প্রচার হবে ইসরোর ওয়েবসাইট, ফেসবুক পেজ, ইউটিউবে। ব্রিকস (ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত, চিন, দক্ষিণ আফ্রিকা) রাষ্ট্রগোষ্ঠীর শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিতে দক্ষিণ আফ্রিকায় গিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সেখান থেকে এই ইতিহাসের সাক্ষী থাকতে ভার্চুয়াল মাধ্যমে উপস্থিত থাকবেন তিনি। বুধবার সন্ধ্যায় সমস্ত স্কুল খোলা থাকবে বলে জানা গিয়েছে। কৌতূহলী ছাত্রছাত্রীরা স্কুল থেকে অনলাইন মাধ্যমে চন্দ্রযান ৩-এর অবতরণ দেখতে পারবেন। এমনকি মহাকাশ বিশেষজ্ঞেরাও এই ঐতিহাসিক মুহূর্তের সাক্ষী থাকার জন্য মুখিয়ে রয়েছেন। তাঁরাও দেশের বিভিন্ন প্রান্তে জমায়েতের পরিকল্পনা করেছেন বলে শোনা যাচ্ছে। এদিকে, বিক্রম-এর সফ্‌ট ল্যান্ডিংয়ের সাফল্য কামনায় ভারত তথা বিশ্বজুড়ে চলছে পুজো ও মহাযজ্ঞ। আমেরিকাতেও প্রবাসী ভারতীয়রা চন্দ্রযান-৩-এর সাফল্য কামনায় পূজার্চনা করেছেন। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে বুধবারও পুজো ও মহাযজ্ঞ হয়েছে।

ভোপালের রবীন্দ্র ভবনে প্রধানমন্ত্রীর 'মন কি বাত'-র ১০০ পর্বের কর্মশালা শুরু আজ থেকে

ভোপাল, ২৩ আগস্ট (হি.স) : ভোপালের রবীন্দ্র ভবনে বুধবার থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর 'মন কি বাত' -এর ১০০ পর্বের একটি কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। এই কর্মশালায় মন কি বাত-এর বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ভারত ও বিদেশের ১০০ জন বক্তা একই প্ল্যাটফর্মে দীর্ঘ সময় বক্তব্য রাখবেন। ১০০ জন শ্রোতা এই অনুষ্ঠানটি শুনবেন। প্রতিটি বক্তার সামনে ১০০ জন নতুন শ্রোতা থাকবে।

এই কর্মশালার আয়োজন করছে মধ্যপ্রদেশ টাস্ক ইন্টারন্যাশনাল পাবলিক পলিসি রিসার্চ সেন্টার।অনুষ্ঠানে সামাজিক সচেতনতার জন্য ১০০টি রেজুলেশনও নেওয়া হবে।

কর্মশালার সমন্বয়কারী ড. রাঘবেন্দ্র শর্মা বলেন, 'মন কি বাত' অনুষ্ঠান সোনার ভারত গড়তে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এই কর্মশালাটি গিনেস বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে স্থান পাবে। এই কর্মশালার জন্য রেজিস্ট্রেশন করা হয়েছে। ডঃ শর্মা আরও জানান, কর্মশালাটি ২৩ থেকে ২৭ আগস্ট পর্য্যন্ত ভোপালের রবীন্দ্র ভবনে চলবে। প্রতিটি কর্মশালার ভিতরে জল সংরক্ষণ, দেহদান, চক্ষুদান এবং নাগরিক দায়িত্ব পালনের অঙ্গীকারও নেওয়া হবে।

প্রধানমন্ত্রী মোদী 'মন কি বাত' অনুষ্ঠানে যাদের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়বস্তু নিয়ে এতদিন আলোচনা করেছেন তাদের কর্মশালায় সংবর্ধিত করা হবে বলেও সূত্রের তরফে জানা গিয়েছে।

গড়ে ২৩ কোটি মানুষ 'মন কি বাত' অনুষ্ঠানটি শোনেন। বিশ্বের বহু শ্রোতা এই অনুষ্ঠানটি শোনেন। কর্মশালায় ডক্টর শর্মার বইয়ের প্রথম অংশও প্রকাশ করা হবে বলে জানা গিয়েছে।

চন্দ্রযান-৩ মিশনের মাধ্যমে নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে ভারত : জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া

নয়াদিল্লি, ২৩ আগস্ট (হি.স.): ভারতের চন্দ্রযান-৩ মিশনের সাফল্য কামনা করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া। তিনি বলেছেন, চন্দ্রযান-৩ মিশনের মাধ্যমে নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে ভারত।

একইসঙ্গে বলেছেন, আমরা সাফল্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া বুধবার বলেছেন, 'প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বে চাঁদে ভারতের পতাকা উত্তোলনের সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাস তৈরি হবে। গোটা দেশ অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে এই মুহূর্তের জন্য।

বিগত ৯ বছরের বিজ্ঞানী ও সরকারের প্রচেষ্টা আজ পূরণ হবে। আমরা সাফল্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। এর মাধ্যমে ভারত নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে।'

৪৯ বছর বয়সে প্রয়াত জিম্বাবোয়ের ক্রিকেট লেজেন্ড হিথ স্ট্রিক, ক্রীড়া মহলে শোকের আবহ

হারারে, ২৩ আগস্ট (হি.স.): মাত্র ৪৯ বছর বয়সে প্রয়াত হয়েছেন জিম্বাবোয়ের ক্রিকেট লেজেন্ড হিথ স্ট্রিক।

জিম্বাবোয়ের এই প্রাক্তন ক্রিকেট অধিনায়ক ক্যানসারে আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত হয়েছেন। মঙ্গলবার প্রয়াত হন বিশ্বের অন্যতম সেরা এই অলরাউন্ডার। কোলন এবং যকৃতের ক্যানসারে আক্রান্ত হয়েছিলেন স্ট্রিক। দক্ষিণ আফ্রিকার হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছিল তাঁকে। তখনই চিকিৎসকেরা জানিয়ে দিয়েছিলেন, স্ট্রিকের বাঁচার সম্ভাবনা খুবই কম। সেই আশঙ্কায় সত্যি হল, মাত্র ৪৯ বছর বয়সে প্রয়াত হয়েছেন হিথ স্ট্রিক।

১৯৯৩ সালে ১০ নভেম্বর দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে অভিষেক হয় স্ট্রিকের। দেশের হয়ে ১৮৯টি এক দিনের ম্যাচ এবং ৬৫টি টেস্ট খেলেছেন তিনি। টেস্টে ১৯৯০ রান এবং ২১৬টি উইকেট রয়েছে তাঁর। সাদা বলের ক্রিকেটে ২৯৪৩ রান এবং ২৩৯টি উইকেট রয়েছে।

২০০৫-এ আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে শেষ ম্যাচ খেলেন তিনি। দেশকে ২১টি টেস্ট এবং ৬৮টি এক দিনের ম্যাচে নেতৃত্ব দিয়েছেন। ২০২১ সালে তাঁকে আট বছরের জন্যে নির্বাসিত করে আইসিসি। দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়েছিলেন তিনি। পরে অবশ্য তিনি ক্ষমা চান এবং জানান ম্যাচ গড়াপেটার সঙ্গে কোনও দিনই তিনি যুক্ত ছিলেন না।

বিজ্ঞানীদের অভিনন্দন জানালেন সুনীল আম্বেকর

নাগপুর, ২৩ আগস্ট (হি.স.): চন্দ্রযান-৩ মিশন সফল হবেই আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে জানাল রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ (আরএসএস)। বুধবার সকালে আরএসএস-এর অখিল ভারতীয় প্রচার প্রমুখ সুনীল আম্বেকর বলেছেন, 'ভারতের চন্দ্রযান-৩ মিশন আমাদের সকলের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের দেশের বিজ্ঞানীরা দেশের নাম উজ্জ্বল করেছেন। আমি সমস্ত বিজ্ঞানীদের অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।'

ভারতের স্বপ্নের চন্দ্রযান-৩ বুধবার সন্ধ্যাতেই চাঁদের মাটি স্পর্শ করবে। চন্দ্রযান-৩ মিশনকে ঘিরে দেশবাসীর মধ্যে উন্মাদনা লক্ষ্য করা গিয়েছে। সাফল্য কামনা দেশজুড়ে চলছে পূজার্চনা ও মহাযজ্ঞ। আরএসএস-এর অখিল ভারতীয় প্রচার প্রমুখ সুনীল আম্বেকর এক ভিডিও বার্তায় আরও বলেছেন, 'আমার বিশ্বাস এই অভিযান অবশ্যই সফল হবে।'

স্কুটি ও মোটরসাইকেলের মুখোমুখী সংঘর্ষে নিহত ১ পড়ুয়া, আহত ৪

রায়পুর, ২৩ আগস্ট (হি.স) : স্কুটি ও মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত্যু হল এক ছাত্রের। মৃত ছাত্রের নাম নিখিল ভগত। মঙ্গলবার ঘটনাটি ঘটেছে, রায়পুরের বিশ্রামপুর প্রধান সড়কের কালীঘাটের কাছে। আহত ৪ জন পড়ুয়ার চিকিৎসা চলছে রায়পুরের একটি হাসপাতালে।

ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রী ভূপেশ বাঘেল ছাত্রের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করে পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী এই দুর্ঘটনায় নিহত ছাত্রের পরিবার ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন শিক্ষার্থীদের প্রত্যেককে ৪ লক্ষ টাকা দেওয়ার ঘোষণা করেন। মন্ত্রীর মঙ্গলবারের একটি কর্মসূচিতে মৃত ছাত্র, ও তার কয়েকজন বন্ধু উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে যোগদানের পর স্কুটিতে করে অম্বিকাপুর থেকে বিশ্রামপুর ফিরছিলেন নিহত ছাত্র ও কয়েজন পড়ুয়া। ফেরার পথে বিশ্রামপুর প্রধান সড়কের কালীঘাটের কাছে স্কুটিটির সঙ্গে একটি মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। তাতে ছাত্র নিখিল ভগত নিহত হয়। তার সঙ্গী জ্ঞানোদয়ের মাথায় গুরুতর আঘাত লাগে। ডেভিড রোহিত তিরকি, সাইকেল চালাচ্ছিলেন, তিনিও গুরুতর আহত হন। অনুজ এক্কা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। পায়ে গুরুতর চোট পাওয়ায় বিশাল নিকুঞ্জকে শহরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। কালেক্টর কুন্দন কুমার জানিয়েছেন, গুরুতর আহত জ্ঞানোদয় এবং ছাত্র ডেভিড রোহিত তিরকিকে চিকিৎসার জন্য রায়পুরে পাঠানো হয়েছে।

ঝাড়খণ্ডের অর্থমন্ত্রী রামেশ্বর ওরাওঁন সহ আরও কয়েকজনের বাড়িতে অভিযান ইডির

রাঁচী, ২৩ আগস্ট (হি.স) : ঝাড়খণ্ডের অর্থমন্ত্রী রামেশ্বর ওরাওঁন সহ কয়েকজন ব্যক্তির বাড়িতে তল্লাশি চালালো ইডি। এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) বুধবার সকালে মদ ব্যবসায়ী যোগেন্দ্র তিওয়ারি, ঝাড়খণ্ডের অর্থমন্ত্রী রামেশ্বর এবং অন্যান্য কয়েকজন ব্যক্তির বাড়িতে তল্লাশি অভিযান চালায়। ইডির আধিকারিকরা ঝাড়খণ্ডের রাজধানী রাঁচি ছাড়াও দেওঘর, ধানবাদ, দুমকা গোড্ডা সহ ৩২টি জায়গায় এই তল্লাশি অভিযান চালায়।

ঝাড়খণ্ডের অর্থমন্ত্রী রামেশ্বর ওরাওঁনের ছেলে রোহিত ওরাওঁ এবং নেক্সজেনের বিনয় সিংয়ের বাড়িতেও বুধবার সকালে ইডির আধিকারিকরা অভিযান চালায় বলে সূত্রের তরফে জানা গিয়েছে। রামেশ্বর ওরাওঁনের বাসভবনের বাইরে জওয়ানদের মোতায়েন করে ইডির আধিকারিকরা এই অভিযান চালায়। ঝাড়খণ্ডের বিশিষ্ট মদ ব্যবসায়ী যোগেন্দ্র তিওয়ারি এবং তার সহযোগীদের বাড়িতেও বুধবার সকাল সাড়ে ৮টা থেকে এই অভিযান চালায় ইডি।

ভারতে ওঠানামা করছে কোভিড-সংক্রমণ; ২৪ ঘন্টায় সুস্থ ৫১ জন, ফের মৃত্যু শূন্য

নয়াদিল্লি, ২৩ আগস্ট (হি.স.): ভারতে করোনার দৈনিক সংক্রমণ ফের কিছুটা বাড়ল, বিগত ২৪ ঘন্টায় দেশে নতুন করে কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন ৫৬ জন। মঙ্গলবার সারাদিনে ভারতে করোনায় কারও মৃত্যু হয়নি। এই সময়ে সুস্থ হয়েছেন ৫১ জন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, ভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা এই মুহূর্তে ১,৪৭৫ এবং মৃত্যুর সংখ্যা ৫,৩১,৯২৬।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বুধবার সকাল আটটা পর্য্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,৪৪,৬৩,৩৩১ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৮১ শতাংশ। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ২২ আগস্ট সারা দিনে ভারতে ৩৮,৫৩১ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। টিকা প্রাপকের সংখ্যা বেড়ে ২২০,৬৭,৬৩,৩১০-তে পৌঁছেছে।

রাজস্থানকে দুর্নীতি-মুক্ত রাখতে রাজ্যের যুব সমাজ দৃঢ় সংকল্প : অনুরাগ ঠাকুর

জয়পুর, ২৩ আগস্ট (হি.স.): রাজস্থানকে দুর্নীতি-মুক্ত রাখতে রাজ্যের যুব সমাজ দৃঢ় সংকল্প। জোর দিয়ে বললেন কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী অনুরাগ সিং ঠাকুর। বুধবার দু''দিনের সফরে রাজস্থানের জয়পুরে পৌঁছেছেন অনুরাগ সিং ঠাকুর। মন্ত্রকের মিডিয়া ইউনিটগুলির আধিকারিক ও বিজেপি নেতারা বিমানবন্দরে তাঁকে স্বাগত জানান। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মন্ত্রী অনুরাগ সিং ঠাকুর বলেন, রাজস্থানকে দুর্নীতি মুক্ত করতে রাজ্যের যুবরা এখন দৃঢ় সংকল্প। পেপার লিক, চাকরিতে দুর্নীতি-সহ একাধিক বিষয়ে সে রাজ্যের সরকার জর্জরিত বলে অনুরাগ সিং মন্তব্য করেন।

কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রী অনুরাগ সিং ঠাকুর এদিন জয়পুরের এসএমএস স্টেডিয়ামে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে খেলো ইন্ডিয়া সেন্টারগুলির উদ্বোধন করেন। ভারতের চন্দ্রযান-৩ মিশন প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুরাগ সিং ঠাকুর বলেছেন, 'ভারত মহাকাশ সেক্টরে বিশাল বৃদ্ধি করেছে।

আমরা সবাই সেই মুহূর্তটির জন্য অপেক্ষা করছি যখন চন্দ্রযান-৩ মিশন সফল হবে। এই মিশন ভারতকে বিশ্বের খুব কম দেশের মধ্যে রাখবে, যারা মহাকাশ সেক্টরে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে।'

অবিশ্রান্ত বৃষ্টিতে শিমলায় ভূমিধস; উপরে পড়ল বহু গাছ

শিমলা, ২৩ আগস্ট (হি.স.): অবিশ্রান্ত বৃষ্টিতে আবারও বিপর্যস্ত হয়ে পড়ল হিমাচল প্রদেশের রাজধানী শিমলা। বৃষ্টির দাপটে ভূমিধসের জেরে বুধবার অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে অনেজ রাস্তা। নানা স্থানে ভেঙে ও উপরে পড়েছে গাছ।

দু''''দিনের জন্য হিমাচল প্রদেশে ভারী বৃষ্টিপাতের সতর্কতা জারি করা হয়েছে।

মঙ্গলবারের রাতটা খুব খারাপ ভাবেই কেটেছে শিমলাবাসীর। সারারাত ধরে বৃষ্টি হয়েছে। সেই বৃষ্টি থামেনি বুধবার সকালেও। নানা স্থানে দৃশ্যমানতা কমে গিয়েছে। হিমাচল প্রদেশের ১২টি জেলার মধ্যে ৮টি জেলায় ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস জারি করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনের কাছে মল রোডে কয়েকটি গাছ উপরে পড়েছে।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

আলুর পরোটা নাকি পিজ্জা

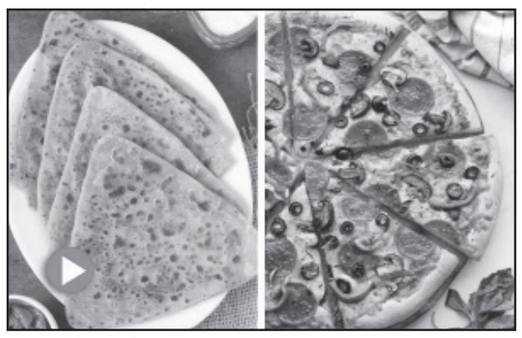

ঘ্রাণে নাকি অর্ধেক ভোজন হয়! কিন্তু দর্শনেও কি ভোজন হয়? ইদানীং ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম খুললেই চোখে পড়ে নানা রকম খাবার তৈরি বা রেস্তরাঁয় খাওয়া দাওয়ার ভিডিয়ো। সেই সব দেখে আর কিছু না হোক মনের খিদে তো মেটেই। পেটের খিদে যদিও চাগাড় দেয়। আবার খাবার নিয়ে অদ্ভুত পরীক্ষা নীরিক্ষা দেখে খাদ্য প্রেমীরা বিস্মিতও হন।

সম্প্রতি তেমনই একটি খাবারের ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছে সমাজ মাধ্যমে। ভিডিয়োটি একটি রাস্তার ধারের খাবারের দোকানের। দোকানী তথা রাঁধুনী সেখানে যা তৈরি করছেন সেটি কোনও একটি পদ নয়। বরং দু'টি পদের মিশ্রণ। সেই দুই পদ আবার দু" দেশের। একটি ইতালির। অন্যটি খাঁটি ভারতীয়। একটি পিতা। অন্যটি আলুর পরোটা। দুইয়ে মিলে আলু পরোটা পিতা বানিয়েছেন রাঁধুনী। তবে ওই পরোটা পিতা দেখে চমকে গিয়েছেন খাদ্য প্রেমীরা।

প্রথমে সাধারণ আলুর পরোটার মতোই পুর ভরে তৈরি করা হচ্ছে ময়দার লেচি। তার পর সেটি মোটা প্রস্থে বেলে নিয়ে ভাজা হচ্ছে দেশি ঘিয়ে। এ ভাবেই তৈরি হচ্ছে ইতালীয় পিতার দেশি "পিতা বেস"। অর্থাতযার উপর সাজিয়ে দেওয়া হবে পিতার টপিংচিজ, সস, মশলাপাতি ইত্যাদি। এর পর ধীরে ধীরে নিজের বিশেষ রূপ পায় পরোটা পিতা। পরিবেশন করা হয় স্টিলের প্লেটে তিন রকম দেশি চাটনি সহযোগে।

এই ভিডিয়ো দেখে অবাক খাদ্য প্রেমীরা। অনেকে বলেছেন, "যে জিনিসটা যেমন সেটা তেমন ভাবে খেতে আপত্তি কীসের?"" কেউ আবার কটাক্ষ করে লিখেছেন, "এই জগাখিচুড়ি রেসিপি আবিষ্কার করার আগে না জানি কত বিনিদ্র রাত কাটিয়েছেন ওই রাঁধুনী?" আবার অনেকে বিক্রেতার সৃষ্টিশীলতার প্রশংসাও করেছেন। তাঁরা লিখেছেন, পিতার বেসে চিজ বা মাংসের পুর দিয়ে চিজ বার্স পিতা হলে আলু বার্স পিতা হতে আপত্তি কোথায়!

ভাতের ফ্যান ছাড়াও সুতির শাড়ি মড়মড়ে হয়ে উঠতে পারে

বাড়িতে সুতির নরম শাড়ি পরতে ভালবাসেন অনেকেই। কিন্তু বাইরে বেরোতে গেলে মাড় দেওয়া, পাটভাঙা শাড়ি না হলে চলে না। দামি, নতুন শাড়ি বেশ কয়েক বার পরে নিয়ে অনেকেই লন্ড্রিতে পাঠিয়ে দেন কাচতে। কিন্তু তুলনায় কমদামি রোজের ব্যবহারের শাড়িগুলি তো নিয়মিত বাইরে কাচতে দেওয়া হয় না। সে ক্ষেত্রে মা, ঠাকুমাদের শাড়িতে দেওয়ার সবচেয়ে পছন্দের, সহজলভ্য মাড় হল ভাতের ফ্যান।

তবে ভাতের ফ্যান শাড়িতে দিলে, শুকোনোর পর অনেক সময়েই বিচ্ছিরি গন্ধ বেরোয়। তাই এই উপাদান ব্যবহার করতে চান না অনেকেই। ভাতের ফ্যান ছাড়া মাড় হিসেবে আর কী কী ব্যবহার করা যায়?

১) আঠা- ৫০০ মিলিলিটার জলে ১ টেবিল চামচ আঠা ভাল করে গুলে নিন। কোনও ভাবেই যেন আঠার অবশিষ্ট অংশ জলে না ভাসে। তার পর যে শাড়িতে মাড় দেবেন, সেটি ওই মিশ্রণে ডুবিয়ে রাখুন। মিনিট দুয়েক পর নিঙড়ে রোদে শুকোতে দিন।

২) আলুসেদ্ধ করা জল- আলুর খোসা ছাড়িয়ে ভাল করে ধুয়ে নিন। তার পর একটি পাত্রে পরিষ্কার জল দিয়ে আলু সেদ্ধ হতে দিন। আলু পুরো সেদ্ধ হয়ে এলে সাবধানে জল থেকে আলুগুলি তুলে অন্যত্র সরিয়ে রাখুন। আলু সেদ্ধ করা জল ঠান্ডা হতে দিন। তার পর মাড় হিসেবে ব্যবহার করুন। মাড় দেওয়ার পর ছায়ায় শাড়ি শুকোতে দেওয়া যাবে না। তা হলে কিন্তু মাড় ধরবে না।

৩) ময়দা-গরম জলে ময়দা ভাল করে ফুটিয়ে ঘন একটি মিশ্রণ তৈরি করুন। শাড়িতে কতটা মাড় চান, সেই অনুযায়ী মিশ্রণ ঘন করবেন। ঠান্ডা হলে মাড় হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন। তবে মাড় দেওয়ার পর শাড়ি কিন্তু রোদে শুকোতে দিতে হবে।

রাতের বেলা রুটির সঙ্গে বানিয়ে ফেলুন পমফ্রেট মাছের দোপেঁয়াজা

বর্ষাকালে মাছ খেয়েও সুখ, খাইয়েও সুখ। বাজার থেকে প্রমাণ সাইজের পমপ্রেট এনেছেন। এমনিতে পমফ্রেট কিনলে সাধারণত তন্দুরি করেই খাওয়া হয়। গরম হোক বা ঠান্ডা যে কোনও পানীয়ের সঙ্গেই সেই পদ খেতে ভাল লাগলেও রুটি দিয়ে শুকনো তন্দুরি খেতে ভাল না-ও লাগতে পারে। তা হলে উপায়? সমাধান রয়েছে হাতের মুঠোয়।

সাধারণ পমফ্রেট মাছের ঝাল বদলে যেতে পারে পমফ্রেট দোপেঁয়াজায়। রইল সেই রেসিপি।

উপকরণ

পমফ্রেট মাছ: ৪টি

পেঁয়াজ বাটা: আধ কাপ

পেঁয়াজ কুচি: আধ কাপ,রসুন বাটা: ১ চা চামচ,আদা বাটা: আধ চা চামচ টোম্যাটো কুচি: আধ কাপ, টক দই:১ টেবিল চামচ,কাঁচা লঙ্কা: ২টি জিরে গুঁড়ো: আধ চা চামচ,ধনে গুঁড়ো: আধ চা চামচ,কাশ্মীরি লঙ্কা গুঁড়ো: আধ চা চামচ,হলুদ গুঁড়ো: আধ চা চামচ,নুন: স্বাদ অনুযায়ী চিনি: সামান্য,সর্ষের তেল: ৪ টেবিল চামচ প্রণালী ১) মাছ ধুয়ে নুন-হলুদ মাখিয়ে রাখুন। ছোট একটি পাত্রে টকদই, নুন এবং সামান্য চিনি দিয়ে ভাল করে ফেটিয়ে রাখুন।

২) কড়াইতে সর্ষের তেল গরম হলে নুন-হলুদ মাখানো মাছগুলি ভেজে তুলে রাখুন। ৩) এ বার ওই তেলে পেঁয়াজ কুচি ভেজে তুলে রাখুন। ৪) আরও খানিকটা তেল দিয়ে তার মধ্যে পেঁয়াজ বাটা, আদা-রসুন, টোম্যাটো কুচি দিয়ে নাড়াচাড়া করতে থাকুন। ৫) খানিকটা ভাজা হয়ে এলে একে একে সমস্ত মশলা দিয়ে দিন। ৬) ভাল করে কষিয়ে নিয়ে ফেটিয়ে রাখা দই দিয়ে দিন। সামান্য একটু জল দিতে পারেন। ৭) এ বার ভেজে রাখা মাছগুলি কড়াইতে দিয়ে দিন। ৮) কাঁচালঙ্কা চিরে ঝোলের মধ্যে দিয়ে খানিক ক্ষণ ফুটতে দিন। ৯) গ্রেভি ঘন হয়ে এলে উপর থেকে ভেজে রাখা পেঁয়াজ কুচি ছড়িয়ে নামিয়ে নিন।

দেহের বিভিন্ন অংশে কাটা দাগ, কালচে ছোপ ফিকে হবে অয়েলের গুণে

ছোটবেলায় সাইকেল চালানো শিখতে গিয়ে পড়ে গিয়েছিলেন। থুতনি কেটে রক্তারক্তি কাণ্ড ঘটে গিয়েছিল। কিছু দিনের মধ্যে ক্ষত শুকিয়ে গেলেও বিশ্রী দাগ রয়ে গিয়েছে এই বয়সেও। আবার বহু দিন আগে কারও মুখে হওয়া বসন্তের দাগও মেলাতে চায় না সহজে। ডাবের জল, চন্দন মাখার পর শেষে চিকিৎসকের শরণাপন্ন

হতে হয়। রাসায়নিক দেওয়া একগুচ্ছ মলম মাখতে হয় নিয়ম করে। তা-ও দাগ পুরোপুরি মিলিয়ে যায় না। তবে প্রসাধন নিয়ে পরীক্ষানিরিক্ষা করেন এমন মানুষদের বক্তব্য, এই সব সমস্যায় খুব ভাল কাজ করে স্ট্রিয়োভার এবং রোজহিপ অয়েলের মিশ্রণ। নিয়মিত ব্যবহার করলে ত্বকে কোলাজেনের উতাদন বাড়তে থাকে। ফলে ক্ষত পূরণ হয় তাড়াতাড়ি। মাসখানেকের মধ্যেই তফাত নজরে পড়ে। সন্তানপ্রসবের পর মায়েদের পেটের সেলাইয়ের দাগ বা স্ট্রেচ মার্ক মিলিয়ে যেতেও সাহায্য করে এই অয়েলগুলি।

কমবয়সে ব্রণ হত। দেখতে ভাল লাগত না, আবার নখ দিয়ে খুঁটেও ফেলতেন। ফলে যা হওয়ার তা-ই হয়েছে। গোটা মুখে দাগ ভরে গিয়েছে। এই সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে ব্যবহার করতে হবে ভিটামিন সি অয়েল। সঙ্গে নায়াসিনামাইড থাকলে তো কথাই নেই। তাড়াতাড়ি কাজ হবে। বাহুমূল, হাঁটু, কনুইয়ের কালচে ছোপ দূর করতে ব্যবহার করা যেতে পারে রেটিনল। ওয়াক্সিং বা রেজার দিয়ে রোম চাঁছার পর দেহে যদি কালচে ছোপ পড়ে, সে ক্ষেত্রে ম্যাজিকের মতো কাজ করে গ্লাইকোলিক অ্যাসিড এবং ল্যাক্টিক অ্যাসিড। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, স্ট্রবেরি লেগের মতো সমস্যাও দূর করতে পারে এই অয়েলগুলি। তবে ধৈর্য ধরে নিয়মিত ভাবে ব্যবহার করে যেতে হবে।

রাত জেগে সিরিজ আর দিনের বেলা ঘুম বাড়িয়ে তুলতে পারে হাঁপানির সমস্যা

বিশ্ব জুড়ে প্রায় ৩০ কোটি মানুষ হাঁপানির শিকার। কারা এই রোগে আক্রান্ত হবেন আর কারা হবেন না, এই নিয়ে বিস্তর গবেষণা হলেও বিজ্ঞানীরা সঠিক কোনও দিক নির্দেশ করতে পারেননি। সম্প্রতি আরও একটি গবেষণা দাবি করছে, পর্যাপ্ত ঘুম না হলে বা ঘুমের স্বাভাবিক চক্র বিঘ্নিত হলে হাঁপানিতে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা দ্বিগুণ হারে বেড়ে যেতে পারে।

নিয়মিত ঘুমোতে যাওয়ার এবং ঘুম থেকে ওঠার সময় যথযথ রাখতে পারলে এই সমস্যা অনেকটাই ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব। "বিএমজে ওপেন রেসপিরেটরি রিসার্চ" পত্রিকায় এই গবেষণা প্রকাশিত হয়েছে। ৩৮ থেকে ৭৩ বছর বয়সি প্রায় সাড়ে ৪ লক্ষ মানুষ অংশগ্রহণ করেছিলেন এই সমীক্ষায়। চিনের শানডং বিশ্ববিদ্যালয়ের এক দল গবেষক কম করে এক যুগের উপর তাঁদের ঘুমের ধরন এবং সময় নিয়ে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। তাঁরা জানিয়েছেন, ঘুমের সময়, রাত জাগা, নাক ডাকা, কত ক্ষণ ঘুমোন বা দিনের বেলা ঘুমের পরিমাণ বাড়ে কি না, এই সংক্রান্ত প্রশ্নের ভিত্তিতেই সমীক্ষা করা হয়েছিল। গবেষণা শেষে বিজ্ঞানীরা দেখেছেন, যাঁরা সকাল সকাল ঘুম থেকে ওঠেন, ৭ থেকে ৯ ঘণ্টা ঘুমোন, রাত জাগা বা অনিদ্রার সমস্যায় ভোগেন না, যাঁদের নাক ডাকার সমস্যা নেই, দিনের বেলা ঝিমুনির সমস্যায় ভোগেন না, তাঁদের হাঁপানি বা অ্যাজমার সমস্যায় আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা কম।

ড্রপ ব্যবহার করেও বন্ধ নাক খুলছে না?

শীতকালে সর্দি-কাশি, নাক বন্ধের সমস্যা লেগেই থাকে। তবে শুধু শীতকাল নয়, বর্ষাতেও এই সমস্যার বাড়বাড়ন্ত হয়। ঠান্ডা লেগে জ্বর, সর্দি-কাশি নিয়ে ভুগছেন অনেকেই। সেই সঙ্গে নাকবন্ধের সমস্যা তো রয়েছেই। সবচেয়ে বেশি অস্বস্তি হয় এটা নিয়েই। নাক বন্ধ হয়ে গেলে কোনও কাজেই মন বসে না। খাওয়াদাওয়াতেও অরুচি হয়। শ্বাস নিতে সমস্যা হয়। অনেকেই বন্ধ নাক খোলার জন্য নানা রকম ড্রপ ব্যবহার করেন। তাতে যে সব সময় সুফল পাওয়া যায়, তা নয়। বরং বন্ধ নাক খোলার ঘরোয়া কিছু উপায় রয়েছে। সেগুলি জেনে রাখা জরুরি। রসুন- এক কাপ জলে দু"তিন কোয়া রসুন ফুটিয়ে নিন। এর সঙ্গে মেশান আধ চামচ হলুদ গুঁড়ো। এই জল খেলে নাক পরিষ্কার হয়ে যাবে। কাঁচা রসুন চিবিয়ে খেলেও উপকার পাবেন। অ্যাপল সিডার ভিনিগার- এক কাপ গরম জলে দুই টেবিল চামচ ভিনিগার ও এক টেবিল চামচ মধু মিশিয়ে খেলে মিউকাস পরিষ্কার হবে। দিনে দুই থেকে তিন বার খান। সর্দি সম্পূর্ণ কমে যাবে। গরম জল- গরম জলে ভাপ নিতে পারেন। পরিষ্কার কাপড় গরম জলে ভিজিয়ে মুখের উপর ১০ থেকে ১৫ মিনিট চাপা দিয়ে রাখুন। গরম জলে স্নান করলেও উপকার পাবেন। গোলমরিচ- বন্ধ নাক খুলতে অব্যর্থ গোলমরিচ। হাতের তালুতে অল্প একটু গোলমরিচ গুঁড়ো নিয়ে সামান্য সর্ষের তেল দিন। আঙুলে লাগিয়ে নাকের কাছে ধরুন। হাঁচি হবে। সেই সঙ্গেই নাক, মাথা পরিষ্কার হয়ে ঝরঝরে লাগবে।

সন্ধ্যায় চপ-মুড়ি না খেয়ে রাতের খাওয়া সেরে ফেলতে হবে

কাজে বেরোনোর সময় সারা দিন ভাল করে খাওয়া হয় না। তাই সকালে ভাল পদ যা রান্না হয়, সবটাই মায়েরা যত্ন করে রেখে দেন ছেলেমেয়ের জন্য। কিন্তু মুশকিল হল, অফিস থেকে ফিরেও তো অনেক সময়ে আবার ল্যাপটপ খুলে বসতে হয়। তাই খাওয়ার সময়ের ঠিক থাকে না। রাতে তেল-মশলা দেওয়া খাবার খেলে গ্যাস-অম্বল অবধারিত। তাই পুষ্টিবিদেরা বলে থাকেন, রাতের খাবার যতটা সম্ভব হালকা রাখতে। শুধু তা-ই নয়, রাতের খাবার যদি সন্ধে সাতটার আগে খেয়ে ফেলা যায়, তা হলে সব দিক থেকেই ভাল। অনেকেই রাতের খাবার খাওয়ার পর সোজা বিছানায় গিয়ে গা এলিয়ে দেন। এতে খাবার হজমে সমস্যা হয়। ওজনেও প্রভাব পড়ে। তবে সন্ধে ৭টার সময় রাতের খাবার খেয়ে নিয়ে পরের দিন সকাল ৭টা পর্যন্ত উপোস করে থাকা কিন্তু আবার শরীরের জন্য ভাল নয়। তাই নিজের সুবিধা বুঝে সময় আগুপিছু করে নেওয়া যায়।

রাতে তাড়াতাড়ি খাবার খেলে কী কী উপকার মিলতে পারে?

১) রক্তে শর্করার মাত্রা ঠিক থাকে

তাড়াতাড়ি রাতের খাওয়া শেষ হলে হজম হয় তাড়াতাড়ি। খাবার থেকে পুষ্টিগুণ শোষণ করে তাকে শক্তিতে রূপান্তরিত করার কাজটিও সহজ হয়। ফলে রক্তে শর্করার মাত্রাও নিয়ন্ত্রণে থাকে।

২) ঘুমের চক্র

রাতে ভারী খাবার খাওয়ার পর শুয়ে পড়লে অনেক সময় হজমের সমস্যা হয়। সেখান থেকে ঘুমে ব্যাঘাত ঘটা স্বাভাবিক। তাই ঘুমোতে যাওয়ার অন্তত পক্ষে দু-তিন ঘণ্টা আগে নৈশভোজের পরামর্শ দেন পুষ্টিবিদেরা।

৩) হরমোন

শারীরবৃত্তীয় অনেক কাজই হরমোন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। হরমোন এমন একটি উপাদান, শরীর থেকে যার অতিরিক্ত ক্ষরণ হলেও ক্ষতি। আবার কম ক্ষরণ হওয়াও ভাল নয়। পুষ্টিবিদেরা বলছেন, রাতের খাবার খাওয়া এবং হজম হওয়ার উপর হরমোনের কার্যকারিতা অনেকটাই নির্ভর করে। তাই রাতের খাবার তাড়াতাড়ি খেয়ে নেওয়াই ভাল।

রান্নাঘরে জলের অপচয় বন্ধ করুন

রান্নাঘরে অনেক সময় অজান্তেই আমরা অনেকটা জল অপচয় করে ফেলি। রান্নার প্রতিটি পর্যায়ে জলের ব্যবহার করা হয়। ভাত, ডাল, চাউমিন, পাস্তা কিংবা সব্জি সেদ্ধ হয়ে গেলে আমরা সেই জল ছেঁকে ফেলে দিই। কিন্তু যদি ফেলে না দিয়ে একটি পাত্রে সেই জল জমিয়ে রেখে দেন, তা হলে পরে নানা কাজে ব্যবহার করতে পারবেন।

ভাবছেন, কী ভাবে?

১) শাক-সব্জি, ফল, চাল, ডাল ধুয়ে সেই জল ফেলে না দিয়ে গাছের গোড়ায় দেওয়া যায়। লিকার চা বানানোর সময় অনেক ক্ষেত্রেই বেশি হয়ে যায়, চা পাতা সমেত সেই জলও গাছের পরিচর্যায় কাজে লাগাতে পারেন।

২) ভরতি জলের বোতল গাড়িতে রেখে দিয়ে আমরা ভুলে যাই। দু'দিন পর গাড়ি খুলে দেখলে মনে পড়ে সেই কথা। সেই জল ফেলে না দিয়ে বাড়ি পরিষ্কার করার কাজে, বাসন মাজার কাজে ব্যবহার করতেই পারেন।

৩) কড়াইতে পোড়া লাগলে সেই দাগ পরিষ্কার করতে সময় ও জল দুইয়েরই অপচয় হয়। এ ক্ষেত্রে সমান্য জল গরম করে নিয়ে কড়াইতে আধ ঘণ্টা মতো রেখে দিন। দেখবেন, অল্প সময়েই সেই দাগ দূর করা সম্ভব হবে। জলের অপচয়ও কমবে।

৪) চাউমিন, পাস্তা সেদ্ধ করে সেই জল আবার রান্নার কাজে লাগাতে পারেন। পিতার ময়দা মাখার সময়ে যদি নুন আর তেল মেশানো চাউমিন সেদ্ধ করা জলটি ব্যবহার করেন, তা হলে পিতার রুটি হবে তুলেতুলে নরম। ডাল রান্না করার আগে ভিজিয়ে রাখতে হয়। যদি সাধারণ জলের বদলে চাউমিন সেদ্ধ করা গরম জলে কিংবা ভাতের ফ্যানে ডাল ভিজিয়ে রাখতে পারেন, তা হলে ডাল রান্না করতে বেশি সময় লাগবে না।

৫) ভাতের ফ্যান ফেলে না দিয়ে সেই ফ্যান রূপচর্চার কাজে ব্যবহার করতে পারেন। দু'চামচ ভাতের ফ্যানের সঙ্গে এক চামচ মধু ভাল করে মিশিয়ে নিয়ে সারা মুখে লাগিয়ে রাখুন। আধ ঘণ্টা পরে ঠান্ডা জলে মুখ ধুয়ে ফেলুন। ত্বকের ঔজ্জ্বল্য বাড়বে, ত্বককে মসৃণ ও কোমল রাখতেও এই ফেসপ্যাকটি ব্যবহার করতে পারেন।

ফলের গুণেই বাড়বে প্রতিরোধ শক্তি?

রোজ সকালে খালি পেটে একটুকরো আমলকি। ব্যস, তাতেই নীরোগ হবে শরীর। শতাব্দীপ্রাচীন এই আয়ুর্বেদিক টোটকার গুণ অনেক। বর্ষায় সর্দি-কাশি তো দূরে থাকেই, এমনকি ব্যাক্টেরিয়া সংক্রমণের হাত থেকে রেহাই পেতেও আমলকির উপর ভরসা রাখা যায়। প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি থাকায়, এটি শরীরের রোগ প্রতিরোধশক্তি বাড়াতে সাহায্য করে। কেন রোজ আমলকি খাবেন?

১) দূষণের কারণে অনেকেরই অল্প বয়সে চুলে পাক ধরে। চুলের স্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্য ধরে রাখতে আমলকি দারুণ উপকারী। বর্ষায় চুল ঝরে যাওয়া প্রতিরোধ করতেও এই দাওয়াই দারুণ কার্যকর। আমলকির ফাইটোনিউট্রিয়েন্টস এবং ভিটামিন সি স্ক্যাল্পের রক্তসঞ্চালন বাড়িয়ে চুল লম্বা এবং ঘন হতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেয়। কারণ, আমলকির ফাইটোনিউট্রিয়েন্টস চুলের গোড়ায় কোলাজেন নামে এক বিশেষ প্রোটিন তৈরি করে। আমলকির ভিটামিন সি প্রদাহ ও সংক্রমণ প্রতিরোধ করার পাশাপাশি শুষ্ক স্ক্যাল্পকে আর্দ্র করে খুশকির সমস্যা সারিয়ে তোলে। ২) আমলকি ত্বকের প্রিয় বন্ধু। এতে উপস্থিত ভিটামিন সি ব্রণ, মেচেতার দাগ মুছে ফেলার পাশাপাশি বলিরেখা দূর করতে সাহায্য করে। দূষিত পরিবেশে ত্বক জেল্লাহীন হয়ে পড়ে। নিয়মিত আমলকি খেলে নিষ্প্রাণ ত্বক, চুল, সব মিলিয়ে গোটা চেহারাই সজীব হয়ে ওঠ

৩) কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যায় ইসবগুল, ওষুধ খেয়েও অনেক সময়ে উপকার হয় না। সেই সময়ে আমলকি কিন্তু বিশেষ ভাবে কাজে আসে। হজম সংক্রান্ত সমস্যা দূর করে কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখে আমলকি। হজমের সমস্যায় আমলকি ভাল দাওয়াই। ৪) বর্ষার মরসুমে অনেকেই অ্যালার্জি ও ফুসফুসের সমস্যায় ভোগেন। এই সমস শরীর চাঙ্গা রাখতে ও প্রদাহ কমাতে নিয়ম করে আমলকি খেতে পারেন।

৫) বর্ষায় সংক্রমণের ঝুঁকি বাড়ে। ভাইরাস, ব্যাক্টেরিয়া কিংবা ছত্রাকের হানায় শরীরে বাসা বাঁধে রোগব্যাধি। সংক্রমণের ঝুঁকি এড়াতে রোজ নিয়ম করে আমলকি খেতে পারেন।

আগামীকাল প্রথম এশিয়ান হিসেবে জিব্রাল্টাল প্রণালী পার হয়েছিলেন মিহির সেন

কলকাতা, ২৩ আগস্ট (হি.স.): সাল ১৯৫৮, ২৭ সেপ্টেম্বর। সপ্তম বারের চেষ্টায় চোদ্দো ঘণ্টা পঁয়তাল্লিশ মিনিট সাঁতার কেটে ৮০ জনের মধ্যে ১৯ জন সেদিন ফ্রান্সের তীরে পৌঁছতে পেরেছিলেন। এঁদেরই মধ্যে ছিলেন মিহির সেন। সেদিন মিহির সেন ভোরে ফ্রান্সের তীরে পৌঁছে ঠান্ডায় কাঁপতে কাঁপতে ভারতের জাতীয় পতাকা তুলে ধরে ইংলিশ চ্যানেলের গর্জন ছাপিয়ে গেয়ে উঠেছিলেন জাতীয় সঙ্গীত। শুধু তার কাছেই নয়,সমগ্র ভারতবাসীর কাছে সেই দিনটা ছিল খুবই গর্বের। ১৯৫৯ সালে ভারত সরকার তার এই কৃতিত্বের জন্য তাকে পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত করে। কিন্তু মিহির সেন এখানেই থেমে যাননি। সেদিন থেকেই মিহির সেন সাত সমুদ্র পার হওয়ার স্বপ্ন দেখতে শুরু করেন। আর যার নাম দিয়েছিলেন 'অপারেশন সেভেন সিজ'। তার সেই স্বপ্নেরই ফল ১৯৬৬ সালে শ্রীলঙ্কা ও ভারতের মধ্যবর্তী জলপ্রণালী যা 'পক স্ট্রেট' নামে খ্যাত, সেই প্রণালী সাঁতরে পার হওয়া। এই অভিযানের জন্য নৌবাহিনীর একটি বোট ভাড়া করার অর্থটা মিহির সেন জোগাড় করতে পারেননি। সেই অর্থটা পাওয়ার জন্য তিনি ইন্দিরা গাঁধীকে চিঠি লেখেন। ইন্দিরা গান্ধী সেই টাকা পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। ১৯৬৬-র এপ্রিল মাসের ৫ ও ৬ তারিখে টানা পঁচিশ ঘণ্টা ছত্রিশ মিনিট সাঁতার কেটে তিনি পক স্ট্রেট পার হয়েছিলেন।

এই সাফল্য মিহির সেনকে আরো অদম্য করে তুলেছিল। তিনি ওই বছরেরই আগস্টের ২৪ তারিখ ইউরোপ ও আফ্রিকার মধ্যবর্তী 'স্ট্রেট অব জিব্রাল্টার' বা জিব্রাল্টার প্রণালী পার হন আট ঘণ্টা এক মিনিট সাঁতার কেটে। মিহির হলেন প্রথম এশিয়াবাসী তথা ভারতীয়, যিনি এই সাফল্য পেয়েছেন।

এর পর সেপ্টেম্বরে তিনি হাজির হন উত্তর-পশ্চিম তুরস্কের 'ডারডেনেলস'- প্রাচীন জলপ্রণালীর তীরে। এই প্রণালী এশিয়া মাইনরের সেডুলবাহির ও ইউরোপের গাল্লিপোলি উপদ্বীপের এক প্রাকৃতিক জলপ্রণালী, যা এশিয়া ও ইউরোপের সংযোগস্থল। চল্লিশ মাইল লম্বা এই প্রণালী মিহির পার হন ১৯৬৬র ১২ সেপ্টেম্বর, ১৩ ঘণ্টা ৫৫ মিনিট সাঁতার কেটে।

তাঁর জীবনের এই সব অবিশ্বাস্য সাফল্য গিনেস বুকে নথিবদ্ধ হয়ে রয়েছে।তাকে সম্মান জানাতে ১৯৬৭ সালে ভারত সরকার তাঁকে 'পদ্মভূষণ' সম্মান দেয়। তাঁর এই সাফল্যের কথা 'অনারেবল সোসাইটি অব লিঙ্কন ইন'এর 'ব্ল্যাক বুক'-এ আজও নথিভুক্ত রয়েছে। যা এক বিরল সম্মান।

এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগের মূলপর্বে রোনাল্ডোর আল নাসের

রিয়াধ, ২৩ আগস্ট (হি.স.): আরব কাপের চ্যাম্পিয়ন আল নাসের এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগের মূল পর্বে পৌঁছে গেল। টুইট করে এই সুখবর জানিয়েছেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। মঙ্গলবার রাতে এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগের প্লে অফে আরব আমিরশাহির দল শাবাব আল আহলির বিরুদ্ধে ৪-২ গোলে জয় পায় রোনাল্ডোরা। ম্যাচের ৮৭ মিনিট পর্যন্ত পিছিয়ে ছিল আল নাসের। সংযুক্তি সময়ে জোড়া গোল করে ৪-২ ব্যবধানে ম্যাচ জিতে যায় আল নাসের। তবে আল নাসেরের হয়ে এই ম্যাচে গোল পাননি রোনাল্ডো। জোড়া গোল করে দলকে এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগে তুলতে বড় ভূমিকা নিলেন তালিসকা।

ছাত্রী খুনের ঘটনায় বৃহস্পতিবার ১২ ঘণ্টা শিলিগুড়ি বনধের ডাক হিন্দু সংগঠনের

শিলিগুড়ি, ২৩ আগস্ট (হি. স.) : শিলিগুড়ির মাটিগাড়ায় স্কুল ছাত্রী খুনের ঘটনায় উত্তপ্ত এলাকা। অভিযুক্তের কঠোর শাস্তির দাবিতে বৃহস্পতিবার ১২ ঘণ্টা শিলিগুড়ি বনধের ডাক দিল হিন্দু সংগঠন। মঙ্গলবার রাতে অভিযুক্ত সহ আশেপাশের কয়েকটি বাড়ি গুঁড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। ঘটনার অভিযোগ উঠেছে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের যুব শাখা বজরং দলের দিকে। যদিও তাদের তরফে অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে। বুধবার সকালে বজরং দলের সদস্যরা শহরজুড়ে মিছিল শুরু করেছেন।

জানা গিয়েছে, মাটিগাড়া থানা এলাকা থেকে শুরু করে দার্জিলিং মোড়, মাল্লাগুড়ি হয়ে মিছিল এগোচ্ছে। ঘটনাস্থলে রয়েছে বিশাল পুলিশবাহিনী। এদিন ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশ মিছিলে লাঠিচার্জ করে। বেশ কয়েকজনকে ঘটনায় আটক করা হয়। প্রসঙ্গত, সোমবার শিলিগুড়ি সংলগ্ন মাটিগাড়ার পাথরঘাটা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় একটি পরিত্যক্ত বাড়ি থেকে স্কুল ছাত্রীর রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার হয়। মেয়েটির পরনে ছিল স্কুলের পোশাক। ওই কিশোরীকে ইট দিয়ে মাথা থেঁতলে খুন করা হয়েছে বলে অভিযোগ ওঠে। যদিও ধর্ষণ করে খুনের অভিযোগও উড়িয়ে দিচ্ছে না পুলিশ। জানা গিয়েছে, দার্জিলিং মোড় সংলগ্ন একটি নেপালি মাধ্যম স্কুলের পড়ুয়া ছিল কিশোরী। স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ জানান, সোমবার সাড়ে তিনটে নাগাদ এলাকারই এক পড়ুয়া স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে ওই পরিত্যক্ত বাড়ি থেকে চিৎকারের শব্দ পায়। বাড়ি এসে বিষয়টি সে পরিবারের লোকেদের জানায়। এলাকার লোকজন মিলে পরিত্যক্ত বাড়িটিতে গিয়ে দেখতে পান, মাটিতে পড়ে রয়েছে ওই কিশোরীর রক্তাক্ত দেহ। তড়িঘড়ি খবর দেওয়া হয় মাটিগাড়া থানায়। ঘটনাস্থলে আসেন এসিপি রাজেন ছেত্রী, ডিসিপি অভিষেক গুপ্তা এবং মাটিগাড়া থানার পুলিশকর্মীরা। দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের

সোলানে ভারী বৃষ্টির কারণে বন্ধ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা

সোলান, ২৩ আগস্ট (হি.স) : হিমাচল প্রদেশের সোলানে সুবাথু মার্গে ভারী বৃষ্টিপাতের দরুণ জল জমে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা বন্ধ হয়ে গেছে। ওই এলাকায় যানবাহন চলাচলে সমস্যা হচ্ছে। ওই এলাকার জনজীবন সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। মঙ্গলবার রাত থেকে যানবাহন চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ রয়েছে। সোলান থেকে সুবাথু যাওয়ার পুরো রুট বন্ধ হয়ে গিয়েছে। সোলানে প্রবল বৃষ্টিপাতের ফলে ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়ে গিয়েছে বেশকিছু যানবাহন। এই জেলার বড্ডি সেতুর একটি পিলার ধসে সেতুটি সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এরফলে পিঞ্জোর থেকে বাড্ডি যাওয়ার রাস্তাটি যানবাহন চলাচলের জন্য পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

প্রবল বৃষ্টিপাতের দরুণ নালাগড়ের অনেক রাস্তাও যানবাহন চলাচলের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। নালাগড় থেকে সোয়ারঘাট, নালাগড় থেকে রোপার পর্যন্ত রাস্তাও অবরুদ্ধ রয়েছে।

দেশের হয়ে খেলোয়াড়রা খেলে, তাদের নিয়ে ভাবা আমাদের দায়িত্ব : যোগী আদিত্যনাথ

লখনউ, ২৩ আগস্ট (হি.স) : লোকভবনে পুলিশের প্রতিভাবান ক্রীড়াবিদদের বিশেষ নিয়োগের শংসাপত্র প্রদানের একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় বুধবার। এই অনুষ্ঠানে ২৩৩ জন প্রতিভাবান ক্রীড়াবিদকে বিশেষ নিয়োগের শংসাপত্র দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ বলেন, আজকের অনুষ্ঠানটি আমার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে দক্ষ ক্রীড়াবিদরাও রাজ্যের অংশ হয়ে উঠছেন। যে খেলোয়াড় দেশের হয়ে খেলে, তাদের জন্য চিন্তা করা আমাদের কর্তব্য।

মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, এর আগেও আমরা দেশের সব খেলোয়াড়কে সম্মানিত করেছি। রাজ্য সরকার তাদের নগদ অর্থও প্রদান করেছে। আমরা বিশ্বাস করি একজন খেলোয়াড় দেশের জন্য খেলে। বুধবার ২৩৩ জনকে নিয়োগপত্র প্রদান করা হয়। মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ আরও বলেন, আগে প্রতিটি নিয়োগের বিষয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছিল, তবে গত ছয় বছরে এক লক্ষ ৫৪ হাজারেরও বেশি পুলিশ নিয়োগ প্রক্রিয়া সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। রাজ্যে এক লক্ষেরও বেশি পুলিশ কর্মীকে পদোন্নতি দেওয়ার প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে, তবে এর মধ্যে ভাল খেলোয়াড়দেরও সুযোগ দেওয়া হয়। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রীর অনুপ্রেরণায় এখানে গ্রাম থেকে শহরে প্রতিযোগীতাকে উৎসাহিত করা হচ্ছে। এতে দেখা যাচ্ছে তরুণদের মধ্যে একটা সৃজনশীলতা আসছে। যুবশক্তি সৃজনশীল হলে জাতির অগ্রগতি হয়। খেলোয়াড়রা সৃজনশীলতার প্রতীক। তিনি পুলিশদের উদ্দেশে বলেন, তোমরা সবাই তোমাদের অনুশীলন বন্ধ করো না। উত্তর প্রদেশের পুলিশ ফোর্সের জন্য তোমাদের কাজ করতে হবে। আজ সর্বত্র মানুষ উত্তর প্রদেশ পুলিশকে স্মরণ করে। আজ অন্য জায়গার লোকজনও বলে উত্তরপ্রদেশের পুলিশ থাকলে এই ঘটনা ঘটত না।

জি-২০-র ইতিহাসে ভারতের পৌরহিত্য অনন্য ও অতুলনীয় : হর্ষ বর্ধন শ্রিংলা

নয়াদিল্লি, ২৩ আগস্ট (হি.স.): জি-২০-র ইতিহাসে ভারতের পৌরহিত্য অনন্য ও অতুলনীয়। এই মন্তব্য করলেন জি-২০-র প্রধান সমন্বয়কারী হর্ষ বর্ধন শ্রিংলা। তিনি বলেছেন, জি-২০-র ভারতের সভাপতিত্বে অনেক নতুন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বুধবার নতুন দিল্লিতে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে বক্তৃতা দেওয়ার সময় শ্রিংলা বলেছেন, স্টার্টআপ ২০, দুর্যোগ ত্রাণ হ্রাস গ্রুপ, জি-২০-র প্রধান বিজ্ঞানীদের সভা এবং সাইবার নিরাপত্তা সংক্রান্ত জি-২০ সভা হল ভারতের শুরু করা কিছু নতুন উদ্যোগ।

ভারতের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির দ্রুত গতি সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেন, ভারত এখন বিশ্বের সবচেয়ে দ্রুত ক্রমবর্ধনশীল অর্থনীতি এবং পঞ্চম বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত হয়েছে। তিনি আত্মবিশ্বাস ব্যক্ত করেন, ভারত ২০২৫ সালের মধ্যে বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত হবে।

বিতর্কের মাঝেই সিসি ক্যামেরা বসানোর প্রক্রিয়া শুরু যাদবপুরে

কলকাতা, ২৩ আগস্ট (হি. স.) : অবশেষে বিতর্কের মধ্যেই সিসিটিভি ক্যামেরা বসানোর প্রক্রিয়া শুরু হল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে। ইতিমধ্যেই প্রয়োজনীয়তা এবং গুরুত্ব বিচার করে 'গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলো' চিহ্নত করা হয়ে গিয়েছে বলে জানিয়েছেন নয়া উপাচার্য্য বুদ্ধদেব সাউ।

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে খবর যত দ্রুত সম্ভব এই অংশগুলোয় সিসি ক্যামেরা বসানোর কাজ শেষ হবে।কোন কোন জায়গাকে 'গুরুত্বপূর্ণ অংশ' হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে? প্রধান ছাত্রাবাস বা অন্য ছাত্রাবাসে কি সিসি ক্যামেরা বসবে? উপাচার্য্য জানিয়েছেন, মেন হস্টেল এবং অন্যান্য হস্টেলের মেন গেটেও সিসি ক্যামেরা লাগানো হবে। এ ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বেশ কিছু এলাকাকে সিসি ক্যামেরা লাগানোর জন্য চিহ্নিত করা হয়েছে।

ইতিমধ্যেই ওয়েবেলের সঙ্গে সিসি ক্যামেরা লাগানোর ব্যাপারে যোগাযোগ করেছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। তবে উপাচার্য্য এ-ও জানিয়েছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে আর কোথায় কোথায় সিসি ক্যামেরা বসবে সে ব্যাপারে এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের (ইসি) বৈঠকের পরই সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

বালি খাদান মামলার তদন্তে ফের সক্রিয় ইডি

দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ২৩ আগস্ট (হি. স.) : বুধবার সকাল সকাল শহরে ফের সক্রিয় ইডি। বালি খাদান মামলার তদন্তে সোনারপুরের পৌঁছে গেলেন এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের (ইডি) অফিসাররা। ঝাড়খণ্ডের বেআইনি বালি খাদান মামলার তদন্তে রাজ্যের মোট ৩ টি জায়গায় ইডির তল্লাশি অভিযান। বুধবার সকালেই সোনারপুরে পৌঁছে গেল ইডি। রাজপুর-সোনারপুর পুরসভার ৩২ নম্বর ওয়ার্ডের সুকান্তপল্লিতে বর্ণালী রায় নামে এক মহিলার বাড়িতে বুধবার সকাল থেকে তল্লাশি চালাতে শুরু করে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা।

জানা গিয়েছে, তাঁর সদ্য প্রয়াত স্বামী অরুণ রায়ের বিরুদ্ধে ঝাড়খণ্ডে বেআইনি বালি খাদান দুর্নীতিতে জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে।

বুধবার , তাঁর স্ত্রী বর্ণালীকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন ইডি আধিকারিকরা। এই দুর্নীতিকাণ্ডে, দেশের মোট ২০ টি জায়গায় বুধবার তল্লাশি অভিযান চালায় ইডি। এদিন পাওয়া তথ্য অনুসারে, ইডির নজরে আপাতত লিপস অ্যান্ড বাউন্ডসের এক কর্মীর ফোন। আটক করা হয়েছে লিপস অ্যান্ড বাউন্ডসের কর্মী চন্দন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মোবাইল। ফোন থেকে কোনও তথ্য কি মুছে ফেলা হয়েছে? কর্মীর ফোনে কি কোনও নির্দেশ পাঠাতেন সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র? জানতে ফরেনসিকে পাঠানো হচ্ছে ফোন।

মিজোরামের দুর্ঘটনায় শোক মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের

কলকাতা, ২৩ আগস্ট (হি. স.) : মিজোরামে নির্মীয়মান সেতু দুর্ঘটনায় শোক প্রকাশ করলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

টুইটারে তিনি লিখেছেন, "আজ মিজোরামে একটি নির্মাণাধীন রেলওয়ে সেতুর মর্মান্তিক দুর্ঘটনার বিষয়ে জানতে পেরে আমি হতবাক। এর ফলে আমাদের মালদা জেলার কয়েকজন সহ বেশ কিছু সেখানে স্থানীয় কর্মী প্রাণ হারিয়েছে।আমার মুখ্য সচিবকে নির্দেশ দিয়েছি মিজোরাম প্রশাসনের সঙ্গে উদ্ধার/সহায়তা অভিযানের জন্য সমন্বয় করতে। মালদা জেলা প্রশাসনকে সমস্ত সম্ভাব্য সাহায্যের জন্য শোকাহত পরিবারগুলির কাছে পৌঁছানোর জন্য বলা হয়েছে। আমরা ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের স্বজনদের যত তাড়াতাড়ি সম্ভব উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেব।দুস্থদের প্রতি সংহতি, নিহতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছি। নজর রাখা হচ্ছে পরিস্থিতির ওপর।" প্রসঙ্গত, এই দুর্ঘটনায় অন্তত ১৭ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে।

হাজার সভার পরিকল্পনা, অথৈ জলে রাজ্য বিজেপির অগস্ট কর্মসূচি

কলকাতা, ২৩ আগস্ট (হি. স.) : অগস্টের দ্বিতীয় পক্ষে ১৫ দিনে এক হাজার সভা। এমনই কর্মসূচি ঘোষণা করেছিল রাজ্য বিজেপি। বলা হয়েছিল, দলের এক হাজার সাংগঠনিক মণ্ডলে একটি করে সভা হবে। রাজ্যে দশটি বাছাই এলাকায় হবে বড় সভা, তিনটি মেগা সভা।

কিন্তু কোথায় কী? অগস্টের ২২ তারিখ পর্যন্ত খানকয়েক মণ্ডলে সভা হলেও যে ব্যাপকতার ঘোষণা ছিল তার নামমাত্র নেই। যদিও বাংলায় এই কর্মসূচি সফল করতে হবে বলে নির্দেশ ছিল দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের। রাজ্য বিজেপিরই এক নেতার বক্তব্য, পরিকল্পনা থাকলেও প্রস্তুতির অভাবেই এই কর্মসূচি শুরু করা যাচ্ছে না।

তবে রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের দাবি, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্ভব না হলেও এক হাজার সভা হবে। মূলত ধূপগুড়ি বিধানসভা উপনির্বাচনের ব্যস্ততার জন্যই নাকি শুরু করা যাচ্ছে না ঘোষিত কর্মসূচি!

দেশের সব সাংগঠনিক মণ্ডলে লোকসভা ভোটের একটি করে প্রস্তুতি সভা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল বিজেপি। অন্য রাজ্যে জুন, জুলাইয়ে হয়ে গেলেও পঞ্চায়েত ভোটের জন্য এ রাজ্যে পারেনি বাংলার বিজেপি। কথা ছিল অগস্টের দ্বিতীয়ার্দে হবে এগুলো। কিন্তু পরিকল্পনা রূপায়ণ গভীর অনিশ্চয়তার মধ্যে বলে দলীয় সূত্রেই জানা গিয়েছে।

সরকারের পুজো অনুদান ফিরিয়ে দিচ্ছে সন্তোষ মিত্র স্কোয়ার

কলকাতা, ২৩ আগস্ট (হি. স.) : পুজো কমিটিগুলো নিয়ে বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রীর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবারের অনুদান বাড়িয়ে দেওয়ার ব্যাপারে ঘোষণা করেছেন। পুজোর সরকারি অনুদান বাড়িয়ে করা হয়েছে ৭০ হাজার টাকা। সরকারি অনুদান ঘোষণা হওয়ার পরেই সেই অনুদান ফিরিয়ে দেওয়ার কথা ঘোষণা করল কলকাতার একটি নামী পুজো কমিটি।

মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণার পর সন্তোষ মিত্র স্কোয়ার রাজ্য সরকারের এই অনুদান ঘোষণা করছে না বলে জানান পুজো কমিটির অন্যতম সদস্য বিজেপি নেতা সজল ঘোষ। তিনি সামাজিক মাধ্যমে একটি পোস্ট লেখেন, "মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ তিনি ইমাম ও পুরোহিত ভাতা বাড়িয়েছে। পুজো কমিটিগুলোকে ৭০ হাজার টাকা অনুদান দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন। সন্তোষ মিত্র স্কোয়ার সবিনয়ে এই অনুদান ফিরিয়ে দিল।" মঙ্গলবার সন্ধ্যায় করা এই পোস্টের জেরে বুধবার বেলা ১২টা পর্যন্ত সজলবাবুর মন্তব্য ও শেয়ার হরেছে যথাক্রমে ৬৭৭ ও ২৩৬।

গত বছর দুর্গাপুজো কমিটিগুলির জন্য অনুদান ছিল ৬০ হাজার টাকা। সেই সংখ্যা এ বছর বাড়িয়ে বারোয়ারি প্রতি ৭০ হাজার টাকা করল রাজ্য সরকার। আর্থিক অনুদান বাড়ানোর কথা ঘোষণা করে দেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

এছাড়াও পুজো কমিটিগুলিকে সরকারের বিভিন্ন দফতর বিজ্ঞাপনের হোর্ডিং দেবে বলেও জানানো হয়। পর্যটন থেকে শিল্প দফতর সরকারি কাজের হোর্ডিং দেওয়া হবে বারোয়ারি পুজোকে বলেও জানানো হয়। প্রসঙ্গত, গত বছর সন্তোষ মিত্র স্কোয়ার সর্বজনীন পুজোর থিম ছিল আজাদি কা অমৃত মহোৎসব। পুরো পুজো মণ্ডপ লালকেল্লার আদলে তৈরি করা হয়। এ বছর তাদের মণ্ডপ হবে অযোধ্যার রামমন্দিরের আদলে। অর্থাৎ, বিজেপি-র শীর্ষকর্তাদের মনের পূর্ণ ইচ্ছের পথেই হাঁটছে সন্তোষ মিত্র স্কোয়ার। আর তা আড়ালে নয়, প্রকাশ্যেই।

ধূপগুড়িতে তৃণমূল নেতার দোকান ভাঙচুর করার অভিযোগ

ধূপগুড়ি, ২৩ আগস্ট (হি. স.) : আগামী ৫ সেপ্টেম্বর ধূপগুড়ি বিধানসভার উপনির্বাচন। সারা রাজ্যের নজর এই মুহূর্তে ধূপগুড়িতে।

এই মুহূর্তে জোরদারভাবে চলছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রচার। সরকারি প্রার্থীর সঙ্গে আছেন বিক্ষুব্ধ একাধিক প্রার্থী। এবার রাতের অন্ধকারে তৃণমূল নেতার দোকান ভাঙচুর ও তৃণমূলের পতাকা ছিঁড়ে ফেলার অভিযোগ উঠল বিজেপির বিরুদ্ধে। এ নিয়ে এলাকায় দেখা দিয়েছে উত্তেজনা।

জানা গিয়েছে, ধূপগুড়ি পুরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ডের বামনী ব্রিজ সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দা সৌমেন দেবনাথ। তিনি ধূপগুড়ি পুরসভার ২ নং ওয়ার্ডের তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সহ-সভাপতি। রাস্তার পাশেই সৌমেনের দোকান রয়েছে। সেই দোকানেই লাগানো ছিল তৃণমূলের দলীয় পতাকা। বুধবার সকালে ঘুম থেকে উঠে দোকান খুলতে গিয়ে সৌমেন দেখতে পান তৃণমূলের পতাকা ছেঁড়া অবস্থায় রাস্তায় পড়ে রয়েছে। একইভাবে তাঁর দোকানও ভাঙচুর করা হয়েছে। খবর পাওয়া মাত্র ঘটনাস্থলে আসেন ধূপগুড়ি শহর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি ইভান দাস।

তৃণমূলের দাবি, রাতের অন্ধকারে বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীরা দোকান ভাঙচুর করেছে। এবং তৃণমূলের পতাকা ছিঁড়ে দিয়েছে। উপ নির্বাচনের পূর্বে বিজেপি সন্ত্রাস তৈরি করার চেষ্টা করছে বলেও দাবি তৃণমূল কংগ্রেসের।

এই অভিযোগ অস্বীকার করে বিজেপির ধূপগুড়ি শহর মন্ডলের সভাপতি শিবু চক্রবর্তী বলেন, আমরা সব দলের পতাকাকে সম্মান করি। উপনির্বাচনের পূর্বে হাওয়া গরম করার চেষ্টা করছে তৃণমূল। গোষ্ঠী কোন্দলের কারণেই তাদের এই অবস্থা হয়েছে। উপ নির্বাচনের পূর্বে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায় ধূপগুড়িতে।

চন্দ্রযান ৩ ফুটে তুলল সৈকতে বালুশিল্পী সুদর্শনের ছাত্রছাত্রীরা

পুরী, ২৩ আগস্ট (হি. স.) : চন্দ্রযান ৩-এর সফল অবতরণের জন্য বালুশিল্পের মাধ্যমে শুভকামনা জানালেন প্রখ্যাত বালুশিল্পী সুদর্শন পট্টনায়কের ছাত্রছাত্রীরা।

চাঁদের মাটিতে চন্দ্রযান ৩-এর অবতরণ এখন কেবল সময়ের অপেক্ষা। শুরু হয়ে গিয়েছে প্রহর গোনা। আজ সন্ধ্যায় সেই মহাজাগতিক মুহূর্তের শরিক হবে দেশ তথা সমগ্র বিশ্ব। তার মধ্যেই মঙ্গলবার পুরীর নীলাদ্রি সমুদ্রসৈকতে বালুশিল্পী সুদর্শন পট্টনায়কের স্যান্ড আর্ট ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থীরা বালিশিল্পের মাধ্যমে ইসরোকে এভাবেই শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। প্রায় ১০ টন বালি দিয়ে ১৫ ফুট দৈর্ঘ্য ও ১০ ফুট উচ্চতার এই আকর্ষণীয় বালি ভাস্কর্যটি তৈরি করা হয়েছে । যেখানে দেখানো হয়েছে যে কীভাবে চন্দ্রযান ৩ কক্ষপথ অতিক্রম করে চাঁদের মাটিতে অবতরণ করবে। এই বালুর কারুকাজ দেখতে ভিড় জমিয়েছেন পর্যটকরা। নিজেরা দেখার পাশাপাশি মুঠোফোন ও ক্যামেরায় তা বন্দি করেও নিয়ে যাচ্ছেন পর্যটকরা । চন্দ্রযানের অবতরন ঘিরে বেশ কয়েকদিন ধরেই দেশে উত্তেজনার পারদ চড়ছে। এরই মধ্যে ল্যান্ডিংয়ের দৃশ্য সরাসরি সম্প্রচারের সিদ্ধান্ত নিয়েছে ইসরো। তাদের ওয়েবসাইট থেকে শুরু করে ফেসবুক এবং ইউটিউবের মতো প্ল্যাটফর্মে চন্দ্রযানের ল্যান্ডিং দেখানো হবে। সরাসরি সম্প্রচার করবে দূরদর্শনও। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও তাদের পড়ুয়াদের এই বিশেষ মুহূর্ত দেখাতে চায়। তার জন্য বিশেষ বন্দোবস্তও করা হয়েছে। সবমিলিয়ে ইতিহাসের সাক্ষী হতে অপেক্ষায় দেশ।

নির্বাচন কমিশনের "জাতীয় আইকন" হিসেবে নতুন ইনিংস শুরু সচিনের, সাক্ষর করলেন মউ

নয়াদিল্লি, ২৩ আগস্ট (হি.স.) : কিংবদন্তি ক্রিকেট খেলোয়াড় ও ভারত রত্ন পুরুস্কারে ভূষিত সচিন রমেশ তেন্ডুলকর ভারতের নির্বাচন কমিশনের জাতীয় আইকন হিসেবে এক নতুন ইনিংসের সূচনা করেছেন। নতুন দিল্লিতে বুধবার মুখ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমারের উপস্থিতিতে সচিন নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে তিন বছরের একটি সমঝোতা স্মারক পত্র মউ সাক্ষর করেন।

আগামী বছর লোকসভা নির্বাচন। এবার নির্বাচনে সচিনকে সামনে রেখে প্রচার প্রচার চালাবে নির্বাচন কমিশন। সকলে যাতে ভোট দিতে উৎসাহ পায়, সেই কারণেই সচিনকে প্রচার মুখ করেছে নির্বাচন কমিশন। ভারতের প্রাক্তন ক্রিকেটারকে 'ন্যাশনাল আইকন' হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে মঙ্গলবারই। সচিনের সঙ্গে তিন বছরের চুক্তি করা হয়েছে।

জেলে ফিরেই ফের অসুস্থ কালীঘাটের কাকু, ভর্তি হলেন এসএসকেএমে

কলকাতা, ২৩ আগস্ট (হি স)। ফের অসুস্থ হয়ে পড়লেন কালীঘাটের কাকু সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র। মঙ্গলবার গভীর রাতে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় এসএসকেএমে। সেখানে ইডি তল্লাশি নিয়ে প্রশ্ন করা হলে মেজাজ হারান সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র। সাংবাদিকদের তীব্র ভর্ৎসনা করেন। এদিন হাসপাতালে ঢোকার মুখে ইডি তল্লাশি নিয়ে প্রশ্ন করা হয় সুজয়কৃষ্ণকে। সেখানেই মেজাজ হারান তিনি। সাংবাদিকদের বলেন, "তোদের বাপের কী!" প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, বুকে ব্যথা নিয়ে এসএসকেএমে ভরতি করা হয়েছে কালীঘাটের কাকুকে। কয়েক মাস আগেই নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় গ্রেফতার হন কালীঘাটের কাকু। তার কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর স্ত্রীর মৃত্যু হয়। সেই সময় প্যারোলে ছাড়া পেয়েছিলেন সুজয়কৃষ্ণ। তারপর জেলে ফিরেই অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। ভরতি করা হয় এসএসকেএমে। পরবর্তীতে তাঁর চিকিৎসা নিয়ে বিস্তর জলঘোলা হয়।

হার্টের পরিস্থিতি ভাল না হওয়ায় অস্ত্রোপচার জরুরি ছিল। এদিকে এসএসকেএমে অপারেশনে রাজি ছিলেন না কালীঘাটের কাকু। তিনি বারবার বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসার আবেদন করে আদালতে। তার প্রতিবাদ করে ইডি। শেষে বেসরকারি হাসপাতালেই হয় অস্ত্রোপচার। মঙ্গলবারই অস্ত্রোপচারের পর জেলে ফিরেছিলেন কালীঘাটের কাকু। সন্ধেয় ফের শুরু হয় বুকে ব্যথা। রাতে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় এসএসকেএমে। বর্তমানে আইসিইউ-তে রয়েছেন তিনি।

দেশের উন্নয়নে প্রতিটি ভোট গুরুত্বপূর্ণ : সচিন তেন্ডুলকর

নয়াদিল্লি, ২৩ আগস্ট (হি.স.): কিংবদন্তি ক্রিকেটার ও ভারত রত্ন পুরুস্কারে ভূষিত সচিন রমেশ তেন্ডুলকর ভারতের নির্বাচন কমিশনের জাতীয় আইকন হিসেবে এক নতুন ইনিংসের সূচনা করেছেন। নতুন দিল্লিতে বুধবার মুখ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমারের উপস্থিতিতে সচিন নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে তিন বছরের একটি সমঝোতা স্মারক পত্র মউ সাক্ষর করেন। সচিন বলেছেন, ক্রিকেট থেকে অবসর নেওয়ার পর এটি তাঁর জন্য নতুন ইনিংস। তিনি বলেন, দেশের উন্নয়নে প্রতিটি ভোট গুরুত্বপূর্ণ। তিনি ভোটারদের বিশেষ করে তরুণদের ভোট দিতে উৎসাহিত করেন।

অনুষ্ঠান চলাকালীন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমারের উপস্থিতিতে সচিন তেন্ডুলকরের সঙ্গে তিন বছরের জন্য একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। আগামী বছর লোকসভা নির্বাচন। এবার নির্বাচনে সচিনকে সামনে রেখে প্রচার প্রচার চালাবে নির্বাচন কমিশন। সকলে যাতে ভোট দিতে উৎসাহ পায়, সেই কারণেই সচিনকে প্রচার মুখ করেছে নির্বাচন কমিশন। ভারতের প্রাক্তন ক্রিকেটারকে 'ন্যাশনাল আইকন' হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে মঙ্গলবারই। সচিনের সঙ্গে তিন বছরের চুক্তি করা হয়েছে।

চালসায় পাচারের আগেই বাজেয়াপ্ত মূল্যবান শাল কাঠ

চালসা, ২৩ আগস্ট (হি. স.) : জলপাইগুড়ির চালসায় পাচারের আগেই মূল্যবান শাল কাঠ বাজেয়াপ্ত করল বনকর্মীরা। গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে একটি ছোট গাড়ি সমেত প্রায় দেড় লক্ষ টাকার মূল্যবান চোরাই শাল কাঠ বাজেয়াপ্ত করল জলপাইগুড়ি বনবিভাগের চালসা রেঞ্জের বনকর্মীরা।

মঙ্গলবার রাতে চালসা রেঞ্জের বনকর্মীদের কাছে খবর আসে একটি ছোট গাড়িতে করে শাল কাঠ পাচার করার পরিকল্পনা হয়েছে। সেই অনুযায়ী নাগরাকাটার জলঢাকা সেতু এলাকায় বনকর্মীদের একটি দল ওঁত পেতে বসেছিল।

ল্যান্ডার বিক্রম

● প্রথম পাতার পর

জীবন ধন্য হয়ে গেল। এরকম ঐতিহাসিক ঘটনা রাষ্ট্রজীবনের চিরঞ্জীব চেতনায় রূপ পায়। এটি একটি অবিস্মরণীয় মুহূর্ত। এই সফলতাই মূলত যাবতীয় মুশকিলের মহাসাগরকে পার করে নিয়ে যাবে ।আজকে আমরা নতুন ভারতের নয়া উড়ানের সাক্ষী হলাম।”

প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, “আজ আমরা মহাকাশে নিউ ইন্ডিয়ার নতুন উড়ানের সাক্ষী হয়েছি। প্রতিটি ঘরে ঘরে উৎসব শুরু হয়েছে। আমার হৃদয় থেকে, আমি আমার দেশবাসী, আমার পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে এই উৎসাহ ও উচ্ছ্বাসে যুক্ত আছি। আমি চন্দ্রযান টিম, ইসরো এবং দেশের সমস্ত বিজ্ঞানীদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাই, যাঁরা এই মুহূর্তের জন্য এত বছর ধরে কঠোর পরিশ্রম করেছেন। আমাদের বিজ্ঞানীদের কঠোর পরিশ্রমের ফলে ভারত চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে পৌঁছেছে, যেখানে পৃথিবীর কোনও দেশ আজ পর্যন্ত পৌঁছাতে পারেনি। আজ থেকে বদলে যাবে চাঁদ সংক্রান্ত প্রচলিত সব ধারণা, বদলে যাবে কাহিনিও। নতুন প্রদন্মের জন্য প্রবাদও বদলে যাবে। ভারতে আমরা সবাই পৃথিবীকে মা এবং চাঁদকে মামা বলে ডাকি। এক সময় বলা হতো চাঁদ মামা অনেক দূরে আছে। একদিন এমনও আসবে, যখন ছেলেমেয়েরা বলবে চাঁদ মামা শুধু ট্যুরে আছে।

প্রধানমন্ত্রী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে দেশের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ভিত্তি হিসেবে আখ্যায়িত করে বলেন, এই দিনটিকে দেশ চিরদিন মনে রাখবে। এই দিনটি আমাদের সকলকে একটি উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যেতে অনুপ্রাণিত করুক। পরাজয় থেকে শিক্ষা নিয়ে কীভাবে বিজয় অর্জিত হয় তারই প্রতীক এই দিনটি।

তিনি আরও বলেন, আমাদের বিজ্ঞানীদের কঠোর পরিশ্রম ও প্রতিভার কারণে ভারত চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে পৌঁছেছে, যেখানে পৃথিবীর কোনো দেশ আজ পর্যন্ত পৌঁছাতে পারেনি।

প্রসঙ্গত, চন্দ্র অভিযানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চিন এবং তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের সাফল্যের পর চতুর্থ দেশ হিসেবে তালিকায় নাম লিখিয়েছে ভারত। চাঁদের মাটি স্পর্শ করা ঐতিহাসিক মুহূর্তটি উদযাপন করতে উৎসুক ভারতীয় জনতা সমবেত হয়েছে। ইসরোর অফিসিয়াল ইউটিউব চ্যানেলে পুরো ঘটনা সরাসরি সম্প্রচার করা হয়েছে।

চন্দ্রযান-৩ মিশনটি ১৪ জুলাই শ্রীহরিকোটা থেকে উৎক্ষেপণ করা হয়েছিল। এর মধ্যে থাকা ল্যান্ডার বিক্রম প্রতি সেকেন্ডে ১ দশমিক ৬৮ কিলোমিটার বেগে চাঁদের পৃষ্ঠের দিকে নামতে থাকে। এর আগে ২০১৯ সালে চন্দ্রযান-২ মিশন পাঠিয়েছিল ভারত তবে তা ব্যর্থ হয়। ভারতীয় মহাকাশ সংস্থা ইসরো বলেছে, কোনো সমস্যা ছাড়াই যানটি সফলভাবে অবতরণ করবে। চন্দ্রযান-২ এর মিশনের ব্যর্থতা থেকে তারা শিক্ষা নিয়ে নতুনভাবে এই চন্দ্রযান-৩ পাঠিয়েছে।

বাম প্রার্থী

● প্রথম পাতার পর

দুটি বিধানসভা কেন্দ্র বরাবরই লাল দুর্গ বলা চলে। কিন্তু যেখানে মুখ্যমন্ত্রী প্রচারে বের হয়েছেন তাতে ভোটারদের আস্থা যেন শাসক দলের প্রতি রয়েছে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।এদিকে, আজ সকালে উপ-নির্বাচনকে সামনে রেখে বক্সনগর বিধানসভা কেন্দ্রের বাতাদোলার ৩১ ও ৩২ নম্বর বুথ এলাকায় বাড়ি বাড়ি ভোট প্রচার করেছেন বক্সনগরের বামফ্রন্ট মনোনীত সি.পি.আই.এম প্রার্থী মিজান হোসেন। বিকেলে কমলনগর বাজার থেকে কমলনগর হাসপাতাল চৌমুহনী পর্যন্ত রাস্তার দু-ধারের ব্যবসায়ীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন বাম প্রার্থী মিজান হোসেন। তার সঙ্গে অন্যানদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সোনামুড়া বিধানসভা কেন্দ্রের বাম বিধায়ক শ্যামল চক্রবর্তী ,বিধায়ক নয়ন সরকার , সুদীপ সরকার সহ সি.পি.আই.এম সোনামুড়া মহকুমা সম্পাদক রতন সাহা ,সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য নারায়ন চক্রবর্তী প্রমুখ। প্রার্থী মিজান হোসেন জানিয়েছেন প্রচারে বেরিয়ে মানুষে ভালোই সাড়া পাচ্ছেন তিনি ।তিনি জানিয়েছেন বর্তমান সরকারের বিরুদ্ধে বঞ্চনার নানান অভিযোগ তুলছেন সাধারণ মানুষ। এর প্রতিবাদ জানিয়ে ভোটাররা তার পক্ষে ভোট দেবেন বলেই আশাবাদী মিজান হোসেন।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

বিদ্যামন্দির স্কুলে বিজ্ঞান ও অংক মেলার আয়োজন

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ২৩ আগস্ট।। সোনামুড়া মহকুমার র অন্তর্গত, বক্সনগর আর ডি ব্লকের আওতাধীন, দক্ষিণ কলম চৌড়া গ্রামে ত্রিপুরেশ্বরী বিদ্যামন্দির স্কুলটি অবস্থিত। এটি একটি বেসরকারি ইংলিশ মিডিয়াম প্রাইভেট স্কুল। নার্সারি থেকে সপ্তম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীদের যত্ন সহকারে পড়ানো হয়। আজ থেকে ৩ বছর পূর্বে ত্রিপুরেশ্বরী বিদ্যা মন্দির স্কুল কর্তৃপক্ষ, কচিকাচা শিশুদের নিয়ে বিজ্ঞান এবং অংক মেলার আয়োজন করে থাকেন। আজ সকাল ১১ ঘটিকার সময় বিদ্যালয়ে বিজ্ঞানের উপর মেলার শুভ উদ্বোধন করেন, বক্সনগর আর ডি ব্লকের চেয়ারম্যান, সঞ্জয় সরকার এবং বিশিষ্ট সমাজসেবক দেবব্রত ভট্টাচার্য্য মহাশয়। প্রথম শ্রেণী হইতে সপ্তমশ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিজ্ঞানের উপর বিভিন্ন প্রজেক্ট বানিয়ে মেলায় অংশগ্রহণ করেন, স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা। বিজ্ঞানের উপর এবং হল সাইনসিটি, ম্যানেজমেন্ট অফ ওয়াটার, ফিল্টার ট্যাঙ্ক, গ্রামগঞ্জে আবাসিক ঘর বানানো, ফার্স এইড বক্স, হিউম্যান বডির লান্স মডেল, ইস ট্রিট লাইট, জলীয় স্থর, ফিস ফুট চেঞ্জিং, ডিজিস্টার ম্যানেজমেন্ট, বৃষ্টির জল সংরক্ষণ, বাস্তুতন্ত্র, পৃথিবীর পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করা, এটিএম পরিষেবা, ইত্যাদি। আজকের এই নাইস এবং বিজ্ঞান মেলার হাসবেন্ড দুটি টিম নিয়োগ করা হয়েছে। যেটি হ্যালো নির্দলীয় এবং নিরপেক্ষ জাজমেন্ট। একটি টিম হল বক্সনগর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক অর্ণব কুমার রায়, কলুবারি দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যলয়ের বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক সুব্রত সরকার এবং অপর টিম হল ডাক্তার পঙ্কজ কুমার দে, বক্স নগর মেডিকেল অফিসার, সিডিপিও প্রবাল বর্মন, বক্সনগর আই সি ডি এস প্রজেক্ট অফিসার। দুই টিমের জাসমেনরা বিভিন্ন ধরনের মডেলের উপর ছাত্র-ছাত্রীদের নিকটে প্রশ্ন উত্তর খোঁজেছেন। অনেক ছাত্র-ছাত্রীরা, আবার কিছু কিছু উত্তর দেবার চেষ্টা করেছেন। যে সকল ছাত্র-ছাত্রী বিজ্ঞান শিক্ষক দের ভালোভাবে উপস্থাপন করেছেন বুঝিয়ে উত্তর দিয়েছেন, উনারা সন্তুষ্ট হয়েছেন, নাম্বারের ভিত্তিতে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, সিলেকশন করেছেন। আজকের এই বিজ্ঞানমেলা প্রথম শ্রেণি হইতে তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত, যে সকল ছাত্র-ছাত্রীরা সিলেকশন হয়েছেন, তারা হলেন প্রথম শ্রেণীর সন্দীপ বিশ্বাস, ওর প্রজেক্ট ওয়াটার সোর্স, মরিম,আক্তার , লাঞ্চ প্রজেক্ট,সায়ন্তিকা বর্মন , তাদেরকে পুরস্কৃত করা হয়েছে, বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ থেকে। চতুর্থ এবং পঞ্চম শ্রেণী থেকে প্রথম হয়েছেন, অসমত দাস, দ্বিতীয় হয়েছেন রাজদীপ পাল, রিমশা দে, তাদেরকেও বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ থেকে পুরস্কার তুলে দেয়া হয়েছে। উক্ত বিজ্ঞান এবং অংক মেলায় উপস্থিত ছিলেন বক্সনগর আর ডি ব্লকের চেয়ারম্যান, সঞ্জয় সরকার, বিশিষ্ট সমাজ সেবক দেবব্রত ভট্টাচার্য্য,বিজিত প্রার্থী তোফাজ্জল হোসেন, বিদ্যালয় এস এম সি কমিটির চেয়ারম্যান, ত্রিপুরেশ্বরী বিদ্যামন্দির স্কুলের সভাপতি তাপস কুমার রায়, বিদ্যাভারতী ত্রিপুরা রাজ্যের সভাপতি ধীরেন্দ্র কলই। তাছাড়া উপস্থিত ছিলেন প্রধান শিক্ষক,উজ্জ্বল দাস এবং অন্যান্য শিক্ষক, শিক্ষিকা মন্ডলী, এলাকার অভিভাবক মহল, এরকম অনুষ্ঠান সুষ্ঠু মন মানসিকতার বিকাশ হবে, আগামী দিনছাত্র-ছাত্রীদের চরিত্র গঠন বিজ্ঞান ভিত্তিক হবে।

ট্রেনিং ইনস্টিটিউট পরিদর্শন করলেন সিএমও

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ২৩ আগস্ট।। দক্ষিণ জেলার শান্তিরবাজারের এ এন এম ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের বিভিন্ন সমস্যা নিরসন ও পঠন পাঠনের খোঁজখবর নিতে আজ ইনস্টিটিউটে আসেন দক্ষিণ জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা: সুব্রত দাস। তিনি ইনস্টিটিউটের প্রিন্সিপাল ইনচার্জ সরস্বতী চক্রবর্তী, সিস্টার টিউটর ও ছাত্রীদের সঙ্গে কথা বলে যাবতীয় সমস্যাগুলি সম্পর্কে অবগত হন। আলোচনার মাধ্যমে উঠেআসা সমস্যাগুলো দ্রুততার সহিত সমাধান করার প্রতিশ্রুতি প্রদান করলেন মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক। ২০১৭ সালে চালু হওয়া এই ইনস্টিটিউটে বর্তমানে প্রশিক্ষণার্থী হিসাবে ২ ব্যাচে ৬০ জন ছাত্রী রয়েছে। আজকের দিনে মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকে কাছে পেয়ে সকলে খোবই আনন্দিত।

বিক্ষোভ

● প্রথম পাতার পর

ছাত্রছাত্রীরা। তাই ছাত্র-ছাত্রীরা বাধ্য হয়ে ধর্নায় শামিল হয়েছে বলে জানান সুজিত ত্রিপুরা। তিনি আরো অভিযোগ তুলে বলেন, যেসব ছাত্র-ছাত্রীদের অতিরিক্ত অর্থ স্টাইপেন্ডের মাধ্যমে একাউন্টে ঢুকছে তাদের বাকি টাকা অবিলম্বে জনজাতি কল্যাণ দপ্তরে ফেরত দেওয়ার জন্য হুমকি দেওয়া হচ্ছে। নাহলে ডিগ্রি করতে দেওয়া হবে না বলে বারবারই সতর্ক করা হচ্ছে বলে জানান তিনি। তিনি আরো বলেন ছাত্র-ছাত্রীদের অবনতি করে দপ্তরের ফটকে ঝুলানো রয়েছে জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের পোস্টার। যা কোন কাজে আসছে না। তাই দাবি জানানো হচ্ছে আগস্ট মাসের মধ্যে যদি স্টাইপেন্ড দেওয়া না হয় তাহলে তারা আন্দোলনে ময়দান থেকে সরবে না।

পালিত

● প্রথম পাতার পর

অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জগদীশ দেববর্মা ষষ্ঠ তপশিল দিবস উপলক্ষে রাজ্যের সকল অংশের মানুষের প্রতি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। পাশাপাশি ঐক্য ও শান্তি সম্প্রীতির মাধ্যমে বর্তমান এডিসি প্রশাসনের কর্মসূচি রূপায়ণে সকলকে সহযোগিতা করবেন বলে তিনি আশা ব্যক্ত করেন। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরার উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদের মুখ্য নির্বাহী সদস্য পূর্ণচন্দ্র জমাতিয়া, স্বাস্থ্য দপ্তরের নির্বাহী সদস্য কমল কলই, পুর্তদপ্তরের নির্বাহী সদস্য রুনিয়েল দেববর্মা, বিধায়ক মানব দেববর্মা, এডিসির চীফ এক্সিকিউটিভ অফিসার সি কে জমাতিয়া সহ অন্যান্যরা। এর আগে একটি মিছিল খুমুলুং এর নুউয়াই অডিটোরিয়ামের সামনে থেকে বের হয়ে এলাকার বিভিন্ন পথ পরিক্রমন করে।

আরও ৩

● প্রথম পাতার পর

এছাড়া আজকের মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। প্রধানমন্ত্রী ত্রাণ তহবিল থেকে মৃতদের পরিবারপিছু ২ লক্ষ টাকা এবং আহতদের ৫০ হাজার টাকা করে আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন নরেন্দ্র মোদী ।অন্যদিকে নিহতদের নিকট-আত্মীয়কে এককালীন ১০ লক্ষ, গুরুতরভাবে আহতদের ২ লক্ষ এবং সামান্য জখম ব্যক্তিদের মাথাপিছু ৫০ হাজার টাকার ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করেছে রেলমন্ত্রক। এছাড়া অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে দুর্ঘটনার কারণ বের করতে রেলমন্ত্রক একটি উচ্চস্তরের তদন্ত কমিটি করেছে। এক্স মাধ্যম এ খবর জানিয়েছেন উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ। এদিকে মিজোরামের পরিবহণ মন্ত্রী পু টিজে লালনুনতলুয়াঙ্গা, সাংসদ পি.সি লালরোসাঙ্গা, তুইরিয়ালের বিধায়ক পিকে লালডাংলিয়ানা সহ বেশ কয়েকজন উচ্চপদস্থ সরকারি আধিকারিক পরিস্থিতি মূল্যায়ন এবং সহায়তা প্রদানের জন্য দুর্ঘটনাস্থলে অবস্থান করছেন।

যানের প্রকাশ্য বিরোধিতায় তৃণমূল নেতা ইদ্রিশের

কলকাতা, ২৩ আগস্ট (হি. স.) : “যে টাকায় চন্দ্রাভিযান, সেই টাকায় উন্নয়ন সম্ভব।“ এতে কী লাভ হবে তা তিনি বুঝতে পারছেন না বলে মন্তব্য করলেন তৃণমূল বিধায়ক তথা দলের প্রাক্তন সাংসদ ইদ্রিশ আলি ।বুধবার তিনি সংবাদমাধ্যমে বলেন, “গরিব মানুষ খেতে পাচ্ছে না, দেশ পিছিয়ে যাচ্ছে। হাততালি কুড়ানোর চেষ্টা মোদী সরকারের।”” প্রসঙ্গত, মঙ্গলবার সন্ধ্যায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একটি বার্তা দিয়েছেন এই ব্যাপারে। টুইটারে তিনি লিখেছেন, চন্দ্রযান-৩ মিশন জনগণ, বিজ্ঞানী এবং অর্থনীতিবিদদের কাছ থেকে এসেছে, কোনও রাজনৈতিক সাফল্য নয়।

রাজ্যের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বন ও বনভিত্তিক সম্পদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে : মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ২৩ আগস্ট।। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির আত্মনির্ভর ভারত গঠনের আহ্বানে সাড়া দিয়ে রাজ্য সরকার আত্মনির্ভর ত্রিপুরা গঠনের লক্ষ্যে কাজ করছে। আত্মনির্ভর রাজ্য গড়ে তুলতে শিল্প স্থাপনের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এ লক্ষ্যে গত কয়েক বছরে রাজ্যে আগর, বাঁশ এবং অন্যান্য ক্ষুদ্র বনজ সম্পদ উৎপাদন ক্ষেত্রের উন্নয়নে বেশ কিছু উদ্যোগও নেওয়া হয়েছে। আজ হোটেল পোলো টাওয়ারে ফরেস্ট অ্যাণ্ড এগ্রো ফরেস্ট ভ্যালু চেইন ডেভেলপমেন্টের উপর চারদিনব্যাপী গোলটেবিল বৈঠকের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তর আয়োজিত এই গোলটেবিল বৈঠকে রাজ্য ও বহির্রাজ্যের শিল্প উদ্যোগীরা অংশগ্রহণ করেন। গোলটেবিল বৈঠকের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, রাজ্যের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বন ও বনভিত্তিক সম্পদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। আমাদের রাজ্য বৈচিত্র্যময় প্রাক’তিক ও বনজ সম্পদে সমৃদ্ধ। রাজ্যের অর্থনৈতিক উন্নয়নে আগর শিল্পের যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। ২০২১ সালের জলাই মাসে ত্রিপুরা আগর উড পলিসি চালু করা হয়। এই পলিসির মাধ্যমে রাজ্যে আগর উড সেক্টরের উন্নয়নে রূপরেখা তৈরি করা হয়েছে। আগর শিল্পের প্রসারে আগর গাছ রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া সরলীকরণ করা হয়েছে। এছাড়াও আগরজাত সামগ্রী রপ্তানির জন্য রাজ্যের কোটাও কেন্দ্রীয় সরকার জানিয়ে দিয়েছে। ফলে শিল্প উদ্যোগীরা নিঃসন্দেহে ত্রিপুরায় আগরভিত্তিক শিল্প স্থাপনে আসতে পারেন।মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রীর আন্তরিক প্রচেষ্টায় রাজ্য হীরা উপহার পেয়েছে। ফলে রাজ্য বর্তমানে ইন্টারনেট, রেল, সড়ক ও আকাশপথে যোগাযোগ ব্যবস্থায় প্রভূত উন্নতি হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর আন্তরিক প্রচেষ্টায় রাজ্য বর্তমানে দেশের মধ্যে ত’তীয় সর্বোচ্চ ইন্টারনেট গেটওয়েতে পরিণত হয়েছে। রেল যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের ফলে বর্তমানে রাজ্য থেকে ১২টি এ’প্রেস ট্রেন দেশের বিভিন্ন প্রান্তে চলাচল করছে। আগরতলার মহারাজা বীরবিক্রম বিমানবন্দরটিরও উত্তর পূর্বা’লের রাজ্যগুলির মধ্যে একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিমানবন্দরে পরিণত হয়েছে। এসবই সম্ভব হয়েছে কেন্দ্র ও রাজ্যের ডাবল ই’নি সরকারের প্রচেষ্টায়। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বাঁশ রাজ্যের অন্যতম একটি সম্পদ। রাজ্যে বর্তমানে ২৯ প্রজাতির বাঁশ পাওয়া যাচ্ছে। গত কয়েক বছরে রাজ্যে বাঁশ ও বাঁশভিত্তিক শিল্প সম্পসারণের লক্ষ্যে বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ বাঁশের বিভিন্ন প্রজাতির বনায়নে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। রাজ্যে পরিবহণের জন্য প্রয়োজনীয় ট্রানজিট পারমিট থেকে বাঁশকে বাদ দেওয়া হয়েছে। আগরবাতি সেক্টরে দেশে ত্রিপুরার সুনাম অক্ষুন্ন রাখতে বন দপ্তর ও ত্রিপুরা ব্যাম্ব মিশন নিরন্তর প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। পাশাপাশি বাঁশের বর্জ্য কমিয়ে আনা এবং ব্যাম্ব ব্রিকেটস, অ্যাক্টিভেটেড চারকোল ইত্যাদি পণ্যের প্রসারেও সরকার গুরুত্ব দিয়েছে ।মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের অর্থনৈতিক বিকাশে পর্যটন একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র। পর্যটনের উন্নয়নে রাজ্য সরকার ইকো ট্যুরিজমের বিকাশে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। সেই লক্ষ্যে সিপাহীজলা ও গোমতী অভয়ারণ্যে ইকো ট্যুরিজমের বিকাশে ত্রিপুরা ন্যাচার ট্রেইলস অ্যাণ্ড রিসোর্স লিমিটেড নামক একটি নতুন কোম্পানিকে নিযুক্ত করা হয়েছে। রাজ্য সরকার শিল্প স্থাপনে যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা চালু করেছে সেগুলিকে ভিত্তি করে রাজ্যে শিল্প স্থাপনে শিল্প উদ্যোগীদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান মুখ্যমন্ত্রী ।অনুষ্ঠানে শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের মন্ত্রী সান্তনা চাকমা বলেন, রাজ্যের বিভিন্ন প্রাক’তিক সম্পদ যেমন রাবার, বাঁশ, আগর ইত্যাদির মাধ্যমে রাজ্যে শিল্প স্থাপনের উজ্জল সম্ভাবনা রয়েছে। এছাড়াও রাজ্যের বিখ্যাত আনারস, কাঁঠালকে কেন্দ্র করে ফল প্রক্রিয়াকরণ শিল্প স্থাপনেরও সম্ভাবনা রয়েছে। বর্তমানে রাজ্যের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির ফলে বহির্রাজ্যের বিনিয়োগকারীরা রাজ্যে শিল্প স্থাপনে আগ্রহ দেখাচ্ছে। এক্ষেত্রে রাজ্য সরকারও শিল্প স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় পরিবেশ গড়ে তোলার ব্যবস্থা করে দিয়েছে। অনুষ্ঠানে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের প্রধান সচিব কে এস শেঠি, বন দপ্তরের অতিরিক্ত মুখ্য প্রধান বন সংরক্ষক ভি জি জেনার, শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের অধিকর্তা বিশ্বশ্রী বি প্রমুখ।

শনিবার ধূপগুড়িতে অভিষেক যেতে পারেন মমতাও

কলকাতা, ২৩ আগস্ট (হি. স.) : চিকিৎসা সেরে দেশে ফিরেই সক্রিয় তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ধূপগুড়ি উপনির্বাচনের জন্য আগামী ২ সেপ্টেম্বর অর্থাৎ প্রচারের শেষদিন একাধিক কর্মসূচি রয়েছে তাঁর। এতে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে ধূপগুড়িকেতৃণমূলের তরফে প্রকাশিত তারকা প্রচারকের তালিকায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম থাকলেও উপনির্বাচনের প্রচারে তাঁকে দেখা যাবে কিনা, তা নিয়ে সন্দেহ আছে দলেই। তবে অভিষেকই শেষদিন প্রচার করবেন। সেই সঙ্গে থাকবেন স্থানীয় নেতারা ।আসলে ধূপগুড়ি উপনির্বাচনকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিচ্ছে তৃণমূল। বিজেপির হাতে থাকা ওই আসন দখল করে উত্তরবঙ্গে বিজেপিকে ধাক্কা দিতে চাইছে শাসকদল ।এদিকে, আগামী ৩০ আগস্ট এবং ১ সেপ্টেম্বর মুম্বইয়ে ‘ইন্ডিয়া’ জোটের তৃতীয় বৈঠক রয়েছে। সেই বৈঠকে যোগ দিতে যাবেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মমতার পাশাপাশি বৈঠকে যাবেন অভিষেকও। জোটের আগের দুই বৈঠকেও যোগ দিয়েছিলেন মমতা-অভিষেক। দু’দিনের বৈঠক সেরে মুম্বই থেকে ফিরেই অভিষেক সোজা চলে যাবেন ধূপগুড়ি উপনির্বাচনের প্রচারে ।গত মাসের শেষের দিকে চোখের চিকিৎসার জন্য বিদেশে যান অভিষেক। দেশে ফিরেছেন গত রবিবার। আগামী সপ্তাহ থেকেই ফের শুরু হয়ে যাচ্ছে তাঁর ঠাসা রাজনৈতিক কর্মসূচি। তৃণমূল সূত্রের খবর, আগামী ২৮ আগস্ট তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন তিনি। ওই অনুষ্ঠানে থাকবেন মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও।

বরখাস্ত হওয়া শিক্ষিকাকে অবিলম্বে চাকরি ফেরানোর নির্দেশ হাইকোর্টের

কলকাতা, ২৩ আগস্ট (হি. স.) : মিড ডে মিলের খাবার চুরির অভিযোগে বরখাস্ত হওয়া শিক্ষিকাকে অবিলম্বে চাকরি ফেরানোর নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। একইসঙ্গে রাজ্য ও স্কুলকে ২ সপ্তাহের মধ্যে ওই শিক্ষিকার চার বছরের বকেয়া বেতন মিটিয়ে দেওয়ারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ।বুধবার মামলার শুনানিতে এমনটাই নির্দেশ দিয়েছেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু। হুগলির চুঁচুড়া বালিকা বাণী মন্দির স্কুলে মিড ডে মিলের খাবার চুরির অভিযোগে চার বছর আগে বরখাস্ত করা হয় এক শিক্ষিকাক। বিষয়টি গড়ায় আদালত পর্যন্ত ।এদিন মামলার শুনানিতে হাজিরা দেন ডিআই। তিনি স্বীকার করে নেন, সাংসদ লকেট অভিযোগের ভিত্তিতে তিনি কিছু না বুঝেই সাসপেন্ড করেন ওই শিক্ষিকাকে। সেই কথা শুনে বিচারপতি প্রশ্ন করেন, ”তাহলে কি লকেট চট্টোপাধ্যায় বলেই এতকিছু? এর সঙ্গে রাজনৈতিক বিষয় জড়িত?”কেন এমন পরস্থিতি তৈরি হল, সেই বিষয়ে খোঁজ নিতে গিয়ে জানা যায়, সেই সময় স্কুলে কোনও প্রধান শিক্ষিকা বা টিচার ইন চার্জ ছিলেন না। আর এই অব্যবস্থার জন্য অভিযোগের আঙুল উঠেছে স্কুল তৎকালীন পরিচালন সমিতির বিরুদ্ধে ।আবার পরিচালন সমিতির তরফে দায় চাপানো হয়েছিল স্কুলের চার শিক্ষিকার উপর। পরিচালন সমিতির দাবি ছিল, স্কুলের ৪ শিক্ষিকাই মিড ডে মিলে অচলাবস্থার জন্য দায়ী। তার কয়েকদিনের মধ্যেই সাসপেন্ড করা হয় ওই শিক্ষিকাকে ।প্রসঙ্গত, রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে মিড ডে মিল নিয়ে মাঝেমধ্যেই বিভিন্ন দুর্নীতির অভিযোগ পাওয়া যায়। সম্প্রতি মিড ডে মিল নিয়ে রাজ্যের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ করেছে কেন্দ্রও ।একটি রিপোর্ট অনুযায়ী, শিক্ষা মন্ত্রকের তরফে এক পরিসংখ্যান প্রকাশ করা হয়ে। সেখানে উল্লেখ করা হয়, গতবছর মাত্র ছয় মাসেই কমপক্ষে ১০০ কোটি টাকার দুর্নীতি হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের মিড ডে মিলে।

মিজোরামে নিহত বাংলার শ্রমিকদের পরিবারের পাশে মুখ্যমন্ত্রী

কলকাতা, ২৩ আগস্ট (হি. স.) : মিজোরামের দুর্ঘটনায় হতাহতের সংখ্যা বাড়ছে। বুধবার বিকালে নবান্ন থেকে জানানো হয়, ২৪ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে ।মুখ্যমন্ত্রীর প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, “আজ মিজোরামে একটি নির্মীয়মাণ রেলওয়ে সেতু ভেঙে পড়ার কারণে আপাতত প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী মালদা জেলার ২৪ জন শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গেছে ।মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে জরুরি ভিত্তিতে রাজ্যের মুখ্যসচিব মিজোরাম প্রশাসনের সঙ্গে উদ্ধারকাজ এবং সকলরকম সাহায্যের সমন্বয় করছেন। এছাড়া মালদা জেলা প্রশাসনকে শোকাহত পরিবারগুলিকে সমস্ত রকমের সাহায্য ও সহযোগিতা করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ।দুর্ঘটনায় মৃত ব্যক্তিদের দেহ যত শীঘ্র সম্ভব তাঁদের পরিবারের হাতে তুলে দেওয়ার সব রকম প্রচেষ্টা রাজ্য সরকার মিজোরাম প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে করে চলেছে। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের নিকটাত্মীয়দের যত দ্রুত সম্ভব যথাযথ ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যবস্থাও করা হচ্ছে। নিহতদের পরিবারের প্রতি মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী গভীর শোক প্রকাশ করে তাঁর সমবেদনা জানিয়েছেন ।প্রসঙ্গত, সাম্প্রতিককালে একাধিক রেল দুর্ঘটনা বিষয়ে আমরা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন। সবক্ষেত্রেই পশ্চিমবঙ্গ সরকার তার সীমিত সামর্থ্যের মধ্যে ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে থাকছে।”

হাইকোর্টে আবেদন করে অভিযানের অনুমতি বিজেওয়াইএম-এর

কলকাতা, ২৩ আগস্ট (হি. স.) : হাইকোর্টে আবেদন করে অভিযানের অনুমতি বিজেওয়াইএম-এরবুধবার ভারতীয় জনতা যুব মোর্চার (বিজেওয়াইএম) রাজ্য সভাপতি ডঃ ইন্দ্রনীল খান সংবাদমাধ্যমে জানান, “মাননীয় কলকাতা হাইকোর্টের আদেশ অনুসারে ভারতীয় জনতা যুব মোর্চাকে শুক্রবার ২৫ আগস্ট, ২০২৩ তারিখে দুপুর আড়াইটে থেকে যাদবপুর বাঁচাও সমাবেশ করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।”প্রসঙ্গত, গত শুক্রবার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে বিজেপি যুব মোর্চার ধর্না মঞ্চ খুলে ফেলে পুলিস। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিক্ষোভ দেখায় বিজেপি যুব মোর্চা। বিক্ষোভে পুলিশের সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়ে মোর্চা কর্মীরা। প্রতিবাদে মঞ্চের সামনেই অবস্থান বিক্ষোভ বসে পড়েন তাঁরা। অভিযোগ, অনুমতি দেওয়ার পরেও মঞ্চ খুলে নিচ্ছে পুলিশ। এদিকে, পুলিশের বক্তব্য, তাঁদের তরফে কোনও অনুমতিই দেওয়া হয়নি। উল্লেখ্য, বৃহস্পতিবারই ওই মঞ্চে শুভেন্দু অধিকারীর ভাষণকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়ায়। তাঁর সঙ্গে থাকা কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা বাহিনীর জওয়ানদের সঙ্গে পড়ুয়াদের সংঘর্ষ বাঁধে। এ ঘটনায় কিছু বিজেপির যুব মোর্চা কর্মীকে আটক করা হয়েছে বলেই সূত্রের খবর।

মুখোমুখি ভিস্তারার দুই বিমান পাইলটের তৎপরতায় বড়সড় দুর্ঘটনার হাত থেকে রেহাই

নয়াদিল্লি, ২৩ আগস্ট (হি. স.) : দিল্লির ইন্দিরা গান্ধি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে মুখোমুখি ভিস্তারার দুই বিমান। তবে পাইলটের তৎপরতায় বড়সড় দুর্ঘটনার হাত থেকে রেহাই পেল ভিস্তারার দু’টি বিমান। অন্তত ৩০০ যাত্রী সহ বিমানকর্মীদের প্রাণহানি এড়ানো গিয়েছে। বুধবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে ।বমানবন্দর সূত্রে জানা গিয়েছে, রানওয়েতে বিমান দু’টির মধ্যে মুখোমুখি সংঘর্ষের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। তবে পাইলটের সতর্কতায় তা এড়ানো গিয়েছে। যদিও কীভাবে দুটি বিমান মুখোমুখি চলে এল, তা নিয়ে দিল্লি বিমানবন্দরের এয়ার ট্রাফিক কন্টোলের (এটিসি) ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। বিমান বন্দর সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার বিকেলে বিমানবন্দরের ২৯আর রানওয়ে থেকে টেক অফ করতে যাচ্ছিল ভিস্তারার দিল্লি-বাগডোগরা বিমান ভিটিআই৭২৫। ঠিক সেই সময়ই ২৯এল রানওয়েতে অবতরণ করছিল ভিস্তারার আহমেদাবাদ-দিল্লি ভিটিআই৯২৬ বিমান। এমন পরিস্থিতিতে দ্রুতগতিতে ছুটে আসা দুই বিমানের সংঘর্ষ একেবারে নিশ্চিত হয়ে পড়ে। বিষয়টি ভিটিআই৯২৬-এর মহিলা পাইলট সোনু গিলের নজরে আসায় তিনি দ্রুত এটিসি-কে জানান ।এরপরেই এটিসির তরফে বাগডোগরাগামী বিমানটিকে টেক অফ স্থগিত করার নির্দেশ দেওয়া হয়। বিমানবন্দর সূত্রের খবর, ঘটনার সময় দু’টি বিমানের দূরত্ব ছিল মাত্র ১,৮০০ মিটার। পাইলট তৎপর না হলে ঘটতে পারত বড় দুর্ঘটনা ।বিমানবন্দরের নিয়ম অনুযায়ী, একটি রানওয়েতে ল্যান্ডিং বা টেক অফের সময়ে অন্য কোনও বিমান চলাচল করে না। তা সত্ত্বেও কী করে একই রানওয়েতে দু’টি বিমানকে চলাচলের অনুমতি দেওয়া হল, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। ডিরেক্টরেট জেনারেল অফ সিভিল অ্যাভিয়েশন (ডিজিসিএ)-এর তরফে ঘটনাটি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

চন্দ্রাভিযানের সাফল্যে মমতার ধ্বণি ‘জয় হিন্দ’

কলকাতা, ২৩ আগস্ট (হি. স.) : চন্দ্রযান-৩-এর সাফল্যের পর আর জয় বাংলা নয়, সরাসরি জয় ভারত, জয় হিন্দ বললেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ।টুইটারে তিনি লিখেছেন, অবতরণে এর অসাধারণ সাফল্যকে অভিনন্দন! ইসরো! চাঁদে সফলভাবে একটি অন্বেষণ মিশন পাঠানোর ক্ষেত্রে আমাদের দেশের মহৎ কৃতিত্বের শুভেচ্ছা! আমাদের বিজ্ঞানীরা দেশের বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত অগ্রগতির সাক্ষ্য দিয়েছেন ।ভারত এখন মহাকাশের সুপার লিগে। অভিযানের সকল গর্বিত স্থপতি এবং অংশীদারদের আন্তরিক অভিনন্দন। আসুন আমরা মহিমান্বিত মুহূর্তটি উদযাপন করি এবং জ্ঞান ও প্রয়োগের সীমান্ত এলাকায় ভারতের আরও অগ্রগতির জন্য প্রার্থনা করি। জয় ভারত, জয় হিন্দ!

কেন্দ্রের উচিত হিমাচলের ধ্বংসলীলাকে জাতীয় বিপর্যয় ঘোষণা করা : কংগ্রেস

নয়াদিল্লি, ২৩ আগস্ট (হি.স) : হিমাচল প্রদেশে বৃষ্টি, বন্যা পরিস্থিতি ও ভূমিধসের ফলে সেখানে যে ধ্বংসলীলা হয়েছে তাকে জাতীয় বিপর্যয় ঘোষণা করতে কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করল কংগ্রেস ।হিমাচল প্রদেশের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক রাজীব শুক্লা বুধবার বলেন, হিমাচলের ইতিহাসে এইরকম ভয়ঙ্কর ধ্বংসলীলা এর আগে হয়নি। হিমাচলে এখনও পর্যন্ত ৩৩০ জন প্রাণ হারিয়েছেন এবং ১২ হাজার বাড়ি-ঘর ভেঙে গিয়েছে। মোট ১৩ হাজার কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে হিমাচলে। প্রায় ৭৫ হাজার পর্যটক এবং ১৭ হাজার যানবাহন ধ্বংসলীলায় আটকে পড়েছিল, তাদের ৪৮ ঘন্টার মধ্যে হিমাচল সরকার উদ্ধার করে ।তিনি আরও বলেন, উত্তরাখণ্ডের কেদারনাথে ধ্বংসলীলার সময় এবং গুজরাটের ভুজের ভূমিকম্পের সময় যে ত্রাণ প্যাকেজ দেওয়া হয়েছিল, সেইরকমই কেন্দ্রীয় সরকারের উচিত হিমাচল প্রদেশকেও ত্রাণ প্যাকেজ দেওয়া। সরকার এখন পর্যন্ত মাত্র ২০০ কোটি টাকা দিয়েছে, কিন্তু আমরা ১০ হাজার কোটি টাকা দাবি করছি।

াঙ্গন

সম্বলের জোড়া গোল, জুয়েলসকে হারিয়ে এ-ডিভিশন লীগ সূচনা ত্রিবেণী সংঘের

ত্রিবেণী সংঘ: ২(সম্বল-২)

জুয়েলস অ্যাসো:১(লালরুন)

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ আগস্ট।। দুরন্ত জয় ত্রিবেণী সংঘের। সম্বল চাকমার জোড়া গোল। দুই অর্ধে দুই গোল। প্রথমার্ধের গোলটি দ্বিতীয়ার্ধে প্রতিপক্ষ জুয়েলস শোধ করে খেলায় সমতা ফিরিয়ে আনলেও ফের সম্বলের গোলই জয়সূচক গোলের স্বীকৃতি পেয়েছে। ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশন আয়োজিত টেকনো ইন্ডিয়া চন্দ্র মেমোরিয়াল ফুটবল লীগ বুধবার থেকে উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে শুরু হয়েছে। ব্যর্থ জুয়েলসের আক্রমণ ভাগ। তার জন্য জয় পেলোনা জুয়েলস এসোসিয়েশন। অপরদিকে প্রথমার্ধের ইনজুরি টাইমে একটা সুযোগ পেয়ে সেটাই কাজে লাগায় ত্রিবেণী সংঘের সম্বল চাকমা। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে জুয়েলস অনেকটা আক্রমণাত্মক খেললেও সহজে ত্রিবেণী সংঘের ডিফেন্স ভাঙতে পারেনি। তবে খেলার ৫৬ মিনিটের মাথায় জুয়েলসের লালরুন তুলুঙ্গা গোলটি শোধ করে খেলায় সমতা ফিরিয়ে আনে। প্রায় ১৪ মিনিট খেলায় সমতা বিরাজ করলেও খেলার ৭০ মিনিটের মাথায় ত্রিবেণীর সুযোগ সন্ধানী স্ট্রাইকার সম্বল চাকমা ফের আরও একটি গোল করে দলকে ২-১ এ লীড এনে দেয়। পরবর্তী সময়ে দু-দলের মধ্যে পরস্পর বিরোধী আক্রমণ প্রতি আক্রমণ পরিলক্ষিত হলেও চতুর্থবারের মতো কেউ আর জালে বল গড়াতে পারেনি। তবে খেলার দুই অর্ধে জুয়েলস এসোসিয়েশনের পাঁচজন এবং ত্রিবেণীর একজনকে রেফারি হলুদ কার্ড দেখিয়ে সতর্ক করেন। উল্লেখ্য বিভিন্ন সংঘের আক্রমণাত্মক খেলায় প্রাপ্ত সুযোগ গুলো কাজে লাগাতে পারলে আরও দুটো গোল বেশি দিতে পারতো। ম্যাচ পরিচালনায় ছিলেন রেফারি আদিত্য দেববর্মা, বিপ্লব সিংহ, বিশ্বজিৎ দাস ও অরিন্দম মজুমদার। দিনের খেলা: লাল বাহাদুর ব্যয়ামাগার ও টাউন ক্লাব, বিকেল সাড়ে তিনটায়, উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে।

রাজ্য ভেটারেন্স টেবিল টেনিস

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ আগস্ট।। দুদিনব্যাপী রাজ্য উন্মুক্ত ভেটারেন্স টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতা শুরু ৯ সেপ্টেম্বর। এন এস আর সি সি-র টেবিল টেনিস হলঘরে হবে আসর। ৪০,৫০ এবং ৬০ উর্ধ- ওই ৩ বিভাগে হবে আসর। সিঙ্গেলস, ডাবলস বিভাগে হবে আসর। অছাড়া ৪০ উর্ধ বিভাগে হবে মিক্সড ডাসবসের খেলাও। আসরে অংশ নিতে ইচ্ছুকদের ২০০ টাকা এন্টি ফি সহ ৩১ আগস্টের মধ্যে এন্টি জমা দিতে বলা হয়েছে। এন্টি জমা দিতে হবে আশিষ চৌধুরি (৯৪৩৬৪৮৪৫৬২) বা জয়ন্ত মজুমদারের (৭০০৫৪২৭৪০২) কাছে। পশ্চিম জেলা টেবিল টেনিস সংস্থার সচিব শ্যামলী বনিক এক বিবৃতিতে এখবর জানিয়েছেন।

অনূর্ধ ২৩ বাছাইকৃত ৪২ জনকে নিয়ে ট্রায়াল ক্যাম্প শুরু ২৭শে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ আগস্ট।। সিনিয়র ক্রিকেটারদের ট্রায়াল ক্যাম্প চলছে। এদিকে, অনূর্ধ ২৩ পুরুষ ক্রিকেটারদের থেকে বাছাইকৃত ৪২ জনকে নিয়ে ট্রায়াল ক্যাম্প শুরু হচ্ছে ২৭ আগস্ট থেকে।

ট্রায়াল ক্যাম্পে ডাক পাওয়া ক্রিকেটাররা হলেন: শ্রীদাম পাল, সেন্টু সরকার, কিষান মুরাসিং, ঋতুরাজ দেবনাথ, সরাব সাহানি, সাহিল সুলতান, সন্দীপ সরকার, ইন্দ্রজিৎ দেবনাথ, কাজল সূত্রধর, অমিত আলী, পারভেজ সুলতান, আনন্দ ভৌমিক, চন্দন রায়, দীপ্তনু চক্রবর্তী, দ্বীপজয় দেব, রাজদ্বীপ দত্ত, তন্ময় দাস, তন্ময় ঘোষ, সৌরভ দাস, রিয়াজ উদ্দিন, বিজয় বিশ্বাস, অরিন্দম বর্মন, অভিজিৎ দেববর্মা, প্রলয় দাস, দুর্লভ রায়, দেবরাজ দে, শুভম সূত্রধর, নবারুণ চক্রবর্তী, রীব্রজিৎ দাস, আব্দুল কালাম, অর্কজিৎ দাস, আরমান হোসেন, অনিক পাল, শ্রাবণ গোস্বামী, করণ দে, শ্যামল বিশ্বাস, দীপেন বিশ্বাস, রোহিত ঘোষ, ঋতুরাজ ঘোষ রায়, শচীন শর্মা, সাহেল দেববর্মা, সৌরভ কর। সাপোর্ট পার্সনেল হলেন: চীফ কোচ রশ্মিরঞ্জন পরিদা, কোচ লিয়াকত আলি খান, বিশ্বজিৎ পাল, রাসুদেব দত্ত, ফিজিও সোহাগ চন্দ্র সাহা, রাজেন চৌধুরী, ট্রেনার রাকেশ প্যাটেল, অচিন্ত্য চক্রবর্তী। বাছাইকৃত সকলকে ২৭ আগস্ট বিকেল চারটায় এমবিবি স্টেডিয়ামে রিপোর্ট করতে টিসিএ-র সেক্রেটারি ইনচার্জ জয়ন্ত দে এক প্রেস বিবৃতিতে আহ্বান জানিয়েছেন।

জার্সি পেলো টাউনের ফুটবলাররা লীগে আজ লালবাহাদুরের মুখোমুখি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ আগস্ট।। জয়-পরাজয় বড় কথা নয়। লক্ষ্য রাজ্যবাসীকে ভালো খেলা উপহার দেওয়া। তা মাথায় রেখেই শেষ মুহূর্তে লড়াকু দল গড়লো ১৭ বারের সেরা দল টাউন ক্লাব। বৃহস্পতিবার লিগ অভিযান শুরু করছে টাউন। প্রথম প্রতিপক্ষ লালবাহাদুর ব্যায়ামাগার। রাজ্য ফুটবল সংস্থা আয়োজিত প্রথম ডিভিশন লিগ ফুটবলে। প্রায় ৬ লাখ টাকা বাজেটে ভিনরাজ্যের ৯ ফুটবলার সহ স্থানীয়দের নিয়ে দল গড়লো ময়দানের ঐতিহ্যবাহী ওই ক্লাবটি। মরশুমে টাউন ক্লাবকে নেতৃত্ব দেবেন জয় পাল। ডেপুটি হিসাবে থাকবেন সুবীর মন্ডল। বুধবার স্থানীয় একটি রেস্তোরায় সাংবাদিক সম্মলেন একথা জানান ক্লাব সভাপতি রতন সাহা। আসরে টাউন ক্লাবের কোচ নির্বাচিত হয়েছেন প্রাক্তন ফুটবলার রূপক মজুমদার। এবছর ক্লাবের জার্সি স্পনসর করেছে এম এল প্রাজা এবং এন টি সি সি-র কর্মধার বাদল সূত্রধর। ক্লাবের ফুটবলারদের শারীরিকভাবে সক্ষম করে তুলতে বড় ভূমিকা নিয়েছেন ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলের কোচ শুভেনজিৎ সিনহা, জানান ক্লাব সচিব রূপক সাহা। মাত্র ৫ দিনের অনুশীলন। ফলে দলের মধ্যে কিছুটা বোঝাপড়ার অভাব দেখা দিতে পারে মনে করছেন কোচ রূপক। তবে তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করছেন গোটা দলকে এক সুতোয় বাঁধতে। এবং ফুটবলারদের থেকে সেরা খেলাটা বের করে আনতে। সাংবাদিক সম্মেলনে এছাড়া উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা ফুটবল সংস্থার যুগ্ম সচিব তপন সাহা এবং সুব্রত দত্ত। টাউন দলের ফুটবলাররা হলেন: আকাশ ভগত, অমল বোরো, জয় দাস, জয় পাল (অধিনায়ক),রাহুল দাস, সলমন সর্দার, সৌরভ শীল, সুবীর মন্ডল (সহ অধিনায়ক),সুজিৎ সরণ, তুহিন দাস, রাজীব সিনহা, প্রণব সরকার, সঞ্জীব শীল, মনি ত্রিপুরা, ভি এল্টন ডার্লং, লাললন পুইয়া এবং মণীর হুসেন। কোচ : রূপক মজুমদার, ম্যানেজার; সুজিৎ শুক্ল দাস।

উদ্বোধনের পর স্পন্সরর ঘোষণা টেকনো ইন্ডিয়া লীগ ফুটবল শুরু

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ আগস্ট।।টেকনো ইন্ডিয়া চন্দ্র মেমোরিয়াল লীগ ২০২৩ এর উদ্বোধন হলো বুধবার। উমাকান্ত ময়দানে লীগের উদ্বোধনী ম্যাচে মুখোমুখি হলো ত্রিবেণী সংঘ ও জুয়েলস এসোসিয়েশন। ম্যাচে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মৎস দপ্তরের মন্ত্রী সুধাংশু দাস। সঙ্গে ছিলেন টি এফ এ-র পেট্রন রতন সাহা, সভাপতি প্রণব সরকার, সচিব অমিত চৌধুরী , উদ্বোধক প্রাক্তন ফুটবলার তথা কোচ সুজিত ঘোষ সহ অন্যান্যরা। অতিথিরা টি এফ এ-র পতাকা উত্তোলন করলেন। এরপর টি এফ এ-র তরফে পুষ্পস্তবক ও উত্তরীয় দিয়ে মন্ত্রীকে অভিবাদন জানালেন টি এফ এর সভাপতি। একে একে বাকি অতিথিদের ও বরণ করে নেয়া হলো টি এফ এর তরফে। বলে কিক করে টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করলেন প্রাক্তন ফুটবলার সুজিত ঘোষ। মন্ত্রী সুধাংশু দাসও তিন কাঠিতে কিক নিলেন। দুবারই গোল করতে সক্ষম হলেন মন্ত্রী বাহাদুর। উল্লেখ্য, বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে ঘরোয়া চন্দ্র মেমোরিয়াল প্রথম ডিভিশন ফুটবল টুর্নামেন্টের সূচনা হলেও স্পন্সরর হিসেবে টেকনো ইন্ডিয়া নিশ্চিত হতে কিছুটা দেরি হয়েছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর উদ্বোধনী ম্যাচ চলাকালীন সময়ে টিএফএ-র সচিব এ-ডিভিশন লিগ ফুটবল টুর্নামেন্টের মুখ্য স্পন্সরর হিসেবে টেকনো ইন্ডিয়ার নিশ্চয়তার কথা মৌখিকভাবে জানিয়ে টুর্নামেন্টের শিরোনাম টেকনো ইন্ডিয়া চন্দ্র মেমোরিয়াল লীগ ফুটবল- এর কথা উল্লেখ করতে জানান।

অ্যাথলেটিক্স, সাঁতার জুডোর রাজ্য স্কুল স্তরের প্রতিযোগিতা শুরু ৯ই

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ আগস্ট।। তিনটি আইডেন্টিফাইড গেমস অ্যাথলেটিক্স, সাঁতার এবং জুডো ইভেন্টের রাজ্য স্কুল স্তরের প্রতিযোগিতা শুরু হচ্ছে ৯ সেপ্টেম্বর থেকে। এ নিয়ে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে। রাজ্য যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া দপ্তরের উদ্যোগে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। অ্যাথলেটিক্স ইভেন্ট হবে কমলপুরে। সাঁতার প্রতিযোগিতা হবে বাধার ঘাটে রাইমা সুইমিংপুলে। জুডো ইভেন্টের প্রতিযোগিতা হবে পানিসাগরে। প্রতিটি ইভেন্টে বালক বালিকা উভয়-বিভাগে অনূর্ধ ১৪, অনূর্ধ ১৭ এবং অনূর্ধ ১৯ তিনটি বয়স ভিত্তিক বিভাগে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। অ্যাটলেটিক্স প্রতিযোগিতা ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া দপ্তরের কমলপুর সাব ডিভিশনাল অফিস। অ্যাথলেটরা ৯ সেপ্টেম্বর দুপুরের আগে প্রতিযোগিতা স্থলে রিপোর্ট করবে। ৯ থেকে ১১ সেপ্টেম্বর প্রতিযোগিতা হবে ধলাই জেলার কমলপুরে। সাঁতার প্রতিযোগিতা ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে রয়েছে যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া দপ্তরের পশ্চিম জেলা অফিস। সাঁতারুরা ৯ সেপ্টেম্বর দুপুরের আগে প্রতিযোগিতা স্থলে রিপোর্ট করবে। ৯ থেকে ১১ সেপ্টেম্বর দশরথ দেব স্টেট স্পোর্টস কমপ্লেক্স এ রাইমা সুইমিংপুলে সাঁতার প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। জুডো প্রতিযোগিতার দায়িত্ব সামলাবে যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া দপ্তরের উত্তর জেলা অফিস। জুডোকারা ১৩ সেপ্টেম্বর দুপুরের আগে প্রতিযোগিতা স্থলে রিপোর্ট করবে। ১৩ থেকে ১৫ সেপ্টেম্বর উত্তর জেলার পানিসাগরে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে।

ফুটবল মাঠের আইন ভাঙলেন ত্রিবেণীর কোচ রাজু লামা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ আগস্ট।।প্রথম ম্যাচ। টেনশনে মাঠের মধ্যেই চলে গেলেন ত্রিবেণীর কোচ রাজু লামা। ম্যাচ চলাকালীন আচমকা তার মাঠে প্রবেশকে ঘিরে উঠলো একাধিক প্রশ্ন। অবশেষে জয়ী হলো ত্রিবেণী সংঘ। হাফ ছেড়ে বাঁচলেন রাজু লামা। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তার মাঠে প্রবেশের বিষয়টি নিয়ে বললেন, টেনশনে তিনি এরকম করে ফেলেছেন। তবে যেটা করেছেন তা কিন্তু মোটেও ঠিক হয়নি বলে আফসোস করলেন রাজু লামা। দল নিয়ে জানতে চাওয়া হলে বললেন, চার পাচঁ দিনের প্র্যাকটিসে মাঠে নামলো ফুটবলাররা। কিছুটা জড়তা রয়েছে। যা আগামী দিনে কাটিয়ে উঠা যাবে। তবে গোল ব্যবধান আরো বাড়তে পারতো বলেই দাবি করলেন তিনি। এদিকে জুয়েলস এসোসিয়েশনের কোচ আবু তাহের বললেন, রাখালের একটা ম্যাচ খেলার পর আবার এ ডিভিশনে নামলো দল। সময়টা অনেক। তাই ফুটবলারদের মধ্যে জড়তা কিছুটা রয়েছে। তবে আরো ম্যাচ আছে,সেগুলোতে কাম ব্যাক করার চেষ্টা করবে দল।

N OTICE

As per provision of Wildlife (protection) Act, 1972 and Judgment & Order passed by the Hon'ble High Court of Tripura in W.P (C) (PIL) No. 17 of 2022 on 07.11.2022 the following captive elephants in private possession will be taken up for issuing of Provisional Ownership Certificate in first phase in the name of the corresponding persons as given in column no. 5.

Sl. No.	Name of the Elephant	Sex	Microchip ID No.	Name of the Claimant of Ownership
1.	Kanchanmala	F	000805C8C1	Md. Farid Uddin Ahmed, S/o- Lt. Haji Samsuddin, Irani, Hiracherra, Kailashahar, Unakoti Tripura.
2.	Kanchanmala	F	0008047938	Md. Hamid Ulla, S/o- Lt Hatim Ulla, Deoracherra, Kailashahar, Unakoti Tripura.
3.	Kiranmala	F	00080440BE	Md. Jahur Uddin, S/o- Lt. Haji Habib Uddin, Irani, Kailashahar, Unakoti Tripura.
4.	Laxmimala	F	0007F24D95	Md. Gias Uddin Ahmed, S/o- Lt. Haji Samsuddin, Irani, Hiracherra, Kailashahar, Unakoti Tripura.
5.	Pratima	F	0008061B31	Md. Jahur Uddin, S/o- Lt. Haji Habib Uddin, Irani, Kailashahar, Unakoti Tripura.
6.	Dhonmala	F	0006585FA8	Md. Junab Ali, S/o- Arjan Ali of Depacherra, Kailashahar, Unakoti Tripura.
7.	Ful Begam	F	0006B74328	Md. Aktar Ali, Lt. Masuk Ali, Bangaon, Ichabpur, Kailashahar, Unakoti Tripura.
8.	Fulmala	F	00080492A1	Md. Maya Mia, S/o- Badsha Mia of Rangauti, Kailashahar.
9.	Gurur Prasad	M	961001000002505	Md. Mohabub Ahmed, S/o- Lt. Haji Safik Miah, East Yeazekhowra, P.O. Babur Bazar, Irani, Kailashahar, Unakoti Tripura.
10.	Joyshree	F	000658FF96	Shri Churamoni Debnath, S/o- Lt. Mohan Chandra Debnath, Bhagabannagar, Kailashahar, Unakoti Tripura.
11.	Manikmala	F	00080497D6	Md. Aftab Uddin, S/o- Lt. Md. Jahir Uddin, Srinathpur, Kailashahar, Unakoti Tripura.
12.	Monmoti	F	00068732CF	Md. Liakat Ali, S/o Idris Ali, Depacherra, Kailashahar, Unakoti Tripura.
13.	Rabilal	M	000806249D	Md. Mofik Ali, S/o- Lt. Innus Ali of Bongaon, Kailashahar.
14.	Fulmoti	F	00065900EF	Md. Nur Uddin Irani, S/o- Lt. Hazi Habib Uddin, Irani, Kailashahar, Unakoti Tripura.
15.	Janmoni	F	0008047E3D	Md. Dilwar Hussain, S/o- Abdul Sattar of Irani, Kailashahar, Unakoti Tripura.
16.	Jaymala	F	0006584E7B	Md. Chhadik Choudhury, S/o- Lt. Abdul Nur Chowdhury Kacharghat, Kailashahar Unakoti Tripura
17.	Kajal	F	000804427D	Md. Fakru Mia, S/o- Lt. Haji Safik Miah, East Yeazekhowra, P.O. Babur Bazar, Irani, Kailashahar, Unakoti Tripura.
18.	Kanchanmoni	F	0007F24B91	Md. Ajijur Rahaman, S/o- Lt. Rakmat Ullah, Deoracherra, Kailashahar, Unakoti Tripura.
19.	Lakhi	M	0006591D59	Md. Dilwar Hussain, S/o- Abdul Sattar of Irani, Kailashahar, Unakoti Tripura.
20.	Laxmi	F	0006CCF492	Shri Sudhir Ranjan Nath, S/o- Lt. Surendra Nath, Dewanpasa, Dharmanagar, North Tripura.
21.	Rubi Begam	F	0006B710E7	Md. Dilwar Hussain, S/o- Abdul Sattar of Irani, Kailashahar, Unakoti Tripura.
22.	Sundarmoni	F	0006CDD994	Md. Nurul Islam Hakim, S/o- Sams Uddin, Depacherra, Paticherra, Irani, Kailashahar, Unakoti Tripura.
23.	Fulkumari	F	0008047AE0	Md. Bhar Uddin, S/o- Haji Kurpan Uddin, Irani, Kailashahar, Unakoti Tripura.
24.	Golapi	F	000647DBFD	Md. Hazi Abdul Jabbar, S/o- Lt Watir Ali, Saikaibari, Dharmanagar, North Tripura.
25.	Golap Koli	F	0008049A4C	Md. Abdul Hakim, S/o- Lt. Irshad Ali, East Batarasi, Dharmanagar, North Tripura.
26.	Lakhimala	F	00080493AA	Md. Madarish Ali, S/o- Lt. Mahammad Hanif, Irani, Kailashahar, Unakoti Tripura.
27.	Laxmi	F	0008061D15	Md. Jahir Uddin, S/o- Lt. Sarafath Ulla, Irani, Kailashahar, Unakoti Tripura.
28.	Mannimala	F	0007F24E2B	Md. Kutub Ali, S/o- Lt. Masid Ali, Premtala, Dharmanagar, North Tripura.
29.	Maynamati	F	0007F24B6C	Md. Jahir Uddin, S/o- Lt. Haji Habib Uddin of Irani, Kailashahar, Unakoti Tripura.
30.	Rajmala	F	0006CDBAF8	Md. Abdul Basar, S/o- Lt. Md. Haji Kurpan Ulla, Sakaibari, Dharmanagar, North Tripura.
31.	Maniklal	M	0006590F82	Md. Abdul Shamim, S/o- Abdul Hai, Irani, Kailashahar, Unakoti Tripura.
32.	Lakhimala	F	000647C6C9	Md. Arjan Ali, S/o- Lt. Haji Sajid Ulla of Depucherra, Kailashahar, Unakoti Tripura.
33.	Madan Kumar	M	0007F24C86	Md. Nihar Uddin, S/o- Lt. Haji Kurpan Uddin of Irani, Kailashahar, Unakoti Tripura.
34.	Madhumala	F	0008048080	Md. Haji Kurpan Uddin, S/o- Lt. Fakar Uddin, Irani, Kailashahar, Unakoti Tripura.
35.	Samlal	M	0007F250B1	Md. Haji Kurpan Uddin, S/o- Lt. Fakur Uddin, Irani, Kailashahar, Unakoti Tripura.
36.	Purnima	F	0008047AB8	Md. Abdul Jalil, S/o- Lt. Alkas Miah of Rabindranagar, Sonamura, Sepahijala District.

Any person having any form of objection in any of the individual elephant in the aforesaid list is requested to contact DCF (Wildlife), O/o the PCCF (T), Room No. 404 of Aranya Bhavan, Gorkhabasti, Agartala in person with original documents in support of the objection within two weeks from the date of issue.

Sd/-
Pravin Agrawal, IFS
APCCF & Chief Wildlife Warden
Tripura

ICA/D-837/23

PNIT NO: 14/ePNIT/EE/AMP/G/2023-24, Dated-21/08/2023

The Executive Engineer, RD Amarpur Division, Amarpur. Gomati District, Tripura invites e-Tender from eligible bidders upto 3.00 PM of 31/08/2023 for 3 (Three) nos | work Tender. For details visit website- https://tripuratenders.gov.in or contact through e-mail eedamarpurdivisionégmail.com. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

Executive Engineer
RD Amarpur Division

ICA/C-1974/23

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO- e-PT-14/EE/RDUD/G/2023-24 DATED-17/08/2023

On behalf of the 'Governor of Tripura The Executive Engineer, R.D Udaipur Division, Udaipur ,Gomati 0 15.00 Hrs on 30/08/2023 for the following District invites percent@gerate e-tender from the eligible Bidders up t
work-
1. Minor repair and Repainting of Gomati Zila Parishad Office Building complex, Udaipur, Gomati District.
For details visit website https://tripuratenders.gov.in and contact by e-mail to rdud.division@gmail.com. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

ICA/C-1972/23

Executive Enigneer
R.D. Udaipur Division
Gomati District, Tripura.

PRESS NOTICE INVITING TENDER (PNIT)

On behalf of the Director, Tripura Fire & Emergency Services Deptt. the under-signed invites sealed price tender from bonafide Workshops for "Repairing & Maintenance of Water Tender (TATA-709 & TATA -1109) of Tripura Fire & Emergency Services" as per given Specifications, Terms & Conditions laid down in DNIT.
1. The sealed Tender shall be dropped in the Tender Box at Directorate of Fire & Emergency Services, Agartala up to 3 PM on 30.08.2023 and shall be opened in the same day if possible.
2. Tender form is to be downloaded from the website https://tripura.gov.in and https://fireservice.tripura.gov.in by eligible bidders.
3. This notice is only to provide most preliminary information to the interested bidders. The copy of the DNIT may be inspected and collected from the Office of the undersigned up to 29.08.2023 (office date and hour only).

Joint Director
Fire & Emergency Services,
Tripura :Agartala.

ICA/C-1966/23

NOTICE INVITING e-TENDER

PNIe-T N0. 48/EE/PNIe-T/MECH.DIVN/AGT/2023-24 Dated : 18/08/2023

The Executive Engineer, Mechanical Division, PWD, Agartala on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online item rate e-tender in single bid system from **Original Equipment Manufacturer (OEM) of Lift/ Original Equipment Manufacturer (OEM) authorized service provider or the firm having license/authorization issued by Government for maintenance of lifts or any reputed firm having specified experience in maintenance of lifts** for the following work:-

SL.NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID
1	**Comprehensive Annual Maintenance Contract (CAMC) for 01 (One) No. 20 Passenger's Capacity, Passenger Elevator (Johnson make) up to G+2 level for 2(two) years at Old IGM Hospital Building, Agartala, West Tripura.** DNIeT No. 32/EE/DNIeT/MECH.DIVN/AGT/2023-24.	₹ 4,06,392.00	₹ 8,128.00	02(Two) years	Up to 15.00 Hrs on 06/09/2023.	At 15.30 Hrs on 06/09/2023.

Note: The bid forms and other details including **online activities should be done** in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in

Executive Engineer
Mechanical Division, PWD
Agartala

ICA/C-1963/23

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

চাঁদে চন্দ্রযান-৩'র সফল অবতরণে মুখ্যমন্ত্রীর অভিনন্দন

আগরতলা, ২৩ আগস্ট।। চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে চন্দ্রযান-৩'র সফল অবতরণে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা ইসরোর বৈ'ানিক ও কর্মীদের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন। শুভেচ্ছাবার্তায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'ভারতীয় সময় সন্ধ্যা ৬টা ৪ মিনিটে চন্দ্রযান-৩ চাঁদের মাটি স্পর্শ করেছে। এই ঐতিহাসিক মুহূর্ত দেশ ও রাজ্যবাসীকে গর্বিত করেছে। আজ ভারতবাসীর কাছে আনন্দ ও গর্বের দিন। এই দিনটির জন্য ইসরোর বৈজ্ঞানিক ও কর্মীগণ কয়েক বছর ধরে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির উৎসাহ দেশবাসীর কাছে আজ এই সাফল্যের দিনটি নিয়ে এসেছে।' মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যবাসীর পক্ষ থেকেও ইসরোর বৈ'ানিক ও কর্মীদের অভিনন্দন জানিয়েছেন।

নেশার জন্য টাকা চুরি করতে গিয়ে ধৃত যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ আগস্ট।। নেশার টাকার জন্য টাকা চুরি করতে গিয়ে হাতেনাতে ধারা পড়ল উচ্চ শিক্ষিত যুবক। ঘটনা বুধবার সকালে গোলাঘাটি বাজার সংলগ্ন এলাকায়। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, গোলাঘাটি বাজার সংলগ্ন এলাকায় কানন সিং-এর দোকানের ক্যাশ বাক্স থেকে নগদ টাকা চুরি করতে গিয়ে হাতেনাতে ধরা পরে এলাকারই এক উচ্চ শিক্ষিত যুবক।পরে ধৃত যুবককে তুলে দেওয়া হয় টাকারজলা থানার পুলিশের হাতে। ধৃত যুবকের নাম টোটন দাস। ধৃত যুবক স্বীকার করে সে নেশার টাকার জন্য দোকান থেকে টাকা চুরি করেছিল। দোকান মালিক কানন সিং জানান তিনি দোকানে ছিলেন না। সেই সময় এই যুবক দকানের ক্যাশ বাক্স থেকে টাকা চুরি করে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। তখন ওনার মেয়ে ও স্ত্রী এই যুবককে আটক করতে সক্ষম হয়।

বগাফা কৃষি দপ্তরের উদ্যোগে চাষীদের মধ্যে মধু পোঁকার বাক্স প্রদান

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ২৩ আগস্ট।। কৃষকদের আয় দ্বীগুন করার লক্ষ্যে কাজকরে যাচ্ছে রাজ্যসরকার। রাজ্যসরকারের এই উদ্দ্যেশ্যকে সাফল্যমন্ডীত করতে কাজকরেযাচ্ছে বগাফা কৃষিদপ্তরের তত্বাবধায়কষ সুজিত কুমার দাস। তত্বাবধায়ক সুজিত কুমার দাসের বদলির আদেশ বের হলেও তিনি কৃষকদের উন্নয়নে কাজকরে যাচ্ছেন। বগাফা কৃষি দপ্তরের অধীনে থাকা কৃষকদের আয় দ্বীগুন করতে তিনি সর্বদা মাঠে গিয়ে কৃষকদের পরামর্শ প্রদানকরছেন। তিনি আর হাতে গুনা কয়েকদিন বগাফা কৃষি দপ্তরের দায়িত্বে থাকবেন। এরইমধ্যে শান্তির বাজার মহকুমার কৃষকদের আয় দ্বীগুন করারলক্ষ্যে আজ কৃষি দপ্তরের কার্যালয়ে মধু পোঁকা চাষীদের নিয়ে কিভাবে মধু পোঁকা চাষ করাযায়ও কিভাবে মধুসংগ্রহ করতেহয় তানিয়ে বিশেষ কর্মশালা অনুষ্ঠীত করাহয়। আজকের এই কর্মশালা শেষে মধুপোঁকা চাষীদের মধ্যে পোঁকা পালনের জন্য বাক্স প্রদান করাহয়। তারপাশাপাশি মধু পোঁকা পালনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকারের কৃষিজ সামগ্রী শষ্য, তীল চাষের জন্য প্রত্যেক বেনিফিসারীকে দুই হাজার টাকা প্রদানকরাহবে।

ক্রান্তিবীর সঙ্গীতানুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী ইতিহাসকে ভুলে গেলে চলবেনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ আগস্ট।। সবাইকে নিয়ে আমরা কাজ করতে চাই। সবাইকে সম্মান জানানো আমাদের লক্ষ্য। আজ সন্ধ্যায় রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে '৭৫ সীমান্ত গ্রাম, ক্রান্তি বীরো কে নাম' শীর্ষক কর্মসূচিতে সমাপনী পর্বের ক্রান্তিবীর সঙ্গীতানুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষনে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। তিনি বলেন, ইতিহাসকে ভুলে গেলে চলবেনা। দেশের জন্য যাঁরা প্রাণ দিয়েছেন তাঁরা কেউ পদের জন্য লালায়িত ছিলেননা। তাঁদের আত্মত্যাগের জন্যই দেশ স্বাধীন হয়েছে। দেশ ও রাজ্যের বর্তমান সরকার এই স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সম্মান জানানোর জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করছে। '৭৫ সীমান্ত গ্রাম, ক্রান্তি বীরো কে নাম' অনুষ্ঠান এই কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবেই পালিত হয়েছে। দেশের জন্য যাঁরা লড়াই করেছেন তাঁদের প্রতি গ্রাম থেকে খুঁজে বের করা সহজ বিষয় নয়। প্রধানমন্ত্রীর দেখানো পথের জন্যই তাঁদের সম্মান জানানো সম্ভব হয়েছে। দেশাত্মবোধক ভাবনায় ভাবিত হয়ে সামনের দিকে এগিয়ে চলার উপর গুরুত্বারোপ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, দেশ শক্তিশালী না হলে অনেক কিছুই করা যাবে না। এ বিষয়টি সবাইকে উপলব্ধি করে ঐক্যবদ্ধ ভাবে চলা উচিত। তিনি বলেন, দেশ মাত'কার হয়ে যারা লড়াই করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেত'ত্বে তাঁদের যথাযথভাবে সম্মান জানানো হচ্ছে। দেশের বর্তমান প্রজন্ম যাতে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সম্পর্কে ভালভাবে অবহিত হতে পারেন সেজন্য নেওয়া হচ্ছে একের পর এক কর্মসূচি। গত বছর থেকে শুরু হয়েছে হর ঘর তিরঙ্গা অনুষ্ঠান।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রযান-৩ মসৃণভাবে চাঁদে অবতরণ করায় বি'ানী ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে রাজ্যবাসীর পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানান। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আজ অত্যন্ত আনন্দের দিন। নতুন ইতিহাস রচনা হয়েছে। আমরা সবাই এই দিনটির জন্য উৎকণ্ঠার সঙ্গে তাকিয়ে ছিলাম। আজকের এই দিনটির জন্য ইসরোর বি'ানীদের মুখ্যমন্ত্রী অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, তাঁরা সবাই দেশবাসীকে গর্বিত করেছেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে এজন্য অভিনন্দন জানিয়ে তিনি বলেন, তাঁর অনুপ্রেরণায় বিষয়টি সুচারুভাবে সম্পন্ন হয়েছে। এ প্রসঙ্গে কোভিড সময়কালের বিষয় উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সেসময়ও প্রধানমন্ত্রী সমগ্র দেশবাসীকে অভয় দিয়ে বলেছিলেন আমাদের দেশের বি'ানীরা সহসাই এর প্রতিষেধক আবিষ্কার করবেন। বাস্তবে হয়েছেও তাই। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজ্যভিত্তিক সাংস্ক'তিক উপদেষ্টা কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান সুব্রত চক্রবর্তী '৭৫ সীমান্ত গ্রাম, ক্রান্তি বীরো কে নাম' কর্মসূচির ভূয়সী প্রশংসা করেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন তথ্য ও সংস্ক'তি দপ্তরের সচিব ড. প্রদীপ চক্রবর্তী। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম জেলার জেলাশাসক দেবপ্রিয় বর্ধন। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন তথ্য ও সংস্ক'তি দপ্তরের অধিকর্তা বিম্বিসার ভ-াচার্য। অনুষ্ঠানে প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের পুরস্ক'ত করা হয়। তাদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা। অনুষ্ঠানে রাজ্যের প্রতিথযশা শিল্পীগণ মনো' সাংস্ক'তিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন। ক্রান্তিবীর সংগীতানুষ্ঠানের সূচনা হয় রবিসুধার শিল্পীদের ৭৫ কণ্ঠে দেশাত্মবোধক সংগীতের মধ্য দিয়ে।

পানীয় জলের দাবিতে রাস্তায় নামল মহিলারা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ আগস্ট।। পানীয় জলের দাবিতে রাস্তায় নেমে বিক্ষোভে সামিল হয় মহিলারা। মহিলাদের বিক্ষোভের জেরে নাকাল হতে হয় স্কুল, কলেজ পড়ুয়া ছাত্রছাত্রী সহ যান চালক এবং সাধারণ মানুষদের। ঘটনা বুধবার খাসিয়ামঙ্গল এলাকায়। গত তিন দিন ধরে সংশ্লিষ্ট এলাকাতে পানীয় জল সরবরাহ বন্ধ হয়ে রয়েছে।

জানা গেছে এলাকায় আন্ডারগ্রাউন্ড বিদ্যুৎ লাইন সম্প্রসারণের কাজ করার সময় পানীয় জল সরবরাহের পাইপ কেটে যাওয়ার ফলে এই সমস্যা সৃষ্টি হয়। কিন্তু তিন দিন অতিক্রান্ত হতে চললেও সেই পাইপ সংস্কার করে সংশ্লিষ্ট এলাকায় জল সরবরাহ করার ব্যাপারে কোন ব্যাবস্থা গ্রহণ করা হয়নি বলে অভিযোগ। তাই তারা আন্দোলনের শামিল হয়েছে। পরবর্তী সময়ে প্রশাসনিকভাবে আশ্বাস পেয়ে পরিস্থিতি শান্ত হয় বলে জানা যায়।

এডিসি দিবসকে সামনে রেখে মাঠে নামল খোয়াই জেলা কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ আগস্ট।। এডিসি দিবস কে সামনে রেখে কল্যাণপুর থানাধীন জনজাতি এলাকা লক্ষীচরণ পাড়াতে কংগ্রেস কে উজ্জীবিত করার চেষ্টা করলেন খোয়াই জেলা কংগ্রেস সভাপতি শব্দ কুমার জমাতিয়া। প্রথমে জাতীয় পতাকা ও পরে দলীয় পতাকা উত্তোলন এর পর উপস্থিত সকলে প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর প্রতিকৃতিতে ফুল মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানান। বক্তা দের বক্তব্যে বারবার ভেসে ওঠে এডিসি গঠনে ইন্দিরা গান্ধীর ভূমিকার কথা। কংগ্রেস এর জেলা সভাপতি শব্দ কুমার জমাতিয়া বলেন ইন্দিরা গান্ধী না থাকলে ত্রিপুরার জনজাতিদের আজও আরও ভুগতে হতো। ষষ্ঠ তফশীল মোতাবেক তিনি ১৯৮৪ সালের ২৩ আগস্ট ত্রিপুরা এডিসির আইন পাস করেন সংসদে। তাই তার অবদান কোন দিন ভোলার নয়। শব্দ বাবু বলেন আগে যুব সমিতি ষষ্ঠ তফশীল পালন করতো কিন্তু ইন্দিরাজীর প্রতিকৃতিতে কোন ফুল মালা দিয়ে তাকে স্মরণ টুকুও করতো না। তিনি বলেন এটা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে এডিসি গঠনের পর থেকে আজ অব্দি কংগ্রেস খুমলুঙ এর ক্ষমতা দখল করে সরকার গরতে পারে নি। কিন্তু এখন সময় এসেছে প্রত্যেক কংগ্রেস কর্মীর শপথ নেবার যে আগামী দিনে নির্বাচন এর মাধ্যমে গণতান্ত্রিক ভাবে এডিসি দখল করে সরকার গঠন করার। তিনি বলেন তিনটি রাজ্যের জনজাতি দের জন্য একটি ঐতিহাসিক দিন। কিন্তু তিনি ক্ষোভের সাথে বলেন রাজ্যে এডিসি গঠনের পর থেকে যারাই এর ক্ষমতায় গেছেন কেও ইন্দিরাজির স্বপ্ন পুরণ করতে পারেন নি। এডিসি কে এতো ক্ষমতা দেবার পড়েও কোন উন্নয়ন মূলক কাজ হয় নি এডিসি ভুক্ত এলাকার জনগণের স্বার্থে। জেলা কংগ্রেস সভাপতি শব্দ কুমার জমাতিয়া বলেন ষষ্ঠ তফশিলে পঞ্চায়েতী রাজ নেই। অর্থাৎ এখানে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত এর মতো কিছুই নেই। কিন্তু তার প্রয়োজন আছে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ করতে। এডিসি ভিলেজ, সাব জোনাল, জোনাল নিয়ে ত্রিস্তর ব্যবস্থা হতেই পারে। এই নিয়ে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ডক্টর মনমোহন সিং ১২৫ তম সংবিধান সংশোধন করে একটি আইন প্রণয়ন করার চেষ্টা করেছিলেন। রাজ্যের এডিসি যে একমাত্র কংগ্রেস এরই মস্তিস্কপ্রসূত তা সকলেই বলেন সভায়। স্লোগান ওঠে প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী কে স্মরণ করে। এই সভায় অন্যান্য দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেস সদস্য দিলীপ দেববর্মা, তরুণ যুবা নেতা প্রদ্যুৎ ভট্টাচার্য, কার্তিক দেবনাথ, তরণী দেববর্মা প্রমুখ। এদিনের সভায় জনজাতি দের উপস্থিতি ছিলো বেশ উল্লেখ যোগ্য।

চাকরি কেলেঙ্কারি, তালা ঝোলালো অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারে

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৩ আগস্ট।। চাকরি কেলেঙ্কারির অভিযোগ তুলে অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারে তালা ঝুলিয়ে দিল গ্রামবাসী। ঘটনা চড়িলাম ব্লকের অন্তর্গত রংমালা পশ্চিম দুরন্ত পাড়ার অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারে। জানা যায়, বুধবার সকালে চড়িলাম ব্লকের অন্তর্গত রংমালা পশ্চিম দুরন্ত পাড়া অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারে শর্মিলা দেববর্মা দীর্ঘ পাঁচ বছর যাবৎ সহযোগী হিসেবে কাজ করছিলেন। জানা যায় মৃত মঞ্জুরানী দেববর্মা দুরন্ত পাড়া অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারের জন্য নিজের জমি দিয়েছিলেন।

যার পরিবর্তে মঞ্জুরানী দেববর্মাকে সেই অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারে সহকর্মী হিসেবে চাকরি দেওয়া হয়েছিল। গত পাঁচ বছর পূর্বে মঞ্জুরানী দেববর্মার মৃত্যুর পর তার মেয়ে শর্মিলা দেববর্মা হেল্পার হিসেবে সেই অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারে চাকরি করে আসছিলেন। কিন্তু বুধবার থেকে শর্মিলা দেববর্মার অজান্তেই সে সেন্টারে কিরণমালা দেববর্মা নামে নতুন একজন সহযোগীকে নিয়োগ করেছেন পরিচালন কমিটি। তারপর এদিন শর্মিলা দেববর্মা এলাকাবাসী অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারে চাকরির কেলেঙ্কারির অভিযোগ তুলে সেন্টারে তালা ঝুলিয়ে দেয়। পাশাপাশি যতক্ষণ না পর্যন্ত তার সুষ্ঠু তদন্ত হবে ততক্ষণ পর্যন্ত অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারে তালা ঝুলানো থাকবে বলে জানান শর্মিলা দেববর্মা। ঘটনার খবর পেয়ে ছুটে আসে বিশ্রামগঞ্জ থানার পুলিশ। জেলা সমাজ শিক্ষা আধিকারিক উত্তম কুমার দাসের সঙ্গে আলোচনা করবেন বলে জানান বিশ্রামগঞ্জ থানা পুলিশ। তবে অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারের তালা দেওয়া নিয়ে গোটা গ্রামের মানুষ একত্রিত হয়ে যায়। কারণ সহযোগী হিসাবে প্রথম দাবিদার শর্মিলা দেববর্মা। কি করে রংমালা ভিলেজ এমন একটা সিদ্ধান্ত নেয় যা ভেবে পাচ্ছে না শর্মিলা সহ গ্রামের মানুষ। পাঁচ বছর ধরে শর্মিলা এই অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারে সহযোগী হিসেবে কর্মরত আছেন। সবকিছু জেনে শুনে বুঝে কেন কিরণমালা দেববর্মাকে সহকর্মী পদে নিয়োগ করা হলো সেটাই বুঝে উঠতে পারছেন না এলাকাবাসী সহ শর্মিলা দেববর্মা। শর্মিলা সহ গ্রামের মানুষের দাবি শর্মিলাকে অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারের সহকর্মী পদে নিয়োগ করতে হবে।

শ্বশুরবাড়ির নির্যাতনে হাসপাতালে গৃহবধূ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২৩ আগস্ট।। স্বামীর বাড়ির অত্যাচারে গুরুতর আহত হয়ে কৈলাসহর উনকোটি জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন এক গৃহবধূ। জানা যায় যে বিগত ১২ বছর পূর্বে চন্ডিপুর বিধানসভা কেন্দ্রের অধীনে মুসলিম পল্লী ২ নং ওয়ার্ড এলাকার বাসিন্দা ফরিদ মিয়ার মেয়ে সুরজান বেগমের সাথে পূর্ব দুর্গাপুর ১৭ নং ওয়ার্ড এলাকার বাসিন্দা নাসির আলীর সাথে বিবাহ হয় বর্তমানে ওদের সংসারে তিনটি কন্যা সন্তান বর্তমান অভিযোগ প্রায় সময়ও তাদের সংসারে অশান্তি লেগে থাকত অভিযোগ গতকাল সন্ধ্যাবেলা কোন এক কারণে নাসির আলী এবং তার পরিবার মিলে সুরজান বেগমকে বিছানার সাথে গামছা দিয়ে বেধে বেধড়ক মারপিট চালায় যার ফলে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে স্ত্রী সুরজান বেগম তার পর স্থানীয়রা চিৎকার চেঁচামেচি শুনে সুরজান বেগমের বাপের বাড়িতে খবর পাঠালে বাপের বাড়ির লোকেরা এসে নাসির আলীর বাড়িতে নাকি প্রবেশ করার সময় বাধার সম্মুখীন হয় পরবর্তীকালে সুরজান বেগমের পিতা স্থানীয় মাতব্বরদের সাহায্যে নাসির আলীর বাড়িতে প্রবেশ করে গুরুতর আহত সুরজান বেগমকে অজ্ঞান অবস্থায় ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য কৈলাশহর উনকোটি জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসে বর্তমানে সুরজান বেগম আশঙ্কাজনক অবস্থায় কৈলাশহর উনকোটি জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন উক্ত বিষয় নিয়ে গতকাল রাত কৈলাশহর মহিলা থানায় সুরজান বেগমের পিতা ফরিদ মিয়া নাসির আলী সহ মোট চারজনের বিরুদ্ধে একটি লিখিত আকারে অভিযোগ দায়ের করেন পুলিশ এমর্মে তদন্ত শুরু করেছে।

উপনির্বাচনে দুই কেন্দ্রেই বিজেপির জয়, আশাবাদী শাহ আলম

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৩ আগস্ট।। বুধবার দুপর ১টায়, ত্রিপুরা রাজ্যের বিজেপি সংখ্যালঘু মোর্চার রাজ্যে সভাপতি মো:শাহআলম মিয়া তরফে বিশালগড় প্রেস ক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলন আয়োজন করা হয়।এই সাংবাদিক সম্মেলনের মধ্যে দিয়ে বিজেপি সংখ্যালঘু মোর্চার রাজ্য সভাপতি মো:শাহআলম মিয়া, রাজ্যের বর্তমান কেন্দ্র এবং রাজ্যের বর্তমান বিজেপি সরকারের উন্নয়নমূলক দিকগুলো তুলে ধরেন এবং দেশের অগ্রগতি এবং উন্নতির জন্য বিজেপি ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনে বিপুল ভোটে জয়যুক্ত হবে বলে আশা ব্যক্ত করেন।এমনকি ত্রিপুরা রাজ্যের দুই কেন্দ্রে উপনির্বাচন, বক্সনগর ও ধনপুরের দুটি বিধানসভাকে নির্বাচনকে তৃক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে জয় নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দুটি বিধানসভার বক্সনগর ও ধনপুরের কেন্দ্র দুটিতে বিপুলসংখ্যক ভোটে জয়যুক্ত করার আহ্বান রাখেন গণদেবতাদের কাছে।সংখ্যালঘু মোর্চার রাজ্যে সভাপতি মো,শাহআলম মিয়া, বক্সনগর এবং ধনুপুর ভোটদাতাদের কাছে করজোরে অনুরোধ করে ২০ বক্সনগর বিজেপি প্রার্থী: তোফাজ্জল হোসেন, ২৩ ধনপুর বিধানসভা বিজেপি প্রার্থী বিন্দু দেবনাথকে বিপুলভোটে জয়ী করার আবেদন করেন। তিনি বলেন ২৫ বছর দীর্ঘ বামশাসনে সংখ্যালঘু অংশের মানুষের কোন উন্নয়ন হয়নি। রাজ্যের বিরোধী দল এখন নামমাত্র রাজ্যের তথা কেন্দ্র রয়েছে,বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো দেশের সংখ্যালঘু অংশের মানুষের মগজ ধোলাই করে ধর্মীয় রাজনৈতিক খেলায় মেতে উঠেছে বিরোধী দলগুলো।

প্লাস্টিক ও দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি রোধে বাজারে প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ২৩ আগস্ট।। প্লাস্টিকের কেরি ব্যাগ ও মেয়াদ উত্তীর্ণ পন্য সামগ্রী বিক্রি এবং অবৈধভাবে ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে বাড়ীতে ব্যবহৃত গ্যাস ব্যবহার করা,এই বিষয়ে বিরোধী অভিযান সহ কাঁচামাল দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধি রোধে অভিযানে নামলো মহকুমা প্রশাসন , খাদ্য দপ্তর, ওজন পরিমাপ দপ্তর, খাদ্য সুরক্ষা দপ্তর সহ পুলিশ প্রশাসনের আধিকারিকগন। এই অভিযান চলে আজ বিলোনীয়া শহরের এক নং টিলা প্রভাতী মার্কেট থেকে শুরু করে বিলোনিয়া পুর পরিষদ এলাকার বিভিন্ন দোকানে। বিলোনিয়া নেতাজি সুভাষ প্রভাতী মার্কেটে সব্জীর দোকান গুলিতে অভিযান চালায় বিভিন্ন কাঁচামালের দাম নিয়ে ব্যবসায়ীদের সাথে কথা বলেন তাদের ক্রয় কত এবং বিক্রি কত সে বিষয়ে অবগত হন। কাঁচামালের প্রত্যেক ব্যবসায়ীকে কাঁচা মাল ক্রয় করার সময় ক্যাশমেমো সংগ্রহ করার কথাও বলেন। ওজন মাপার দাড়ি পাল্লা সঠিক আছে কিনা তাও খতিয়ে দেখেন এবং রেশন শপে ও যান। এছাড়া বিলোনিয়ার শহরে অভিযান চালিয়ে বিভিন্ন দোকান থেকে প্লাস্টিক প্যাকেট , গ্লাস ও মেয়াদ উত্তীর্ণ পন্য সামগ্রী উদ্ধার করে তুলে নিয়ে যায়। এছাড়াও এইসব জিনিস রাখার দায়ে কিছু ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে জরিমানা করা হয় এবং কিছু প্রতিষ্ঠানের মালিককে বিভিন্নভাবে সচেতন করা হয়। এই বিষয়ে জানাতে গিয়ে মহকুমা শাসক কার্যালয়ের ডিসিএম আশিষ বিশ্বাস বিভিন্ন দিক গুলি তুলে ধরেন, পাশাপাশি সকল ব্যবসায়ী এবং সাধারন নাগরিকদের সচেতন করেন এবং সতর্ক করেন। এছাড়া আরো জানান এই ভাবে অভিযান চলবে আগামীদিনেও ,সকলে যাতে এই বিষয়ে সরকারের নিয়ম নীতি মেনে চলে সে আবেদন রাখেন তিনি। এবার স্বল্প টাকা জরিমানা এবং সতর্ক করে দেওয়া হচ্ছে আগামী দিনে যদি এই ধরনের গর মিল পাওয়া যায় তাহলে প্রত্যেকের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে জানান ডিসিএম।

শহীদ কৃষদের স্মৃতিতে গড়ে উঠা উদ্যান আজ জঞ্জাল, গোচারণ ও পরিত্যাক্ত ভূমি

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৩ আগস্ট।। শহীদ কৃষকদের সম্মানে নির্মিত শহীদ স্মৃতি উদ্যান আজ জলাজঙ্গাল আর গবাদি পশুদের বিচরনভূমিতে পরিনত। সংস্কারের কোন পদক্ষেপ নেই রাজ্য সরকারের। সিপাহীজলার গোলাঘাটির দয়ারামপাড়ায় ১২ জন শহীদ কৃষকের মৃত্যুর স্মৃতিতে বিগত বাম সরকারের আমলে গড়ে উঠেছিল গোলাঘাটি শহীদ স্মৃতি উদ্যান। ইতিহাসের স্মৃতিচারন করলে জানা যায়, রাজন্য আমলে মহাজন প্রথার প্রচলন থাকায়, মহাজনদের কাছ থেকে মোটা সুদের বিনিময়ে কৃষি কাজ করতেন স্থানীয় কৃষকরা। অক্লান্ত পরিশ্রমে মাথার ঘাম মাটিতে ফেলে ফলিত ফসল চলে যেত মহাজনের গোদামে। ১৯৪৮ সালে রাজ্যে প্রচন্ড খরা দেখা দেয়। প্রায় তিন বছরের এই খরায় গোলাঘাটির কৃষকদের ফলন অনেকাংশে কমে যায়। কিন্তু এলাকার এক পাষণ্ড মহাজন হরি সাহা জোড় পূর্বক কৃষকদের ফসল কেড়ে নিয়ে যায়। কৃষকরা কাকতি মিনতি জানায় মহাজনের কাছে, এবছর আমাদের ছাড় দিন মহাজন, নয়তো ছেলেমেয়েরা না খেয়ে মরবে। কিন্তু পাষণ্ড মহাজনের হৃদয় এতটাই কঠোর ছিল পুলিশের সহযোগিতায় জোরপূর্বক কৃষকদের ফসল তুলে নিয়ে আসে। আর তখনই পরিবারের দাগিদে বিক্ষোভ শুরু করে কৃষকরা। কৃষকদের বিক্ষোভ চরম আকার ধারন করলে মহাজন হরি সাহার নির্দেশে কৃষকদের উপর গুলি চালায় পুলিশ। আর নির্মম সেই ঘটনায় ১২ জন কৃষকের মৃত্যু হয়। সেই কৃষকদের স্মৃতিতেই গোলাঘাটির দয়ারামপাড়ায় গড়ে উঠেছিল *কৃষক শহীদ স্মৃতি উদ্যান*। তৎকালীন বাম সরকারের উদ্যোগে ত্রিপুরার পর্যটন দপ্তরের দুই কোটি টাকায় গড়ে উঠেছিল উদ্যানটি। ত্রিপুরার অন্যতম পর্যটন কেন্দ্র হিসাবে রাজ্যবাসীর অন্যতম পছন্দের স্থানও হয়ে উঠে উদ্যানটি। রাজ্যের অনেক পর্যটকরা বনভোজনে যেতেন সেখানে। কিন্তু বর্তমানে অবহেলা ও সংস্কারের অভাবে উদ্যানটি জঙ্গলের স্তুপে পরিনত হয়ে আছে। খসে পড়ছে কৃষকদের স্মৃতিতে তৈরী স্মৃতিসৌধটি। গবাদি পশুর বিচরনভূমিতে পরিনত হয়ে আছে কৃষকদের আত্মবলিদানের স্মৃতিতে গড়ে উঠা এই উদ্যান। স্থানীয়দের আবেদন উদ্যানটি সংস্কারে যেন রাজ্যের বর্তমান সরকার হাত লাগায়।

সেপ্টেম্বরে দুবাই ও স্পেন যেতে পারেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৩ আগস্ট (হি. স.) : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিদেশ সফর চূড়ান্ত। সেপ্টেম্বর মাসের মাঝপর্বে বিদেশ সফরে যাচ্ছেন মমতা, নবান্ন সূত্রে এমনটাই খবর।রাজ্য বিনিয়োগ টানা লক্ষ্যে মুখ্যমন্ত্রী বিদেশ সফরে যাচ্ছেন বলে জানা গিয়েছে।আগেই জানা গিয়েছিল, সেপ্টেম্বর মাসে স্পেন ও দুবাই সফরে যেতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী। নবান্নের তরফে বিদেশ মন্ত্রকের কাছে অনুমতি চেয়ে আবেদনও জানানো হয়েছিল। রাজ্যের সেই আবেদনে সাড়া দিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর বিদেশ সফরে অনুমতি দিয়েছে কেন্দ্র, নবান্ন সূত্রে এমনটাই জানা গিয়েছে।রাজ্য প্রশাসন সূত্রে খবর, স্পেনের বার্সেলোনা ও মাদ্রিদে যেতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানে সেদেশের নামী শিল্পপতিদের সঙ্গে বৈঠকের সম্ভাবনা রয়েছে।

বন সংরক্ষণ ও অরণ্যে অধিকার আইন রক্ষার দাবিতে বিক্ষোভ। ছবি নিজস্ব।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।